শ্রবণ করিয়া ত্রিজটা ঐ প্রাতঃকালে স্বপ্ন সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত কহিতে লাগিল, স্বয়ং রাম শুক্ল মাল্য ও শুক্ল বসন ধারণ করিয়া, লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে গজদন্ত নির্ম্মিত অন্তরীক্ষগামি সহস্র অশ্ব যুক্ত দিব্য শিবিকায় আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন। আমি আজ স্বপ্নে আরও দেখিয়াছি, সীতা শুক্ল বসনে আবৃত হইয়া ক্ষীরোদসাগরে পরিবেষ্টিত শ্বেত পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়াছেন। ভাস্করের সহিত প্রভার ন্যায়, সীতা রামের সহিত মিলিত হইয়াছেন। আবার দেখিয়াছি, রাম লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে পর্ব্বতাকার চতুর্দ্দন্ত গজ আরোহণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। অনন্তর সূর্য্য সঙ্কাশ, স্ব স্ব তেজোদ্বারা দীপ্যমান শুক্লমাল্যাম্বর-ধারী রাম লক্ষ্মণ দুই জনে সীতার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কমললোচনা জানকী সেই আকাশ স্থিত শৈলাগ্রশিখরে প্রথমতঃ স্বামী রামের ক্রোড়ে পতিত হইয়া পরে তাহা হইতে, তৎক্ষণ আসিয়া রাম কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হস্তীর স্কন্ধে উপবেশন করিলেন। পরে দেখিলাম, সীতা দুই হস্তে চন্দ্র ও সূর্য্যকে মার্জ্জনা করিতেছেন। তদনন্তর ঐ গজোত্তম ঐ দুই কুমার ও বিশালাক্ষী সীতাকে পৃষ্ঠে করিয়া লঙ্কার ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পুনর্ব্বার দেখিলাম, শুক্ল মাল্যাম্বর ধারী রাম লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে অষ্ট শুক্ল বৃষযোজিত রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন। আমি আবার এক স্বপ্ন দেখিলাম, সত্যপরাক্রম, বীর্য্যবান্ পুরুষোত্তম রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সূর্য্যসঙ্কাশ দিব্য পুষ্পকবিমানে আরোহণ পূর্ব্বক, উত্তরদিক্ লক্ষ্য করিয়া প্রস্থান করিলেন।

স্বপ্নে আমি রাবণকেও দেখিয়াছি; তিনি মুণ্ডিতকেশ ও তৈলাক্তশরীর, রক্ত বসন পরিধান করিয়া মধুপান করিতে করিতে মত্ত হইয়াছেন। আবার দেখিলাম মুণ্ডিতকেশ রাবণ আজ কৃষ্ণ বসন ধারণ করিয়া করবীর পুষ্পের মালা দ্বারা বেষ্টিত বিমান হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। এক স্ত্রীলোক তাঁহাকে

আকর্ষণ করিতে লাগিল। পরে রাবণ রক্তমাল্য ও রক্ত অনু-লেপন ধারণ করিয়া গর্দ্দভ যোজিত রথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া তৈল পান, এবং উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। তাহার পর আমি দেখিলাম রাক্ষস রাজ রাবণ ভয়বিহ্বল হইয়া, গর্দ্দভ পৃষ্ঠ হইতে অধো মস্তকে পতিত হইলেন। অনন্তর সহসা উত্থান করিয়া বিচ-লিত, ভয়ার্ত্ত, ভয়বিহ্বল, উন্মত্তরূপী ও দিগম্বর হইয়া মুখে বহুবিধ কুকথা উচ্চারণ করিতে করিতে সত্বর দুর্গন্ধ, দুঃসহ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন নরকসদৃশ বিষ্ঠাপঙ্কে পতিত হইয়া, নিমগ্ন হইলেন। পুনর্ব্বার দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া এক জল কর্দ্দম শূন্য হ্রদে পতিত হইলেন; এক কৃষ্ণবর্ণা রক্ত-বস্ত্র পরীধানা কর্দ্দমলিপ্তাঙ্গী অঙ্গনা কণ্ঠে বন্ধন করিয়া দশকণ্ঠকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবল কুম্ভকর্ণ এবং রাবণের পুত্রদিগকেও আমি ঐ অবস্থায় দর্শন করিলাম, তাহারা মুণ্ডিতকেশ ও তৈলাক্ত-কলেবর। দশগ্রীব বরাহে, ইন্দ্রজিৎ শিশুমারে, এবং কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন। কেবল একমাত্র বিভীষণকেই আমি দেখিলাম, তিনি খেচর সিদ্ধচারণা-দির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহার মস্তকে শ্বেত ছত্র, সমভিব্যাহারে চারি জন সচিব। এবং সম্মুখে মহতী সভা উপবিষ্ট, সভায় গীত বাদ্যের শব্দ হইতেছে। লঙ্কাকেও দেখিয়াছি, রাক্ষসগণ লঙ্কামধ্যে রক্তমাল্য ধারণ ও রক্ত বসন পরিধান করিয়া মধুপান করিতেছে, এই সময় লঙ্কার গোপুর ও তোরণ সকল ভগ্ন হইয়া পড়িল; মনোহারিণী লঙ্কা নগরী অশ্ব রথ ও কুঞ্জরবৃন্দের সহিত সাগরে নিমগ্ন হইল। আরও দেখিয়াছি, লঙ্কা ধূলি দ্বারা মলিনীকৃত এবং রাক্ষসের কামিনী-গণ সকলেই তৈলপানে প্রমত্ত হইয়া উচ্চৈঃ হাস্য ও মহাচীৎকার করিতেছে। কুম্ভকর্ণাদি প্রধান প্রধান রাক্ষসেরাও সকলে

রক্তবর্ণ নিকৃষ্ট বসন পরিধান করিয়া গোময় হ্রদে প্রবেশ করিতেছেন।

অতএব সরিয়া যাও; দেখিবে, রাঘব অবিলম্বেই সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসগণের সহিত তোমাদিগকেও সংহার করিবেন। সীতা তাঁহার বহু আদরের প্রিয়া মহিষী, তাঁহার ভর্ৎসনা বা তর্জ্জনা রাঘব সহ্য করিবেন না। অতএব নিষ্ঠুর বচনে প্রয়োজন নাই; সান্ত্বনাই কর; এস, বিদেহনন্দিনীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, ইহাই আমার ইচ্ছা, ইহাঁর বিষয়ে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, ইনি অসহ্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন; এক্ষণে যদি দুঃখ হইতে মুক্তি পান, তাহা হইলে অত্যন্তই সন্তোষ লাভ করিবেন। রাক্ষসীগণ! ভর্ৎসন করিয়াছ, করিয়াছ, এখনও তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর; আর বকিবার প্রয়োজন নাই; নিশ্চয়ই রাঘব হইতে, রাক্ষসগণের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। জনকনন্দিনী মৈথিলী যদি প্রণিপাতে প্রসন্ন হন, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রাণ দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। এই বিশালাক্ষীর শরীরে কোন রূপ দুলক্ষণও অণুমাত্র দর্শন করিতেছি না। ইহার কেবল কান্তি ম্লান হইয়াছে বলিয়াই জানা যাইতেছে যে ইনি দুঃখে পতিত হইয়াছেন। এই দেবী দুঃখের অনুপযুক্তা, আমিত স্বপ্নে দেখিয়াছি, ইনি আকাশচারিণী হইয়াছেন। আমি দেখিতে পাইতেছি, বিদেহনন্দিনীর প্রয়োজন সিদ্ধি, রাক্ষসরাজের বিনাশ ও রামের বিজয় উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখা যাইতেছে, ইহাঁর মহৎ অভীষ্ট সূচনা করিবার নিমিত্ত ইহাঁর পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত বামচক্ষু স্পন্দিত হইতেছে। বৈদেহীর বাম বাহুও অকস্মাৎ পুলকিত হইয়া কম্পিত হইতেছে। ইহাঁর করেণু শুণ্ডাকৃতি অত্যুত্তম বাম উরুও কম্পিত হইয়া যেন জানাইয়া দিতেছে যে, রাম ইহাঁর সম্মুখে উপস্থিত। কাকাদি পক্ষীও শাখাস্থিত নীড় মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া

হৃষ্টভাবে সুন্দর শান্ত স্বরে রব করিয়া বার বার সুখপ্রাপ্তি সূচনা করিতেছে।

অনন্তর সেই লজ্জাশীলা বালা স্বামীর বিজয়ে হর্ষিতা হইয়া কহিলেন, যদি এই বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

---

## অষ্টাবিংশ সর্গ।

দুঃখ কাতরা সীতা রাবণের সেই তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বনান্ত প্রদেশে সিংহ কর্তৃক আক্রান্তা গজরাজ কন্যার ন্যায় ভীত হইলেন। রাবণ কর্তৃক নিরতিশয় দুর্বাক্য দ্বারা তর্জ্জিত তাহাতে আবার রাক্ষসীদিগের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া ভীরু বিজন অরণ্য মধ্যে পরিত্যক্তা বালিকা কন্যার ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। সংসারে অকালে মৃত্যু হয় না, পণ্ডিতেরা যে এই কথা কহিয়া থাকেন, ইহা সত্য। তাহা না হইলে, এই প্রকারে নিরতিশয় ভর্ৎসিত হইয়াও পাপীয়সী কি ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতাম। নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার এই সুখবিহীন বহু দুঃখপূর্ণ হৃদয় অজর ও অমর, তাহা হইলে আজ বজ্রাহত অচল শৃঙ্গের ন্যায় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না কেন। প্রাণ ত্যাগ বিষয়েত অবশ্যই আমার কোন দোষ নাই, আমি এই নিষ্ঠুরদর্শনেরই বধ্যা; ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্মণকে বেদমন্ত্র দান করিতে পারেন না, আমিও তেমনি এই রাবণকে মন প্রাণ দান করিতে পারি না। ইতি মধ্যে সেই লোকনাথ যদি আগমন না করেন, তাহা হইলে, বৈদ্য যেমন গর্ভস্থ শিশুকে জীবদ্দশাতেই ছেদন করে, দুষ্টাত্মা রাবণ তেমনি অচির কাল মধ্যেই শর দ্বারা নিশ্চয়ই আমার অঙ্গ সকল ছেদন করিবে। স্বামিবিরহজনিত দুঃখ আমার উপস্থিতই হইয়াছে; এই বধদুঃখও আমাকে নিশ্চয়ই পাইতে হইবে। কারণ দুই মাস

অবিলম্বেই অতিবাহিত হইবে, তখন রাজাজ্ঞাক্রমে বদ্ধ তস্করের নিশাবসানে যেমন প্রাণদণ্ড হয়, আমার ও তেমনি হইবে। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সুমিত্রে! হা রামজননি! হা আমার জননীগণ! মন্দভাগিনী, আমি মহার্ণব মধ্যে নৌকার ন্যায়, এই মোহাদি বায়ু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি। নিশ্চয়ই বিদ্যুতাগ্নির ন্যায় রাক্ষস আমার জন্য মৃগ রূপ ধারণ করিয়া, দুই সিংহের ন্যায় দুই বলবান্ রাজপুত্রকে সংহার করিয়াছে। মৃগরূপী সেই কাল অবশ্যই তৎকালে আমার জ্ঞান লোপ করিয়াছিল, সেই জন্যই মূঢ়া আমি আর্য্যপুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে বিদায় করিয়াছিলাম। হা রাম! হা সত্য ব্রত! হা দীর্ঘ বাহো! হা পূর্ণচন্দ্র-নিভানন! হা জীবলোকের হিত ও প্রিয়সাধক! তুমি জানিতেছ না যে রাক্ষসেরা আমার বধ করিবে। আমি যে পতি ভিন্ন অন্য দেবতা জানি নাই; শাপদানে সমর্থ হইয়াও আমি যে রাবণকে ক্ষমা করিয়াছি, ভূমিতে যে শয়ন করিয়াছি; ধর্ম্ম নিয়ম যে প্রতিপালন করিতেছি, আর আমার যে পতিব্রতা ধর্ম্ম, সমস্তই কৃতঘ্ন ব্যক্তির প্রতি মানুষদিগের উপকারের ন্যায়, বিফল হইল। আমি যখন তোমাকে প্রাপ্ত হইতেছি না, কৃশ হইয়াছি, বিবর্ণ হইয়াছি, তোমার বিরহিণী হইয়াছি, এবং তোমাকে যে প্রাপ্ত হইব, সে আশাও আমার নাই, তখন আমি যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছি, সমস্তই নিষ্ফল, আমার একপত্নীক ব্রতও নিরর্থক। বোধ হইতেছে, তুমি নিয়মানুসারে পিতার আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক ব্রত সমাপ্ত করিয়া বন হইতে ফিরিয়া গিয়া নির্ভয় ও কৃতকৃতার্থ হইয়া বিশাললোচনা কামিনীগণের সহিত ক্রীড়া করিবে; আর আমি জীবিত ত্যাগ করিব। কারণ, রাম! আমার বাসনা তোমাতেই নিবদ্ধ, সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া মরণেই সঙ্কল্প করিয়াছি, আমার ব্রত ও তপস্যা উভয়ই বিফল হইল; অতএব আমার অল্পভাগ্য জীবনে

ধিক্। বিষ বা শাণিত শস্ত্র দ্বারা আমি সত্বর জীবন ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, কিন্তু আমাকে বিষ বা শস্ত্র দান করে; রাক্ষসের গৃহে এরূপ কেহই নাই।

এক মনে রামকেই চিন্তা করিতে করিতে, দেবী এই প্রকার নানাবিধ বিলাপ করিয়া শুষ্কবদনে কম্পিত হইতে হইতে পুষ্পিত পাদপশ্রেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। শোকে নিরতিতাপিত হইয়া সীতা, বিবিধরূপ চিন্তা করিয়া, বদ্ধবেণী হস্তে লইলেন, স্থির করিলেন, গলদেশে এই বেণী বন্ধন করিয়া শীঘ্র যমের সমীপে গমন করিব।

কোমলাঙ্গী বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া ঐ বৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিয়া, রাম লক্ষ্মণ, এবং স্বীয় বংশ চিন্তা করিতে লাগিলেন; ইতি মধ্যে সুন্দরাঙ্গীর গাত্রে শোকশান্তিকর ধৈর্য্যজনক, শুভসংবাদসূচক বিবিধ লোকপ্রসিদ্ধ শুভ চিহ্ন উদ্ভূত হইয়া দৃষ্ট হইল।

---

## ঊনত্রিংশ সর্গ।

অতি দীনমানসা, হর্ষবর্জ্জিতা, ব্যথিতা অনিন্দিতা সীতা ঐরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইতিমধ্যে, সেবকেরা যেমন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, বিবিধ শুভ লক্ষণ তেমনি তাঁহাকে ভজনা করিল। সেই সুকেশীর কুটিল-পক্ষ্মরাজি-পরিবৃত, কৃষ্ণতারকশোভিত, বিশাল, শুক্লবর্ণ, অপাঙ্গ-রক্তিম বাম লোচন, মীনচালিত পদ্মের ন্যায়, কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার যে সুন্দর সুগোল মাংসল বাম বাহু মহা-মূল্য কালাগুরুচন্দনের সমুচিত, এবং পুরুষোত্তম প্রিয় যাহা উপধান করিতেন, সেই বাহু আজ অনেকদিনের পর ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে থাকিল। পরস্পর সংঘট্টিত ঊরুদ্বয়ের মধ্যে

গজরাজ-শুণ্ডাকৃতি স্থূল সুগঠিত বাম উরু কম্পিত হইয়া সূচনা করিল, রাম সম্মুখে উপস্থিত। অতুলনয়না দাড়িম্ববীজাকৃতি-দন্তশালিনী সুন্দরাঙ্গীর সুবর্ণসমবর্ণ ঈষন্মলিনীভূত বসন উপবেশন আসন হইতে নিম্নে নিপতিত হইল।

বায়ু ও রৌদ্রে পরিশুষ্ক নষ্টপ্রায় বীজ যেমন বর্ষাপাতে পুনরুজ্জীবিত হয়, পূর্ব্ব হইতেই সুস্পষ্ট শুভ শংসী পূর্ব্বোক্ত ও অন্যান্য শুভলক্ষণ দ্বারা অবগত হইয়া সীতা তেমনি হর্ষিত হইলেন। বিম্বফলসদৃশ-ওষ্ঠপুটমণ্ডিত, সুন্দর চক্ষু ভ্রূ কেশান্ত ও কুটিল পক্ষ্মশোভিত শুক্লদন্তবিরাজিত তদীয় বদন, রাহুগ্রাস হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত চন্দ্রমার ন্যায়, পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইল।

তাঁহার শোক ও অবসাদ দূরে পলাইল; তাপ শান্ত হইল, এবং চিত্ত হর্ষে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া, তাঁহাকে বোধ হইতে লাগিল, যেন শুক্ল পক্ষে চন্দ্র উদিত হওয়াতে রাত্রির শোভা হইয়াছে।

---

## ত্রিংশ সর্গ।

সীতার ও ত্রিজটার বাক্য, এবং রাক্ষসীদিগের তর্জ্জন গর্জ্জন, বিক্রমশালী হনুমান্ সমস্তই আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। নন্দন বন মধ্যে দেবকামিনীর ন্যায় ঐ দেবীকে দর্শন করিয়া বানর বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বহু সহস্র ও অযুত অযুত বানর সমস্তদিকে যাঁহার অনুসন্ধান করিতেছে, আমি এই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। চরের কার্য্য আমি সুচারুই সম্পন্ন করিয়াছি। শত্রুর শক্তি জানিবার নিমিত্ত গুপ্ত ভাবে বিচরণ করিয়া, আমি বক্ষ্যমাণ বিষয় সমস্ত দর্শন করিয়াছি,—মানুষ অপেক্ষা রাক্ষসদিগের ঐশ্বর্য্যাদির তারতম্য দেখিয়াছি; এই লঙ্কানগরী ও বিশেষ করিয়া পরিদর্শন করিয়াছি; রাক্ষসাধিপতি রাবণের প্রভাবও দেখিয়াছি। এক্ষণে সেই অপ্রমেয়, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি

দয়ালু রামের পতি-দর্শন-লালসা ভার্য্যাকে আশ্বাসিত করা উচিত হইতেছে। যিনি কখনও দুঃখ দর্শন করেন নাই, সেই পূর্ণচন্দ্রবদনা এক্ষণে দুঃখের পার পাইতেছেন না, আমি ইহাঁকে আশ্বস্ত করিব। শোকে এই সতীর চৈতন্য বিলোপ হইয়াছে, আমি যদি ইহাঁকে আশ্বস্ত না করিয়া গমন করি, তাহা হইলে গমনে দোষ জন্মিবে। আমি তথায় ফিরিয়া যাইলে পর যশস্বিনী রাজনন্দিনী জানকী পরিত্রাণ না দেখিয়া নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করিবেন। সীতা-দর্শন-লালস চন্দ্রানন সেই মহাবাহু রামচন্দ্রকে যেমন আশ্বস্ত করিতে হইবে, ইহাঁকেও সেই রূপ আশ্বাস দান করা কর্ত্তব্য। রাক্ষসীদিগের সমক্ষেও আলাপ করা দুঃসাধ্য; এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, আমি এই মহা সমস্যায় পতিত হইয়াছি। এই রাত্রিশেষকালে আমি যদি ইহাঁকে আশ্বস্ত না করি, তাহা হইলে ইনি জীবন ত্যাগ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। রাম যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, জানকী আমাকে কি বলিয়াদিয়াছেন, তখন আমি তাঁহাকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব, আমি সুমধ্যমাকে সম্ভাষণ করি নাই। যদি সীতার সংবাদ না লইয়া, আমি অস্তে ব্যস্তে এস্থান হইতে গমন করি, তাহা হইলে কাকুৎস্থ ক্রোধতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে ভস্ম করিতে পারেন। আর যদি আজ রাজা সুগ্রীবের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে রামকার্য্যের জন্য উদ্‌যোগী হইতে অনুরোধ করি, তাহা হইলেও তাঁহার সসৈন্যে আগমন বৃথা হইবে। আমি রাক্ষসীদিগের অনবধানতা অপেক্ষা করিতেছি, সেই অবসর প্রাপ্ত হইলেই বহুলসন্তাপতাপিতাকে আজ অল্পে অল্পে আশ্বস্ত করিব। আমি বানর, তাহাতে আবার আমার দেহও অতি ক্ষুদ্র; মানুষের ন্যায় ব্যাকরণাদিশুদ্ধ বাক্য বলিব। যদি সংস্কৃত বলি, তাহা হইলে সীতা আমাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া ভীত হইবেন; অতএব আমাকে অবশ্যই অর্থযুক্ত মানুষ বাক্য বলিতে হইবে, অন্যথা আমি এই অনিন্দিতাকে

সান্ত্বনা করিতে পারিব না। পূর্ব্বে রাক্ষসেরা জানকীকে ভীতই করিয়াছে; সুতরাং আমাকে দেখিলে হয় ত আরও ভীত হইবেন। আমাকে কামরূপী রাবণ জ্ঞান করিয়া মনস্বিনী বিশালাক্ষী পরিত্রাণের জন্য চীৎকার করিবেন। তিনি সহসা চীৎকার করিলে নানাঅস্ত্রশস্ত্রধারী কৃতান্তসদৃশ ভীষণ রাক্ষসী সকল আগমন করিবে। তাহার পর ঐ সকল মহাবলশালিনী বিকৃতমুখী রাক্ষসী চারিদিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আমাকে বাহির করিয়া বধ বা ধারণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। তখন আমি প্রধান প্রধান বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা ও স্কন্ধে ধাবিত হইতে থাকিব, দেখিয়া সকলেই নিরতি ভীত হইবে। বনবিচরণ কালে আমার প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাক্ষসী সকল ভয়ে বিত্রস্ত হইয়া বিকট চীৎকার করিবে। পরে রাক্ষসীরা রাক্ষস-রাজের ভবনে রাক্ষসরাজের নিযুক্ত রাক্ষসদিগকেও আহ্বান করিবে; তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া শূল, শর, ও নিস্ত্রিংশাদি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বেগে এই গণ্ডগোল স্থলে উপস্থিত হইবে। সেই রাক্ষসসৈন্য কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া আমি সমস্ত সংহার করিতে পারিব, কিন্তু আর মহাসাগর পার হইতে পারিব না। অথবা শীঘ্রকর্ম্মা বহু রাক্ষস আমাকেই বন্দী করিবে। তাহা হইলে আমিও বন্দী হইলাম, এই সীতারও কার্য্য সিদ্ধ হইল না। কিম্বা, রাক্ষসদিগের হিংসাতেই অভিরুচি, হয় ত তাহারা জনকাত্মজাকে বিনাশই করিবে; তাহা হইলেই রামের ও সুগ্রীবের কার্য্য নষ্ট হইল। রাক্ষসগণে রক্ষিত সাগরের পার-বর্ত্তি ওই উদ্দিষ্টদেশের পথ রুদ্ধ হইলে পর, জানকী গুপ্তাই থাকিবেন। যুদ্ধে রাক্ষসেরা আমাকে সংহারই করুক্, আর বন্দীই করুক্, একরূপ করিলে পর, আমি আর এরূপ অন্য কাহাকেও দেখি না, যে রামের কার্য্য সাধনে সহায় হইবে। বিশেষ চিন্তা করিয়াও আমি দেখিতেছি না যে আমি নিহত হইলে পর অন্য কোন বানর শতযোজন-বিস্তীর্ণ মহাসাগর লঙ্ঘন

করিবে। আমি সহস্র সহস্র রাক্ষসকে অনায়াসেই সংহার করিতে পারিব, কিন্তু তাহার পর আর মহোদধির পর পারে গমন করিতে পারিব না। যুদ্ধের জয় পরাজয় নিয়তই অনিশ্চিত; অতএব সন্দিগ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে আমার অভিরুচি হইতেছে না। যে কার্য্যের সিদ্ধি নিশ্চিত, কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সে কার্য্যকে সন্দিগ্ধ করেন।

বিদেহনন্দিনীর সহিত কথা কহিলে এই সমস্ত দোষ জন্মে; না কহিলেও তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হয়। সিদ্ধপ্রায় কার্য্য যদি অবিমৃশ্যকারী দূতের হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে, দেশ কাল বিরুদ্ধ হইয়া, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, নাশ পায়। কার্য্য আর অকার্য্য, এই উভয়ের মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও শোভা পায় না, যে সকল দূত, পণ্ডিতাভিমানী, তাহাদিগের হইতে কার্য্য পণ্ড হয়। কি করিলে কার্য্য না নষ্ট হয়, আমার অবিমৃশ্যকারিতা না প্রকাশ পায়, সমুদ্র লঙ্ঘন না বৃথা হয়; কি করিলেই বা সীতা ভীতা না হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ করেন।

বুদ্ধিমান্ হনুমান্ এই সকল বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম ইহাঁর প্রিয়; সেই প্রিয়জনেই ইহাঁর চিত্ত নিবদ্ধ রহিয়াছে; হঠাৎ তাঁহার সংবাদ দান করিয়া ইহাঁকে উদ্‌বিগ্ন করিব না। মধুর বাক্যে ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় রামের ধর্ম্মসম্পন্ন শুভসংবাদবাক্য সকল আপনাপনিই উচ্চারণ করিয়া ইহাঁকে সমস্ত শ্রবণ করাই। ইহাঁর যাহাতে প্রত্যয় জন্মে, আমাকে সর্ব্বথা তাহাই করিতে হইতেছে।

মহানুভাব হনুমান্ জগন্নাথের পত্নীকে দর্শন করত এই প্রকার বহুবিধ চিন্তা করিয়া, বৃক্ষশাখার অন্তরালে থাকিয়া মধুর সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন।

---

# একত্রিংশ সর্গ।

মহামতি হনুমান্, এই প্রকার বহুবিধ চিন্তা করিয়া, কেবল সীতাই শুনিতে পান, এইরূপ দূরে থাকিয়া, মধুর বাক্যে কহিলেন, দশরথ নামে রাজা; তাঁহার বহুতর রথ, হস্তী, ও অশ্ব ছিল; এবং তিনি পুণ্যশীল, মহাযশস্বী, ও ইক্ষ্বাকুদিগের মধ্যে সুবিখ্যাত ছিলেন। হিংসায় তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি উন্নতমনা, দয়ালু, সত্যবিক্রম, ইক্ষ্বাকুরাজ বংশের প্রধান, লক্ষীবান্, লক্ষ্মীবর্দ্ধন, ছত্রাদিরাজচিহ্নেচিহ্নিত, বিপুলশ্রী, পার্থিবশ্রেষ্ঠ, চতুঃসাগরবেষ্টিতপৃথিবীমধ্যে বিখ্যাত, বন্ধুজনের সুখদাতা ও সুখী ছিলেন। রাম নামে তাঁহার প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্ণচন্দ্রবদন রাম জ্ঞানী, সর্ব্বধনুর্দ্ধারীর শ্রেষ্ঠ; নিজ চরিত্রের রক্ষিতা, বন্ধুজনের রক্ষিতা, জীবলোকের রক্ষিতা, ধর্ম্মের রক্ষিতা এবং শত্রুজনের নিগ্রহ কর্ত্তা। বীর রাম সত্য-প্রতিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতার আদেশ ক্রমে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সমভি-ব্যাহারে বনে নির্ব্বাসিত হন। মহারণ্য মধ্যে মৃগয়া করিতে করিতে, তিনি কামরূপী বহু বলবান্ রাক্ষসের প্রাণ সংহার করেন। জনস্থানের এবং খর দূষণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে মায়ামৃগ দ্বারা বনমধ্যে রামকে প্রবঞ্চনা করিয়া জানকীকে হরণ করে। রাম সেই অনিন্দিতা সীতা দেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে সুগ্রীব নামক বানরকে মিত্র লাভ করেন। পরে শত্রুনগরজয়কারী রাম বালীকে বধ করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবকে কপিরাজ্য দান করিয়াছেন। সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে সহস্র সহস্র কামরূপী বানর সর্ব্বদিকে দেবীর অনু-সন্ধান করিতেছে। আমি সম্পাতির বাক্যানুসারে, সেই বিশা-লাক্ষীর জন্য শতযোজন-বিস্তীর্ণ সাগর বেগে লঙ্ঘন করিয়াছি। রামের মুখে সেই সীতার যে প্রকার রূপ, যে প্রকার বর্ণ, এবং যে প্রকার লক্ষণ সকল শ্রবণ করিয়াছিলাম, আমি তাঁহাকেই এই দেখিতে পাইয়াছি।

বানরশ্রেষ্ঠ এই প্রকার কহিয়া বিরত হইলেন। জানকীও উহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর সেই কুঞ্চিতাগ্রকেশী ভীরু সুকেশী কেশাচ্ছাদিত বদন উন্নত করিয়া শিংশপা বৃক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সীতা কপির বাক্য শ্রবণ করত সমস্ত দিক্ বিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া এক মনে রামকেই চিন্তা করত সাতিশয় হর্ষিত হইলেন। তিনি বক্র, ঊর্দ্ধ ও অধঃ, সর্ব্বদিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায়, বানরাধিপতির অমাত্য অচিন্ত্য-বুদ্ধি পবননন্দনকে দেখিতে পাইলেন।

---

## দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বিদ্যুৎসঙ্ঘসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ শুভ্রবাসা হনুমান্ শাখামধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, অতএব তাঁহাকে স্পষ্ট দেখিতে না পাইয়া সীতার মন কিঞ্চিৎ ভীত হইল। তিনি ঐ বৃক্ষে প্রস্ফুটিত-অশোক-রাশি-সমপ্রভ, তপ্ত-সুবর্ণ-সদৃশলোচন, প্রিয়বাদী, বিনীত বানরকে দেখিতে পাইলেন। বিনীত বদনে অবস্থিত বানর-শ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া মৈথিলী সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো, বানর জাতির মধ্যে এই বানর অতি ভয়ঙ্কর, দুর্দ্ধর্ষ, ও দুর্নিরীক্ষ্য! এই রূপ জ্ঞান করিয়া, জানকী পুনর্ব্বার ভয়ে বিমোহিত হইলেন। ভয়ে মোহিত ও দুঃখে কাতর হইয়া, ভামিনী হা রাম, হা রাম, হা লক্ষ্মণ, বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর ক্ষীণ হইয়া আসিল, তিনি মৃদুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিনীত ভাবে অবস্থিত বানরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া অবশেষে ভামিনী জনক-নন্দিনী ভাবিলেন, এ স্বপ্ন। আকার দর্শন করিয়া তিনি বৃহৎ-ভগ্ন-মুখশালী, পূর্ব্বোক্ত বেশধারী, বুদ্ধিমান্দিগের শ্রেষ্ঠ, মহৎগুণসম্পন্ন পবননন্দন বানরপ্রধানকে দর্শন করিলেন।

তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিরতিশয় ভীত এবং গতপ্রাণার ন্যায় হইলেন। অনেক ক্ষণের পর চেতনা লাভ করিয়া বিশাল-লোচনা চিন্তা করিলেন, স্বপ্নে বানর দর্শন করিয়া আজ আমি অতি কুস্বপ্ন দেখিলাম; স্বপ্নে বানর দর্শন সকল শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ। প্রার্থনা করি রামের, লক্ষ্মণের ও আমার পিতা জনকের মঙ্গল হউক্। অথবা স্বপ্নও ত নহে; সেই পূর্ণচন্দ্রবদনের বিরহে আমি শোকে দুঃখে পীড়িত হইয়াছি; সুতরাং আমার সুখ নাই; অতএব নিদ্রাও আমার নাই। আমি নিরন্তর মনো মধ্যে রাম রাম চিন্তা করি; বাক্যেও সর্ব্বদা রাম রাম বলি, সেই জন্যই চিন্তায় কত কথা শ্রবণ করিতে পাই, কথার মত পদার্থও দেখিতে পাই। একমনে নিরন্তর চিন্তা করিতেছি, সেই জন্য এক্ষণে তাঁহার রূপ মনোমধ্যে উদিত হইয়া আমাকে যাতনা দিতেছে, সেই জন্য আমি তাঁহার কথাই শ্রবণ করিতেছি, তাঁহাকেই দেখিতেছি। বোধ করিতেছি এই বানর মনঃকল্পিত; আবার বুদ্ধি পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়াও তাহাই দেখিতেছি; মনঃকল্পিত বস্তুর ত রূপ নাই; এ যে স্পষ্ট মূর্ত্তি যে ধারণ করিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতেছে।

বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্দ্রকে নমস্কার, ব্রহ্মাকে নমস্কার, অগ্নিকে নমস্কার; আমার সম্মুখে এ যে কথা বলিল, যেন ইহা সত্যই হয়, মিথ্যা না হয়।

---

## ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বিদ্রুমসদৃশরক্তমুখ পবননন্দন হনূমান্ উপরি শাখা হইতে নিম্নশাখায় অবরোহণ করত দুঃখিত ও বিনীত ভাবে দূর হইতে নমস্কার করিয়া নিকটে আসিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে সীতাকে কহিলেন, হে পদ্মপলাশাক্ষি! তুমি কে; তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, অথচ জীর্ণ কৌশেয় বসন পরিধান করিয়া

বৃক্ষের শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক, অবস্থিতি করিতেছ। পদ্ম পত্র হইতে বারির ন্যায় তোমার দুই নেত্র হইতে শোকজন্য অশ্রু-জল বিগলিত হইতেছে কেন। হে শোভনে! দেবতা, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ ও কিন্নর, এই সকলের মধ্যে তুমি কোন্ জাতি। হে চারুবদনে! হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি কি রুদ্রগণের, না মরুদ্‌গণের, না বসুগণের কেহ; আমার বোধ হই তেছে তুমি দেবতা। তুমি কি সর্ব্বজ্যোতির্গণের প্রধানা যাবতীয় শ্রেষ্ঠগুণে অগ্রগণ্যা রোহিণী, চন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছ। হে কল্যাণি! হে অনিন্দিতলোচনে! তুমি কে। হে অসিতলোচনে! তুমি কি কল্যাণী অরুন্ধতী; কোপ হেতুই হউক্, আর অজ্ঞান হেতুই হউক্, বশিষ্ঠকে কুপিত করিয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছ। হে সুমধ্যমে! তোমার পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, বা ভর্ত্তা ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করাতেই কি তুমি তাঁহার জন্য শোক করিতেছ। তুমি রোদন ও দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ; তুমি স্পর্শ করিয়া আছ এবং রাজা রামের নাম গ্রহণ করিতেছ; সুতরাং আমি তোমাকে দেব-কামিনীও জ্ঞান করিতে পারিতেছি না। তোমার যেরূপ জ্ঞাপক লক্ষণ সকল দেখিতেছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, তুমি রাজার মহিষী ও রাজার কন্যা। রাবণ বল প্রয়োগ করিয়া জন-স্থান হইতে যে সীতাকে হরণ করিয়াছে, তুমি যদি সেই সীতা হও, তাহা হইলে, আমাকে বল, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি,; তোমার মঙ্গল হউক। তোমার যেরূপ দুঃখ, যেপ্রকার অলৌ-কিক রূপ, এবং যেপ্রকার তাপসোচিত বেশ দেখিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই হইতেছে, তুমি রামের মহিষী।

বিদেহনন্দিনী হনুমানের বাক্য এবং রামের নামোল্লেখ শ্রবণ করিয়া হর্ষিত হইয়া হনুমান্‌কে কহিলেন, পৃথিবীর মধ্যে যিনি রাজসিংহগণের অগ্রগণ্য, আমি সেই জিতেন্দ্রিয়, শত্রু-সৈন্য-প্রমাথী দশরথের পুত্রবধূ, এবং বিদেহাধিপতি মহাত্মা

জনকের দুহিতা; আমার নাম সীতা; আমি ধীমান্ রামের ভার্য্যা। রাঘবের গৃহে আমি দ্বাদশবৎসর সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ করিয়া মানুষ ভোগ্য সমস্ত ভোগ উপভোগ করিয়াছিলাম। অনন্তর ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, রাজা দশরথ পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিয়া ইক্ষ্বাকুকুমার রামকে রাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইলেন। রামাভিষেকের দ্রব্য সকল আহরণ হইতে লাগিল; ইতি মধ্যে কৈকেয়ী নামে মহিষী স্বামীকে কহিলেন, রামকে যদি অভিষেক করা হয়, তাহা হইলে, আমি দৈনিক আহার ভোজন, বা পানীয় পান করিব না; জানিবেন, এই আমার জীবনের শেষ। হে রাজসত্তম! আপনি যে সেই দেবাসুর সংগ্রামে প্রসন্ন হইয়া আমাকে বাক্য দান করিয়াছিলেন, তাহা যদি মিথ্যা করা আপনার অভি-প্রেত না হয়, তাহা হইলে, আমি প্রার্থনা করিতেছি, রাম বনে গমন করুক্। রাজা দশরথ সত্যবাদী; মহিষীকে বাক্য দান করিয়াছিলেন, স্মরণ করিয়া এবং কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধ রাজা সত্যধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে যশস্বী জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট রাজ্য ভিক্ষা করিলেন। পিতার বাক্য অভিষেক অপে-ক্ষাও শ্রীমান্ রামের প্রিয়তর; তিনি অগ্রে মনোমধ্যে অঙ্গীকার করিয়া পশ্চাৎ বাক্যে স্বীকৃত হইলেন। রাম যাহা দান করি-বেন, প্রাণান্ত হইলেও, তাহা আর পুনর্গ্রহণ করিবেন না, সত্য কহিবেন, মিথ্যা কহিবেন না। মহাযশা মহামূল্য উত্তরীয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে রাজ্য ত্যাগ ও আমার জননীকে অর্পণ করিলেন। আমি কিন্তু সত্বর বনচারিণীর বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রেই যাত্রা করিলাম; তাঁহাকে ব্যতীত স্বর্গ-বাসও আমার প্রীতিজনক নহে। মিত্রের আনন্দবর্দ্ধন মহাভাগ সুমিত্রানন্দনও অগ্রজের অনুগমন করিবার নিমিত্ত অগ্রেই কুশ-চীরে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। এইরূপে আমরা গুরু দশরথের

আজ্ঞা বহুমান্য করিয়া কঠোর ব্রত ধারণ পূর্ব্বক অদৃষ্টপূর্ব্ব গম্ভীর-দর্শন বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই অমিততেজস্বী রাম দণ্ডকারণ্যে বসতি করিয়া আছেন, এই সময় দুরাত্মা রাক্ষস রাবণ তাঁহার ভার্য্যা আমাকে হরণ করিল। সে অনুগ্রহ করিয়া আমার জীবনের দুই মাস সময় দিয়াছে; দুই মাস অতীত হইলে পর, আমাকে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে।

— —

## চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

দুঃখপরম্পরায় অভিভূতা সীতার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ সান্ত্বনা পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, দেবি! আমি রামের আজ্ঞাক্রমে আপনার নিকট দূত উপস্থিত হইয়াছি। হে বিদেহনন্দিনি! রাম কুশলে আছেন; তিনি আপনাকে কুশলপ্রশ্ন করিয়াছেন। যে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম অস্ত্র এবং চারি বেদ অবগত আছেন, দেবি! সেই দশরথনন্দন রাম আপনাকে কুশলপ্রশ্ন করিয়াছেন। আপনার ভর্ত্তার প্রিয় অনুচর মহাতেজা লক্ষ্মণ শোকে সন্তপ্ত হইয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক আপনাকে অভিবাদন করিয়াছেন।

সেই দুই নরসিংহের কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জানকী দেবীর সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি হনুমান্‌কে কহিলেন, জীবিত থাকিলে, শতবর্ষ পরেও জীবের আনন্দ পুনর্ব্বার উপস্থিত হয়, লোকে এই যে কথা কহিয়া থাকে, আমি দেখিতেছি, ইহা সত্য।

রাম লক্ষ্মণের সহিত মিলন হইলে যেমন হইত, ঐ সময়ে সীতার তেমনই অত্যাশ্চর্য্য আনন্দ জন্মিল। তখন সীতা ও হনুমান্ উভয়ে বিশ্বস্ত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। শোকসন্তপ্তা সীতার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্ ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। ক্রমে ক্রমে যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি-

লেন, সীতা ততই তাঁহাকে রাবণ বলিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। হায়, আমি কি কুকার্য্যই করিলাম; ইহার সহিত কথা কহিলাম। এই সেই রাবণ, অন্যের রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া অনিন্দিতাঙ্গী অশোকের শাখা পরিত্যাগ করিয়া শোকে অভিভূত হইয়া ঐ স্থানে মৃত্তিকাতেই উপবেশন করিলেন। অনন্তর মহাবাহু হনুমান্ জনকাত্মজাকে নমস্কার করিলেন; কিন্তু তিনি ভয়ে ত্রস্ত হইয়া আর তাঁহাকে চাহিয়া দেখিলেন না। হনুমান্ বন্দনা করিলেন, দেখিয়া চন্দ্রবদনা সীতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন, যদি সত্য হয় যে, তুমি বাস্তবিক মায়াবী রাবণ, মায়া অবলম্বন করিয়া আমাকে পুনর্ব্বার সন্তাপিত করিতেছ, তাহা হইলে বলিতেছি তোমার এই সন্তাপদান করা উচিত হইতেছে না। জনস্থানে আমি যাহাকে নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকরূপ ধারণ করিতে দেখিয়াছিলাম, নিশ্চয় তুমি সেই রাবণ। হে কামরূপিন্ নিশাচর! আমি উপবাসে কৃশা ও দুঃখিনী হইয়া আছি; আমাকে যে আবার সন্তাপিত করিতেছ, ইহা উচিত হইতেছে না। অথবা, আমি অলীক আশঙ্কা করিতেছি, তোমার দর্শনে যে আমার মনে আনন্দ জন্মিতেছে। যদি তুমি রামের দূত আগমন করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হউক। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, রামের কথাই আমার ভাল লাগে। বানর! তুমি আমার প্রিয় রামের গুণ সকল কীর্ত্তন কর; সৌম্য! জলবেগ যেমন নদীকূল, তুমি তেমনি আমার মন হরণ করিতেছ। আহা, স্বপ্ন আমাকে কি অনির্ব্বচনীয় সুখই দান করিল; বহুকাল হরণের পর, আজি আমি রামের প্রেরিত দূত বানরকে দর্শন করিলাম। বীর রাম ও লক্ষ্মণকে আমি যদি স্বপ্নেও দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাকে অবসন্ন হইতে হয় না, কিন্তু স্বপ্নও আমার সুখদ্বেষী। ইহাকে ত স্বপ্নও

বোধ করিতে পারি না; স্বপ্নে বানর দর্শন করিলে ত অভ্যুদয় লাভ হয় না; আমি যে সন্তোষরূপ অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইলাম। তবে কি এ মনের ভ্রম, না বায়ুর কার্য্য, না উন্মাদ জন্য বিকার, না মৃগতৃষ্ণিকা। উন্মাদও ত নহে. উন্মাদের লক্ষণ যে জ্ঞানহানি; আমি ত সজ্ঞান; আপনাকে এবং এই বানরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি।

এই প্রকার বিবিধ চিন্তা দ্বারা রাক্ষস ও বানর উভয় পক্ষের বলাবল নিশ্চয় করিয়া, সীতা হনূমানকে রাবণই স্থির করিলেন; কারণ, তিনি জানিতেন রাক্ষসেরা ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে পারে। জনকনন্দিনী সুমধ্যমা সীতা তৎকালে এইরূপ স্থির করিয়া; বানরকে আর প্রত্যুত্তর করিলেন না।

পবনতনয় হনূমান্ সীতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া শ্রবণ মধুর বাক্যে তৎকালে তাঁহার হর্ষোৎপাদন করিতে লাগিলেন; রাম সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী; শশাঙ্কের ন্যায় লোকের মনোহর; এবং দেব কুবেরের ন্যায়, ধন ধান্যাদি দান দ্বারা সর্ব্বজনের তৃপ্তিসাধক। তিনি রূপবান্, স্ত্রীজনের বাঞ্ছনীয়, এবং সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পের ন্যায় শ্রীমান্। যে স্থানে ক্রোধ করা উচিত, তিনি সেই স্থানেই ক্রোধ করিয়া থাকেন। লোকের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মহারথ। লোক সমস্ত সেই মহাত্মার বাহুচ্ছায়া অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। যে ব্যক্তি মৃগ দ্বারা রাঘবকে স্থানান্তরিত করিয়া শূন্য আশ্রম হইতে আপনাকে হরণ করিয়াছে, দেখিবেন, সে অচিরেই প্রতিফল পাইবে। যে বীর্য্য-বান্ অবিলম্বেই জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় বাণগণ দ্বারা যুদ্ধস্থলে রাবণকে সংহার করিবেন, তিনিই আমাকে দূত প্রেরণ করাতে আমি এই স্থানে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনার বিরহে দুঃখে কাতর হইয়া তিনি আপনাকে কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। মহাবাহু, মহাতেজা, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও প্রণাম করিয়া, আপ-নাকে কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। দেবি! রামের সখা বানরের রাজা

সুগ্রীব নামে বানরও আপনাকে কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব আপনাকে নিত্য স্মরণ করিয়া থাকেন। ভাগ্য, যে আপনি রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়াও জীবিত রহিয়াছেন। অবিলম্বেই মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ, এবং কোটি কোটি বানরগণের মধ্যবর্ত্তী অমিততেজস্বী সুগ্রীবকে দেখিতে পাইবেন। আমি সুগ্রীবের অমাত্য, আমার নাম হনুমান্; আমি বানর; মহা-সাগর লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছি। পরাক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক দুরাত্মা রাবণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আপনাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। দেবি! আমাকে যাহা মনে করিতেছেন, আমি তাহা নহি, উপস্থিত আশঙ্কা ত্যাগ করুন; আমি যাহা বলিতেছি বিশ্বাস করুন।

---

## পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বানরশ্রেষ্ঠের মুখে এ কথা শ্রবণ করিয়া বিদেহনন্দিনী মধুর বাক্যে বিনীতভাবে কহিলেন, রামের সহিত তোমার কোথায় মিলন হইল, লক্ষ্মণকে তুমি কি করিয়া জানিলে। বানর ও মানবের পরস্পর সম্মিলন কি প্রকারে ঘটিয়াছিল। বানর! রামের আর লক্ষ্মণের যে সকল চিহ্ন, তুমি পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বল; তাহা হইলে শোক আর আমাতে অবস্থিতি করিতে পারিবে না। তাঁহার শরীরের গঠন কিরূপ, বর্ণই বা কিপ্রকার; উরু কিরূপ; বাহু বা কিরূপ, লক্ষ্মণেরই বা কিরূপ; তুমি আমাকে বল।

বিদেহনন্দিনীর এই কথা শ্রবণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্ রামের যথাযথ রূপ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, হে পদ্মপত্র-লোচনে বিদেহনন্দিনি! ভাগ্যক্রমে আপনি যদি আমাকে রামের দূত বিশ্বাস করিয়া ভর্ত্তার ও লক্ষ্মণের অঙ্গ গঠন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমি রামের ও লক্ষ্মণের যে সকল লক্ষণ

নিরীক্ষণ করিয়াছি, হে বিশালাক্ষি! সমস্ত বলিতেছি, আপনি আমার নিকট শ্রবণ করুন। রামের চক্ষু পদ্মপত্র এবং আনন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়। হে জনকনন্দিনি! তিনি রূপ ও দাক্ষিণ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তেজে আদিত্য; ক্ষমায় পৃথিবী; বুদ্ধিতে বৃহস্পতি; ও যশে বাসবের সমান। তিনি জীবলোকের রক্ষাকর্ত্তা; স্বজনের রক্ষাকর্ত্তা, নিজ চরিত্রের রক্ষাকর্ত্তা; নিজ ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা; ও শত্রুবিনাশন। ভামিনি! তিনি চতুর্ব্বর্ণ লোকের রক্ষাকর্ত্তা; এবং লোকের বর্ণমর্য্যাদার অনুষ্ঠাতা, ও প্রবর্ত্তক; অতএব তিনি সূর্য্যস্বরূপ এবং সূর্য্যেরই ন্যায় পূজিত। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচারী। কোন্ সময় সাধুদিগের উপকার করিতে হইবে, তিনি তাহা বিলক্ষণ জানেন; কার্য্যের স্বরূপ এবং অনুষ্ঠান বিষয়েও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। রাজনীতিতে তিনি সুশিক্ষিত, এবং ব্রাহ্মণগণের নিদেশানুবর্ত্তী। পরন্তপ রামচন্দ্র জ্ঞানবান্, সুশীল এবং বিনীত; যজুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত ও বেদবিদ্‌গণের অত্যন্ত পূজনীয়; ধনুর্ব্বেদ, বেদ এবং বেদাঙ্গ সকলেও প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন।

তাঁহার স্কন্ধদেশ স্থূল, বাহু দীর্ঘ, গ্রীবা কম্বুসদৃশ,; বদন সুন্দর; কণ্ঠাস্থি মাংসাবৃত, ও চক্ষু রক্তবর্ণ। লোকে তিনি রাম নামে জানিত। তাঁহার স্বর দুন্দুভিস্বরের ন্যায় ও বর্ণ স্নিগ্ধ। তিনি প্রতাপশালী। তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরস্পর সুবিভক্ত এবং বিস্তার পরিমাণের অনুপাতী। দেহের বর্ণ নীল। তাঁহার উরু, মণিবন্ধ, ও মুষ্টি এই তিন অঙ্গ দৃঢ় সংহত; ভ্রূ, মুষ্ক ও বাহু এই তিন অঙ্গ প্রলম্বিত; কেশাগ্র, বৃষণ ও জানু এই তিন অঙ্গ সমান; নাভির অভ্যন্তর ভাগ, কুক্ষি ও বক্ষঃস্থল এই তিন অঙ্গ উন্নত; নেত্রপ্রান্ত, নখ, এবং চরণ ও পাণিতল রক্তবর্ণ; পাদরেখা, কেশ, ও শিশ্নমণি মসৃণ, স্বর, নাভি, ও গতি গম্ভীর; উদর ও কণ্ঠদেশ ত্রিবলিত; পাদতলের মধ্যভাগ, পাদরেখা ও চুচুক নিমগ্ন; গ্রীবা, নেত্র ও পৃষ্ঠভাগ খর্ব্ব; মস্তকে তিনটী

আবর্ত্ত; অঙ্গুষ্ঠমূলে চতুর্ব্বেদের পারদর্শিতাসূচক চারিটী রেখা; দেহের উচ্চ্রায় চতুর্হস্ত; বাহু উরু ও গণ্ডযুগল প্রত্যেকে উভয়ে পরস্পর সমান; ভ্রূ, নাসাপুট, নয়ন, কর্ণ, ওষ্ঠ, চুচুক, কর্পর (কনুই) মণিবন্ধ, জানু, বৃষণ, কটি, হস্ত, পাদ এবং নিতম্বদ্বয়ও প্রত্যেকে উভয়ে পরস্পর সমান, উভয় দন্তপংক্তির উভয় পার্শ্বে চারিটি করিয়া শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ যুক্ত দন্ত; চলন সিংহ শার্দ্দূল গজ ও বৃষের সদৃশ; ওষ্ঠ, হনু ও নাসা মাংসল; বাক্য, মুখ, নখ, লোম, ও চর্ম্ম এই পাঁচ স্নিগ্ধ; বাহুদ্বয়, কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়, এই আট প্রশস্ত; মুখ, নেত্র, মুখবিবর, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, স্তন, নখ, শুণ্ড ও পাদ এই দশ পদ্মাকৃতি; এবং বক্ষঃস্থল, মস্তক, ললাট, গ্রীবা, বাহু, নাভি, পাদ, পৃষ্ঠ ও কর্ণ, এই দশ বৃহৎ। শ্রী, যশ ও তেজ তাঁহাতে বর্ত্তমান; তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল, এই দুই শুদ্ধ। কক্ষ, কুক্ষি, বক্ষঃ, নাসিকা, স্কন্ধ ও ললাট, এই ছয় উন্নত; এবং অঙ্গুলিপর্ব্ব, কেশ, রোম, নখ, ত্বক্, মেঢ্র, শ্মশ্রু, দৃষ্টি, ও বুদ্ধি, এই নয় সূক্ষ্ম। রাঘব যথোচিত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম্মার্থ কাম সেবন করিয়া থাকেন। তিনি সত্যধর্ম্মে নিরত, শ্রীমান্, অর্থসংগ্রহ ও তদ্দ্বারা প্রজাপালন কার্য্যে তৎপর, দেশ কালের প্রভেদজ্ঞ, এবং সর্ব্ব লোকের প্রতি প্রিয়বাদী। তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অতুল্য প্রভাশালী সুমিত্রানন্দন ভ্রাতৃস্নেহ, রূপ, এবং গুণে তাঁহারই সমান। সেই শ্রীমানের অঙ্গ সুবর্ণের সদৃশ, আর মহাযশা রাম শ্যামলবর্ণ। তৎকালে আপনার দর্শন লাভ ভিন্ন সেই দুই নরসিংহের অন্য কোনও আনন্দই ছিল না। এই ভাবে সমগ্র প্রদেশ অন্বেষণ করিতে করিতে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। আপনারই অনুসন্ধানক্রমে নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহারা দুই জন, অগ্রজ ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্যাধিকার হইতে দূরীকৃত বানররাজ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন। প্রিয়দর্শন সুগ্রীব, ভ্রাতার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বহুবৃক্ষসমাচ্ছন্ন ঋষ্যমূকের পাদ-

দেশে উপবেশন করিয়াছিলেন। আমরা সেই অগ্রজ কর্তৃক রাজ্য বহিষ্কৃত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুগ্রীবের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব চীরবাসা, উৎকৃষ্ট ধনুষ্পাণি, ধানুষ্ক ঐ দুই নরশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া, ভয়ে অভিভূত হইয়া, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিলেন। অনন্তর ঐ শিখরে অবস্থিতি করিয়া পর ক্ষণেই বানররাজ সত্বর আমাকে ঐ দুই জনের নিকট প্রেরণ করিলেন। সুগ্রীবের আদেশানুসারে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া রূপলক্ষণসম্পন্ন দুই পুরুষসিংহের নিকট উপস্থিত হইলাম। প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন। তখন আমি সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠকে পৃষ্ঠে লইয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে আগমন এবং মহাত্মা সুগ্রীবকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। যশস্বী নরনাথ ও বানরনাথ উভয়ে আলাপ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপন আপন কথা কহিয়া পরস্পর পরস্পরকে আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণাগ্রজ স্ত্রীহরণাভিলাষে মহাতেজস্বী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত সুগ্রীবকে সান্ত্বনা করিলেন। পরে লক্ষ্মণ আপনার অনুদেশ নিবন্ধন অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের শোকের কথা বানররাজ সুগ্রীবকে জ্ঞাপন করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাহুগ্রস্ত প্রভাকরের ন্যায় প্রভাশূন্য হইলেন। রাক্ষস যখন হরণ করিয়া আনে, আপনি তখন যে সকল গাত্রশোভি অলঙ্কার ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বানরযূথপতিগণ আনন্দিত হইয়া অবশেষে সেই সকল আনয়ন করিয়া রামকে দর্শন করাইল; আপনি যে কোথায় আছেন বা আপনার কি হইয়াছে তাহা কিন্তু তাহারা বলিতে পারিল না। যে সকল অলঙ্কার রামকে অর্পণ করা হইয়াছিল, সে সমস্ত যখন শব্দ করিতে করিতে পতিত হয়, আমিই অন্বেষণ করিয়া আনিয়াছিলাম।

রাম ঐ সকল অলঙ্কার দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন,

পরে ঐ সুন্দর অলঙ্কার গুলি ক্রোড়ে রাখিয়া সেই দেবপ্রকাশ দেব নানাবিধ বিলাপ করিলেন। অলঙ্কার সমস্ত দশরথ-নন্দনের শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল। সেই মহাত্মা দুঃখে কাতর হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। আমি বিবিধ বাক্যে অতিকষ্টে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার উত্থাপন করিলাম। তিনি বারম্বার ঐ সকল নিরীক্ষণ করিয়া ও লক্ষ্মণকে দেখাইয়া, সুগ্রীবের নিকট রাখিতে দিলেন। আর্য্যে! নিত্য প্রজ্বলিত মহাগ্নি দ্বারা অগ্নিপর্ব্বতের ন্যায়, সেই রঘুনন্দন আপনার অদর্শনে পরিতপ্ত হইতেছেন। অগ্নিত্রয় অগ্নিগৃহের ন্যায়, আপনার নিদ্রারাহিত্য, শোক এবং চিন্তা মহাত্মা রাঘবকে তাপিত করিতেছে। মহাভূমিকম্প দ্বারা মহা পর্ব্বতের ন্যায়, আপনার অদর্শন জন্য শোকে রঘুনন্দন পরিচালিত হইতেছেন। রাজনন্দিনি! তিনি বিবিধ সুরম্য কানন, ও নদী প্রস্রবণ সকলে ভ্রমণ করিতেছেন; কিন্তু আপনাকে না দেখিয়া কিছুতেই তাঁহার তুষ্টি জন্মিতেছে না। হে জনকতনয়ে! সেই নরসিংহ রঘুনন্দন অবিলম্বেই রাবণকে সবান্ধবে সংহার করিয়া আপনাকে লাভ করিবেন।

অনন্তর রাম ও সুগ্রীব উভয়ে বালীকে সংহার ও আপনার অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিলেন। তদনন্তর সেই বানররাজ দুই বীর কুমারের সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া যুদ্ধে বালীকে সংহার করিলেন। রাম বলপূর্ব্বক বালীকে যাবতীয় ঋক্ষ ও বানরগণের রাজা করিলেন। দেবি! এইরূপে রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা জন্মিয়াছে। জানিবেন, আমি তাঁহাদিগের দূত হনুমান্ আগমন করিয়াছি। সুগ্রীব নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, অধীনস্থ মহাবল মহৎ মহৎ বানরদিগকে আনাইয়া আপনার অন্বেষণ জন্য দশদিকে প্রেরণ করিয়াছেন। বানররাজ সুগ্রীবের আজ্ঞা পাইয়া পর্ব্বতরাজপ্রতিম মহাতেজস্বী বানরেরা পৃথিবীর সর্ব্বদিকে গমন করিয়াছে। সুগ্রীবের

আজ্ঞায় ভীত হইয়া তাহারা সেই অবধি আপনায় অন্বেষণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছে। আমরা তাহাদিগের এক দল। বালীর পুত্র অঙ্গদ নামে লক্ষ্মীবান্ মহাবল বানর• শ্রেষ্ঠ তিন ভাগ সৈন্য সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইয়াছেন। অঙ্গদের অনুচর আমরা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যে পথ হারা হইয়া নিতান্ত শোকাতুর হইয়াছিলাম; সেই অবস্থায় আমাদিগের কত দিন যামিনী অতিবাহিত হইয়াছিল। অনন্তর আমরা কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে হতাশ হইলাম; দিনও আমাদিগের বহির্ভূত হইয়া গেল। সুতরাং কপিরাজের ভয়ে প্রাণত্যাগ করিবার নিমিত্ত একত্রিত হইলাম। বিবিধ গিরিদুর্গ ও নদী প্রস্রবণ সকল অন্বেষণ করিয়াও আপনার অনুসন্ধান না পাইয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইলাম। অনন্তর আমরা ঐ পর্ব্বতের শিখর দেশে প্রায়োপবেশন করিলাম। হে বিদেহনন্দিনি! বানরগণ সকলেই প্রায়োপবেশন করিল, দেখিয়া অঙ্গদ অপার শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া আপনার অনুদ্দেশ, তাদৃশ রূপে বালীর বধ, আমাদিগের প্রায়োপবেশন, এবং জটায়ুর মরণ উল্লেখ করিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। প্রভুর আজ্ঞা অতি কঠিন ছিল; সুতরাং আমরা নিরাশ হইয়া মরিবার নিমিত্ত উক্তরূপে উপবেশন করিয়া আছি, এই সময়, যেন আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তই, গৃধ্ররাজ জটায়ুর সহোদর সম্পাতি নামে মহাকায় বীর্য্যশালী গৃধ্ররাজ পক্ষী আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইল। এবং ভ্রাতার নিধন শ্রবণ করিয়া কোপে এই কথা কহিল, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কে কোন্ স্থানে সংহার করিয়াছে, হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! আমার ইচ্ছা তোমরা আমাকে ইহা বল। আপনার জন্য, ভীমরূপী রাক্ষস জনস্থানে মহাত্মা জটায়ুকে যে সংহার করিয়াছিল, অঙ্গদ সম্পাতিকে তাহা আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। হে অনবদ্যাঙ্গি! জটায়ুর বধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই অরুণনন্দন দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন,

আপনি রাবণের আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, সম্পাতির ঐ আনন্দবৃদ্ধিকারক বাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গদ প্রভৃতি আমরা সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উত্থান করিয়া সাগরের মনোরম কূলে উপস্থিত হইলাম। আপনার দর্শনলাভার্থ উৎসাহান্বিত, অতএব হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ সকলে তীর প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলাম। আপনার দর্শনার্থ সমুৎসুক বানরদিগের কিন্তু আবার বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল। বানরসৈন্য সাগর দর্শন করিয়া ভগ্নোৎসাহ ও বিষণ্ণ হইলে পর, আমি তাহাদিগের মহাভয় অপনোদন করিয়া শত যোজন উল্লঙ্ঘন এবং রাত্রিযোগে রাক্ষসসমাকুল লঙ্কাতেও প্রবেশ করিলাম। রাবণকে এবং আপনাকেও আমি দেখিতে পাইলাম। হে অনিন্দিতে! আনুপূর্ব্বিক যেরূপ ঘটিয়াছে, আপনাকে এই সমস্ত অবিকল বলিলাম। দেবি! আমার সহিত বাক্যালাপ করুন, আমি দশরথনন্দনের দূত। দেবি! বিশ্বাস করুন, আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী পবননন্দন, রামকার্য্যে উদ্যোগী হইয়া আপনার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আপনার সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রাম কুশলে আছেন। জ্যেষ্ঠের সেবায় নিযুক্ত শুভলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণেরও কুশল। দেবি! আপনার সেই বীর্য্যশালী ভর্ত্তার হিতসাধনে আমি একাকী সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে আগমন করিয়াছি। আমি কামরূপী, এই লঙ্কাপুরীমধ্যে আপনার অনুসন্ধানকামনায় একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিয়াছি। বানরসৈন্য আপনার অদর্শন জন্য শোক করিতেছে; ভাগ্যক্রমে আমি আপনার দর্শনসংবাদ দান করিয়া তাহাদিগের সন্তাপ দূর করিতে পারিব। ভাগ্যক্রমে আমার সাগরলঙ্ঘন নিষ্ফল হইল না। দেবি! আমি আপনার দর্শন জন্য এই যশ লাভ করিব। আর মহাবীর্য্য রঘুনন্দন অতি সত্বরেই রাক্ষস রাবণকে সপুত্রে সবান্ধবে সংহার করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইবেন। দেবি! সকল পর্ব্বতের উত্তম মাল্যবান্

নামে এক পর্ব্বত আছে, আমার পিতা মহাকপি কেশরী তথায় বাস করেন। তিনি একদা দেবর্ষিগণের আজ্ঞায় তথা হইতে গোকর্ণ পর্ব্বতে গমন এবং সেই পবিত্র সাগরতীর্থে শম্বরসাদন নামক অসুরকে সংহার করিলেন। হে মিথিলনন্দিনি! এই সময় পবন সেই বানরের ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিলেন। নিজ পরাক্রমনিবন্ধনই আমি লোকমধ্যে হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইয়াছি। হে বিদেহনন্দিনি! বিশ্বাসের জন্য আমি আপনার ভর্ত্তার গুণ সকল উল্লেখ করিয়াছি। দেবি! রঘুনন্দন নিশ্চয়ই আপনাকে সত্বর এই স্থান হইতে লইয়া যাইবেন।

শোকে পীড়িতা সীতা নানা হেতু ও রাম লক্ষ্মণের যথার্থ লক্ষণ সকলের দ্বারা বিশ্বাসিত হইয়া হনুমান্‌কে দূত বলিয়া জানিলেন। এবং অতুল আনন্দ অনুভব করিলেন। জানকী আনন্দবশতঃ আকুঞ্চিতপক্ষ্মবিরাজিত নেত্রযুগল হইতে আনন্দ-বারি মোচন করিতে লাগিলেন। বিশালাক্ষীর সেই রক্ত-প্রান্ত-সুদীর্ঘ-শুক্ললোচনশোভিত মনোহর বদনমণ্ডল, রাহুমুক্ত তারাপতির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। তখন তিনি হনু-মান্‌কে প্রকৃত বানরই জ্ঞান করিলেন, অন্যথা ভাবিলেন না। অনন্তর হনুমান সেই প্রিয়দর্শনাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে মিথিল-নন্দিনি! আমি আপনাকে এই সমস্ত নিবেদন করিলাম; আপনি আশ্বস্ত হউন। এক্ষণে করিব কি; আপনার অভিরুচি কি, আমি প্রতিগমন করিব।

হে মিথিলনন্দিনি! মহর্ষিগণের আজ্ঞাক্রমে বানরপ্রবীর কেশরী শম্বরসাদন অসুরকে সংহার করিলে পর, তাঁহাদিগের প্রসাদে আমি বায়ুর ঔরসে জন্মলাভ করিয়াছি; প্রভাবেও আমি বায়ুরই সমান, আমি যথার্থই বানর।

—•:•—

## ষট্ত্রিংশ সর্গ।

পবননন্দন মহাতেজা হনুমান প্রত্যয়ের জন্য পুনর্ব্বার সীতাকে বিনীতবচনে কহিলেন, হে মহাভাগে! আমি বানর, এবং ধীমান রামের দূত। দেবি! রামনামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় দর্শন করুন। আপনার প্রত্যয়ের জন্য আনয়ন করিয়াছি, সেই মহাত্মা রাম ইহা প্রদান করিয়াছেন। আশ্বস্ত হউন; আপনার মঙ্গল হউক; নিশ্চয়ই আপনার দুঃখভোগ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

জানকী স্বামীর কর বিভূষিত অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ ও দর্শন করিয়া, যেন স্বামীকেই পাইয়া হর্ষিত হইলেন। তাঁহার সেই রক্তপ্রান্ত সুদীর্ঘ শুভ্রলোচন বিরাজিত সুন্দর বদনমণ্ডল রাহুমুক্ত তারাপতির ন্যায় শোভিত হইল। তখন সেই লজ্জিত বালা স্বামীর সংবাদে হর্ষিত ও পরিতুষ্ট হইয়া আদর করিয়া মহাকপির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি একাকী রাক্ষসগণের বাসস্থানে পদার্পণ করিয়াছ; তাহাতেই জানিলাম, তুমি বিক্রমশালী, দেশকালোচিত কার্য্য বিষয়ে সুচতুর, এবং ধর্ম্মার্থবিষয়ক সর্ব্ব শাস্ত্রার্থের তত্ত্বজ্ঞ। তোমার বিক্রম অতীব প্রশংসনীয়; শতযোজনবিস্তীর্ণ মকরালয় সাগর তুমি গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া অনায়াসেই লঙ্ঘন করিয়াছ। হে বানরশ্রেষ্ঠ! যখন রাবণ হইতেও তোমার ভয় এবং চিত্তক্ষোভ হয় নাই, তখন আমি তোমাকে সাধারণ বানর বলিতে পারি না। সেই জিতেন্দ্রিয় রাম যখন তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তুমি আমার সম্ভাষণের যোগ্য হইতেছ। দুর্দ্ধর্ষ রাম পরীক্ষা না করিয়া প্রেরণ করিবেন না; বিশেষতঃ পরাক্রম না জানিয়া আমার নিকট কখনই প্রেরণ করিবেন না। ভাগ্যক্রমেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রাম এবং সুমিত্রার আনন্দবর্দ্ধন মহাতেজা লক্ষ্মণ কুশলে রহিয়াছেন। ভাল, যদি কাকুৎস্থ কুশলেই রহিয়াছেন, ত ক্রোধে,

যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়া, সাগরবেষ্টিতা মেদিনী দাহ করিতেছেন না কেন? অথবা, তাঁহারা দেবতাদিগেরও দণ্ড করিতে পারেন; আমারই কেবল দুঃখের এখনও অবসান হয় নাই। রাম ত ব্যথিত হন নাই; শোক ত করেন না; পুরুষোত্তম ত আমার উদ্ধারের আয়োজন করিতেছেন? রাজপুত্র ত শোকার্ত্ত এবং ব্যাকুলচিত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হন নাই; পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন ত? শত্রুতাপন বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া মিত্রের প্রতি সাম, দান এবং শত্রুর প্রতি ভেদ দণ্ড উপায় প্রয়োগ করিতেছেন ত? তিনি ত অন্যের সহিত মিত্রতা এবং অন্যে ত তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতেছে? মিত্রেরা তাঁহার এবং তিনি ত মিত্রদিগের সমাদর করিতেছেন? পার্থিবনন্দন দেবগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছেন ত? পৌরুষ ও দৈববল ত প্রাপ্ত হইতেছেন? দূরে বসতি করাতে আমার প্রতি ত রামের স্নেহ যায় নাই; রাঘব ত আমাকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবেন। তিনি নিত্য সুখই ভোগ করিয়াছেন; কখনও দুঃখ পান নাই; এক্ষণে যার পর নাই দুঃখ পাইয়া ত অবসন্ন হন নাই? কৌশল্যার, সুমিত্রার এবং ভরতের সতত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ত? মানোচিত রাঘব আমার জন্য শোকে ত পরিতাপ করিতেছেন না? তাঁহার মনের ত অন্য ভাব হয় নাই? আমাকে ত উদ্ধার করিবেন? ভ্রাতৃবৎসল ভরত কি আমার জন্য মন্ত্রিগণের নেতৃত্বাধীনে ভীষণ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিবেন? বানররাজ শ্রীমান্ সুগ্রীব কি আমার জন্য দন্তনখায়ুধ বানরবৃন্দ সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন? সেই অস্ত্রজ্ঞ বীর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ কি অস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া রাক্ষসদিগকে উড়াইয়া দিবেন? আমি কি অল্পদিনের মধ্যে দেখিতে পাইব, রাম রণস্থলে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা দশাননকে সবান্ধবে সংহার করিয়াছেন। জলশোষে পদ্মের ন্যায়, আমার বিরহে ত রামের পদ্মসম সুগন্ধি স্বর্ণবর্ণ মুখমণ্ডল শোকে ম্লান হইয়া শুষ্ক হয় নাই?

ধর্ম্মানুরোধে নিজ রাজ্য ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া পদব্রজে বনে আগমন করিতে যাঁহার মনোবেদনা, ভয় কি শোক হয় নাই, তিনি ত হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিতেছেন? দূত! কি মাতা, কি পিতা, কি অন্য ব্যক্তি, কাহাকেও তিনি আমা অপেক্ষা অধিক, অধিক কি, সমানও ভাল বাসেন না। আমিও তাঁহার সংবাদ পাইলেই জীবিত থাকি।

দেবী সেই বানরশ্রেষ্ঠকে এই প্রকার যুক্তিযুক্ত সুমধুর বাক্য বলিয়া, তাঁহার মুখে পুনর্ব্বার রামের কথা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে বিরত হইলেন। সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপুলবিক্রম পবননন্দন মস্তকে অঞ্জলি করিয়া উত্তর করিলেন, আপনি যে এ স্থানে রহিয়াছেন, কমললোচন রাম তাহা অবগত নহেন, এই জন্যই, দেবরাজ যেমন শচীকে, তেমনি আপনাকে উদ্ধার করিতেছেন না। আমার নিকট সংবাদ পাইলেই রঘুনন্দন মহতী ঋক্ষ বানরসেনা সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর আগমন করিবেন। আবার সাগরে বাণ দ্বারা সেতু বন্ধন করিয়া কাকুৎস্থ লঙ্কার সমস্ত রাক্ষস সংহার করিবেন। তাহাতে যদি সাক্ষাৎ যম বা দেবাসুরগণ পরিপন্থী হন, রাম তাঁহাদিগকেও বধ করিবেন। আর্য্যে! আপনার অদর্শনজনিত শোকে পরিপূর্ণ হইয়া রাঘব, সিংহপীড়িত গজের ন্যায়, শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। দেবি! আমি মন্দর, মলয়, বিন্ধ্য, সুমেরু ও দর্দ্দুর পর্ব্বতের এবং ফল মূলের নাম করিয়া দিব্য করিতেছি, আপনি দেখিবেন, রামের সুনয়নশোভিত মনোরম বিম্বোষ্ঠ বিরাজিত, চারুকুণ্ডলমণ্ডিত মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, উদিত হইবে। হে বিদেহনন্দিনি! শীঘ্রই দেখিবেন, ঐরাবত পৃষ্ঠে বাসবের ন্যায়, রাম প্রস্রবণ পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া আছেন। রাম মাংস আহার বা মধু পান করেন না; বন্য নিয়মানুসারে নিত্য দিবসের পঞ্চম ভাগে অন্ন আহার করিয়া থাকেন। তাঁহার অন্তরাত্মা আপনাতে এতাদৃশ নিবদ্ধ, গাত্রে মশক বসিলে কি

কীট বা সরীসৃপ উঠিলেও তিনি দূরীকরণ করেন না। সর্ব্বদাই চিন্তায় নিমগ্ন, সর্ব্বদাই শোকে বিহ্বল ; অন্য কিছুই চিন্তা করেন না, একমাত্র বাসনা কেবল আপনার দর্শন লাভ। সততই জাগিয়া থাকেন ; কদাচিৎ তন্দ্রা আসিলে, সীতে! এই মধুর নাম করিয়া অমনি জাগিয়া উঠেন। স্ত্রীজাতির মনোরম ফল, পুষ্প, কি কোন বস্তু দেখিলেই, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বারম্বার আপনার নাম করেন।

দেবি! মহাত্মা রাম এইরূপে হা সীতে! হা সীতে! বলিয়া নিয়তই শোকে তাপিত হইতেছেন এবং নিয়মাচারী হইয়া আপনার উদ্ধারেরই যত্ন করিতেছেন।

রামের কথা শুনিয়া সীতার যেমন আনন্দ জন্মিল, শোক হইয়াছে শুনিয়া তেমনি আবার শোকও হইল ; যেন শারদীয় রজনীতে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, মেঘেরও সম্ভাব আছে।

---

## সপ্তত্রিংশ সর্গ।

পূর্ণচন্দ্রবদনা সীতা হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম ও যুক্তিসঙ্গত বাক্যে উত্তর করিলেন, বানর! অন্য কিছুতেই রামের মন নাই, এবং তিনি শোকে নিমগ্ন হইয়াছেন, তুমি যে এই কথা কহিলে, ইহা বিষমিশ্রিত অমৃত। মনুষ্য বিপুল ঐশ্বর্য্যই ভোগ করুক, আর নিদারুণ দুঃখেই কালাতিপাত করুক, কৃতান্ত যেন রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। হে বানরশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই বিধাতাকে নিবারণ করা যায় না ; দেখ না, রাম লক্ষ্মণ ও আমি কি দুঃখেই নিমগ্ন হইয়াছি। জানি না, নৌকা ভগ্ন হওয়াতে সাগরে সন্তরমাণ ব্যক্তির ন্যায় রাঘব পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কতদিনে শোকের পার পাইবেন। কত দিনেই বা রাম রাক্ষসকুল ধ্বংস, রাবণকে সংহার ও লঙ্কা বিমর্দ্দন করিয়া আমাকে দর্শন দিবেন। শীঘ্র যাও, সম্বৎসর পূর্ণ

না হইতে হইতে রামকে গিয়া সংবাদ দেও; এই এক বৎসর পর্য্যন্ত আমার জীবন। দশম মাস চলিতেছে, আর দুই মাস অবশিষ্ট আছে; নৃশংস রাবণ এই পর্য্যন্ত আমার সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছে। তাহার ভ্রাতা বিভীষণ আমাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য যত্নসহকারে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাতে মত করে নাই, আমাকে প্রত্যর্পণ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই; তাহার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, মৃত্যু অন্বেষণ করিতেছে, কবে তাহাকে যুদ্ধস্থলে প্রাপ্ত হইবে। বানর! বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা আমাকে এই সংবাদ দিয়াছে, তাহার জননী স্বয়ং তাহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। অবিন্ধ্যনামে একজন বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, বীর সচ্চরিত্র বৃদ্ধ রাক্ষস আছে; রাবণ তাহাকে যথেষ্ট মান্য করে; সেও বলিয়াছিল, রাম হইতে রাক্ষসকুলের ক্ষয় হইবে। কিন্তু দুষ্টাত্মা তাহার হিতবাক্য গ্রাহ্য করে নাই। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আমার আশা হইতেছে, শীঘ্রই স্বামী রামচন্দ্র উপস্থিত হইবেন, কারণ আমার অন্তরাত্মা প্রফুল্ল হইতেছে; তাঁহার গুণও অনেক। উৎসাহ, পৌরুষ, বল, দয়া, কৃতজ্ঞতা, বিক্রম, প্রভাব, সমস্ত রামে বর্ত্তমান। রামের সহিত এই সকল দুঃখদাতা রাক্ষসগণের তুলনাও হয় না; শচী যেমন ইন্দ্রের, আমি তেমনি তাঁহার প্রভাব জ্ঞাত আছি। বানর! রামরূপী সূর্য্য শরজাল রূপ কিরণজাল দ্বারা শত্রু রাক্ষসরূপ জল শোষণ করিবেন।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে সীতা রামের জন্য শোকে অভিভূত হইলেন; অশ্রুজলে তাঁহার বদন ভাসিতে লাগিল। তখন হনুমান্ তাঁহাকে কহিলেন, আমার মুখে সংবাদ পাইলেই রাম মহতী ঋক্ষবানরসেনা সমভিব্যাহারে অবিলম্বে আগমন করিবেন। অথবা অদ্যই আপনাকে এই রাক্ষসজনিত দুঃখ হইতে মোচন করিব। আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। আপনাকে পৃষ্ঠে করিয়া সাগর পার হইব; আমার এমন শক্তি আছে, আমি রাবণের সহিত লঙ্কাও বহন করিতে পারি। হে

বিদেহনন্দিনি! অনল যেমন ইন্দ্রের নিকট হব্যসামগ্রী আহরণ করেন, আমি তেমনি আজ আপনাকে প্রস্রবণ পর্ব্বতে রামের নিকট লইয়া যাইব। হে জনকতনয়ে! অদ্যই আপনি দেখিবেন, দৈত্যবধের জন্য বিষ্ণুর ন্যায়, রাম লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে শত্রু-বধার্থ উদ্‌যোগ করিতেছেন। মহাবল আপনার দর্শনলাভের জন্য উদ্‌যোগী হইয়া পর্ব্বতরাজের শিখরদেশস্থ আশ্রমে পুরন্দরের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন। দেবি! আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন; উপেক্ষা করিবেন না। শশাঙ্কের সহিত রোহিণীর ন্যায়, রামের সহিত মিলিত হউন। আমি রামের নিকটে যাইব, আপনার মুখ হইতে এই কথা বহির্গত না হইতে হইতে আপনি, শশীর সহিত রোহিণীর ন্যায়, রামের সহিত মিলিত হইবেন। আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। আমি আকাশপথে সাগর পার হইব। আমি প্রস্থান করিলে পর, আমার অনুগমন করিবে, লঙ্কায় এরূপ কোন রাক্ষসই নাই। হে বিদেহনন্দিনি! দেখিবেন, আমি যেরূপে আগমন করিয়াছি, আপনাকে আকাশপথে উত্তোলন করিয়া সেইরূপেই ফিরিয়া যাইব।

বানরশ্রেষ্ঠের মুখে এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে জনকনন্দিনীর সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। অনন্তর তিনি হনুমানকে কহিলেন, হনুমন্! পথ অতি দূর, তুমি কি করিয়া আমাকে লইয়া যাইতে সাহস করিতেছ; ইহাতেই তোমার বানর বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে। হে বানরশ্রেষ্ঠ! তোমার শরীর ত অতি ক্ষুদ্র; তবে তুমি কোন্ সাহসে আমাকে এস্থান হইতে আমার স্বামীর নিকট লইয়া যাইতে অভিপ্রায় করিতেছ।

সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মীবান্ পবননন্দন হনুমান্ মনে ভাবিলেন, এই আমার প্রথম অবমাননা হইল। অসিতলোচনা সীতা আমার বল বা বিক্রম জ্ঞাত নহেন। অতএব আজ সাগর পার হইবার সময় আমার পরাক্রম দর্শন করুন। এইরূপ চিন্তা করিয়া শত্রুনিসূদন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সীতাকে নিজ

রূপ প্রদর্শন করিলেন। লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সীতার বিশ্বাস জন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। দেহ মেরু-মন্দরের সদৃশ হইয়া প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় জ্বলিতে থাকিল। পর্ব্বতপ্রমাণ, তাম্রমুখ, বজ্রের ন্যায় নখদংষ্ট্রাশালী ভীষণমূর্ত্তি বানরশ্রেষ্ঠ এইরূপে সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমার এরূপ শক্তি আছে যে, আমি পর্ব্বত, বনস্থলী, অট্টালিকা ও রাবণের সহিত এই লঙ্কা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারি। অতএব বিশ্বাস করুন, অগ্রাহ্য করিবেন না। হে বিদেহ-নন্দিনি! রাম লক্ষ্মণের জন্য শোক দূর করুন।

পদ্মপত্রসদৃশ আয়তলোচনা জনকনন্দিনী পবনের ঔরস পুত্রকে অচলপ্রমাণ দর্শন করিয়া কহিলেন, হে মহাকপে! আমি তোমার সাহস, বল এবং বায়ুর ন্যায় গতি ও অগ্নির ন্যায় অদ্ভুত তেজের পরিচয় পাইলাম। সামান্য ব্যক্তিই বা কে অপ্রমেয় সাগরের পারস্থিত এই দেশে আগমন করিতে পারে। বুঝিলাম তোমার প্রতিগমনে শক্তি আছে এবং তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পার। কিন্তু আশু কার্য্যসিদ্ধিপক্ষে আমার নিজেরও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তোমার সহিত গমন করা আমার উচিত হয় না, কারণ তোমার বেগ বায়ুর সমান, তাহাতে আমার মূর্চ্ছা হইবে। তুমি ভীমবেগে গমন করিতে করিতে যখন সাগরের উপর ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিবে, তখন হয় ত আমি পড়িয়া যাইব। তিমি নক্র ও মৎস্যসমাকুল সাগরে পড়িয়া যাইলে, নিরুপায় হইয়া অবিলম্বেই কুম্ভীরাদির উত্তম আহার হইব। আর, তোমার সহিত আমি পলাইতেও পারিব না, কারণ এক জন স্ত্রীলোক লইয়া যাইতেছ, দেখিলে রাক্ষসেরা তোমার প্রতি নিশ্চয়ই সন্দেহ করিবে। আমাকে হরণ করিয়া যাইতেছ দেখিলে দুরাত্মা রাবণের আদেশক্রমে চণ্ডবিক্রম রাক্ষসগণ তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে। একে সমভিব্যাহারে আমি স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার ঐ সকল শূল ও মুদ্গরধারী বীর রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হইয়া

তুমি সংশয়াপন্ন হইবে। আকাশপথে রাক্ষসগণ অস্ত্র শস্ত্রধারী, আর তুমি নিরস্ত্র; এ অবস্থায় কি করিয়া বা যাইবে, আমাকেই বা কি করিয়া রক্ষা করিবে। পরে তুমি সেই ক্রূর রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমি ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া তোমার পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইব। অথবা, তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেও পতিত হইব। পতিত হইলে পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা আমাকে ধরিয়া আনিবে। কিম্বা আমাকে তোমার হস্ত হইতেই কাড়িয়া লইবে; কি সংহার করিবে; যুদ্ধে জয় পরাজয়ের কোন নিশ্চয় নাই এই প্রকার হইলে আমারও বিপদ ঘটিবে, তোমারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তুমি একাকীই সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিতে পার সত্য; কিন্তু তুমি রাক্ষস নাশ করিলে রামের যশোহানি হইবে। আর এক দোষ, রাক্ষসেরা আমায় ধরিয়া আনিলে, এবার এরূপ স্থানে লুকাইয়া রাখিবে যে, বানরগণ কি রাম আমায় আর দেখিতে পাইবেন না। অতএব আমার জন্য তোমার এত আয়াস সমস্ত নিষ্ফল হইবে। সুতরাং তোমার সমভিব্যাহারে রামের আগমনেই অনেক গুণ। হে মহাবাহো। অমিততেজা রাঘবের, তাঁহার ভ্রাতৃগণের এবং তোমাদিগের রাজবংশের জীবন, সকল আমার অধীন। আমার উদ্দেশ না পাইলে রাম ও সুগ্রীব আমার জন্য শোকে কাতর হইয়া সমুদায় বানর ও ঋক্ষগণের সহিত প্রাণত্যাগ করিবেন। আর এক কথা, স্বামীতে যখন আমার ভক্তি আছে, তখন তাঁহার ভিন্ন অন্য পুরুষের গাত্র ইচ্ছা করিয়া স্পর্শ করিতে পারি না। রাবণ যে বলপূর্ব্বক আমার গাত্র স্পর্শ করিয়াছিল, তাহাতে কি করিব, আমার নিজের কোন স্বাধীনতা ছিল না; আমি অনাথা ও পরের বশীভূতা হইয়াছিলাম। রাম যদি এই স্থানে দশমুণ্ডকে সংহার করিয়া আমাকে এই স্থান হইতে লইয়া যান, তাহা হই-লেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হয়। রণবিমর্দ্দী রামের অনেক পরাক্রম শ্রবণ করিয়াছি, স্বচক্ষে দর্শনও করিয়াছি। কি

দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, কি নাগ, কি রাক্ষস, কেহই যুদ্ধে রামের সমান নহে। সংগ্রামস্থলে অদ্ভুত ধনুর্দ্ধারী পুরন্দরসম বিক্রমশালী লক্ষ্মণসমভিব্যাহারী মহাবল রামকে বায়ুবিকীর্ণ প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায়, কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে। যুদ্ধপ্রমাথী মত্তদিগ্‌গজের ন্যায় অবস্থিত যুগান্তকালীন সূর্য্যসঙ্কাশ শরকিরণবর্ষী লক্ষ্মণসহচর রামকে কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে।

হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সমভিব্যাহারে প্রিয় রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। বীর! আমি রামের শোকে বহুদিন কাতর আছি, আমাকে আনন্দিত কর।

---

## অষ্টত্রিংশ সর্গ।

সীতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বাক্যবিশারদ হনুমান্ সীতাকে কহিলেন, দেবি! আপনি স্ত্রীস্বভাবের এবং সাধ্বীদিগের আচরণের যথার্থ উপযুক্ত বাক্যই বলিয়াছেন। স্ত্রীলোক বলিয়া আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শতযোজন বিস্তীর্ণ অপার সমুদ্র পার হইতে পারেন না সত্য। হে বিনয়শালিনি! রাম ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করিতে পারি না, আপনি এই যে আর এক কারণ প্রদর্শন করিলেন, সেই মহাত্মার সহধর্ম্মিণী আপনার ইহা উপযুক্তই বটে। আপনি ব্যতীত অন্য কোন্ কামিনী এরূপ বাক্য বলিতে পারে। আপনি আমার নিকট যেরূপ আচরণ করিলেন, এবং যে সকল কথা কহিলেন, রাম আমার মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবিকল শ্রবণ করিবেন। দেবি! স্নেহে আমার হৃদয় আর্দ্র হইয়াছে, আর রামের হিতসাধন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য; এই জন্যই নানা কারণে আমি এই কথা কহিয়াছিলাম। লঙ্কায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য; মহাসাগর পার হওয়া দুরূহ; আমার শক্তি আছে, এই সকল কারণেই আমি এই কথা

করিয়াছিলাম। গুরুস্নেহবশতঃ আমার বাসনা যে, অদ্যই আপনাকে রঘুনন্দনের নিকট লইয়া যাই। এই জন্যই এই কথা কহিয়াছিলাম; নিজের গর্ব্ব হেতু বলি নাই। হে অনিন্দিতে! যদি আপনি আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে আমাকে নিদর্শন দান করুন, যাহাতে রামের বিশ্বাস হয়।

হনুমান্ এইরূপ বলিলে পর, সুরকন্যাসদৃশী সীতা ক্রন্দন করিতে করিতে অল্পে অল্পে কহিলেন, চিত্রকূটপর্ব্বতের ঈশানকোণস্থিত প্রত্যন্তপর্ব্বতের পাদদেশে মন্দাকিনীর অবিদূরে সেই সিদ্ধজননিষেবিত বহুফলমূল ও উদকসম্পন্ন প্রদেশে তাপসাশ্রমে বাসকালে আমার যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই আমার প্রিয় নিদর্শন; তুমি রামকে নিদর্শনস্বরূপে সেই বৃত্তান্ত কহিবে; "এক দিন নানাপুষ্পের গন্ধে সুগন্ধিত সেই উপবন ভূমিতে বিহার করত সলিলে ক্লিন্ন হইয়া তুমি আমার ক্রোড়ে শয়ন করিলে। এই সময় সেই কাক আসিয়া আমার বক্ষঃস্থলে চঞ্চুর আঘাত করিল। আমি লোষ্ট্র লইয়া তাহাকে নিবারণ করিলাম। কিন্তু সে নিবারিত না হইয়া সেই স্থানেই বসিয়া আমাকে বিদারণ করিতে লাগিল; যেন মাংস ভোজনের নিমিত্ত বসিয়া আছে, অন্যত্র যাইতেছে না। তখন আমি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিবার নিমিত্ত যেমন রসনা আকর্ষণ করিলাম, অমনি আমার বস্ত্র খসিয়া পড়িল; এই সময় তুমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া হাস্য করিলে। আমি লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইলাম; এবং ভক্ষ্যলুব্ধ কাককর্তৃক বিদারিত হইয়া তোমার শরণ লইলাম। কাককে নিবারণ করিবার জন্য আমার শ্রম হইয়াছিল; আমি তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। আমার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে তুমি কিছু না বলিয়া বরং হর্ষিত হইলে দেখিয়া আমার ক্রোধ হইয়াছিল; দেখিয়া তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিলে। তখন আমি বাষ্পপূর্ণ মুখে অল্পে অল্পে অশ্রুমার্জ্জন করিতে লাগিলাম। নাথ! বায়স আমার ক্রোধোৎপাদন করাতে

তুমি এই অবস্থায় আমাকে আদর করিয়াছিলে। তাহার পর শ্রমহেতু আমি তোমার ক্রোড়ে অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইলাম। তদনন্তর আবার তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলে। এই সময় হঠাৎ ঐ কাক আবার তোমার অঙ্ক হইতে সুপ্তোত্থিতা আমার নিকট আগমন করিয়া, আমার স্তনমধ্যস্থানে আঘাত করিল। বার বার উড্ডীন হইয়া বার বার নিদারুণ আঘাত করিতে লাগিল। ক্রমে রক্তবিন্দু নিঃসৃত হইল। হনুমান্! মহাবাহু রাম সেই রুধিরবিন্দুপাতে জাগরিত হইলেন। আমার স্তনমধ্যভাগ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে আমাকে কহিলেন, হে করিকরোরু! কে তোমার স্তনমধ্য বিক্ষত করিল; ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ সর্প লইয়া কে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে? অনন্তর তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিচালন করিয়া দেখিতে পাইলে, রুধিরাক্ত তীক্ষ্ণনখ ঐ কাক আমারই অভিমুখে অবস্থিতি করিতেছে। হনুমন্! ঐ কাক ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত, গতিতে বায়ুর সমান; সত্বর বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর কোপে রাঘবের নয়ন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; তিনি বায়সের দণ্ড করিতে সংকল্প করিলেন। বিস্তৃত কুশসমূহ হইতে এক কুশ গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন। কুশ বায়সকে লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। রাম সেই প্রজ্বলিত কুশ বায়সের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কুশ আকাশপথে বায়সের অনুধাবন করিল। বায়স পরিত্রাণ কামনায় একে একে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় লোকে ভ্রমণ করিল; কিন্তু কেহই তাহাকে আশ্রয়দান করিল না। যাবতীয় ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ এবং তাহার পিতা পর্য্যন্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে সে ত্রিলোক ভ্রমণ করিয়া পরে রামেরই শরণাগত হইল। যখন সে শরণাগত হইয়া ভূমিতলে আসিয়া নিপতিত হইল, তখন শরণদাতা রাম, বধের যোগ্য হইলেও, তাহাকে বধ করিলেন না; কৃপা করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা

করিলেন। অতি কাতর ও বিবর্ণভাবে আসিয়া পতিত হইলে পর রাঘব তাহাকে কহিলেন, ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ করা দুঃসাধ্য; অতএব বল, তোর কি নাশ করিবে। অনন্তর অস্ত্র কাকের দক্ষিণ চক্ষু নাশ করিল। কাক দক্ষিণ চক্ষু দান করিয়া প্রাণে রক্ষা পাইল। তখন সে রামকে ও দশরথকে প্রণাম ও রামের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

হে মহামতে! তুমি যখন আমার জন্য কাকের প্রতিও ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তখন যে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে তাহাকে ক্ষমা করিতেছ কেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমার প্রতি উৎসাহরূপ কৃপা বিতরণ কর। নাথ! তুমি আমার নাথ রহিয়াছ, অথচ যেন আমাকে অনাথা বোধ হইতেছে। আমি তোমারই নিকট শ্রবণ করিয়াছি দয়া পরম ধর্ম্ম। আর আমি জানি যে, তুমি মহাবল, মহাবীর্য্যশালী, মহোৎসাহসম্পন্ন, অচিন্ত্যমহিম, স্থিরপ্রকৃতি, গাম্ভীর্য্যে সাগরের সদৃশ এবং ইন্দ্রের ন্যায় এই সসাগরা ধরণীর রাজা। কিন্তু এরূপ অস্ত্রধারিদিগের শ্রেষ্ঠ, বলবান্ এবং সাহসী হইয়াও, রাক্ষসদিগের উপর অস্ত্রনিক্ষেপ করিতেছ না কেন। কি নাগ, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি মরুদ্গণ কেহই যুদ্ধে রামের বেগ নিবারণ করিতে পারে না। সেই বীর্য্যশালী রামের যদি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ সমাদরও থাকে, তাহা হইলে তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতেছেন না কেন। মহাবল শত্রুদমন বীর লক্ষ্মণই বা কিকারণে ভ্রাতার আজ্ঞা লইয়া আমাকে উদ্ধার না করিতেছেন। যদি সেই দুই পুরুষব্যাঘ্র সত্যই বায়ু ও ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী এবং দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ হইবেন, তাহা হইলে আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন। নিশ্চয় আমারই কোন ঘোর পাতক আছে; সেই জন্যই তাঁহারা সমর্থ এবং শত্রুদমনে সক্ষম হইয়াও আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন না।

সীতার এইপ্রকার রোদনসম্বলিত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া

বানর যূথপতি মহাতেজা হনুমান্ কহিলেন, দেবি! আমি সত্যের দিব্য করিতেছি, আপনার শোকে রামের কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি নাই। রাম দুঃখাভিভূত হওয়াতে লক্ষ্মণও কাতর আছেন। এখন ভাগ্যক্রমে আপনার দর্শন পাইলাম; আর শোক করিবার সময় নাই। আপনি এই মুহূর্ত্তেই দুঃখের পার দর্শন করিবেন। সেই দুই মহাবল পুরুষব্যাঘ্র রাজপুত্র আপনার দর্শন হেতু উদ্‌যোগী হইয়া ত্রিলোক ভস্ম করিবেন। হে বিশাললোচনে! রাম যুদ্ধে ক্রূর রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া তোমাকে নিজ নগরী লইয়া যাইবেন। বলুন, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ, তেজস্বী সুগ্রীব এবং সমবেত বানরদিগকে কি বলিতে হইবে।

হনুমান্ এই কথা বলিলে পর সীতা পুনর্ব্বার কহিলেন, মনস্বিনী কৌশল্যা যে লোকস্বামীকে প্রসব করিয়াছেন; তুমি আমার হইয়া তাঁহাকে সুখপ্রশ্ন ও অভিবাদন করিবে। যিনি বিবিধ মাল্য, সর্ব্বপ্রকার রত্ন, সুন্দরী নারী সকল; এই সুবিস্তৃত ভূমিমণ্ডলেও দুষ্প্রাপ্য ঐশ্বর্য্য; পিতা, মাতা, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত আগমন করিয়াছেন; যাঁহাকে প্রসব করিয়া সুমিত্রা সৎপুত্রবতী হইয়াছেন; যে ধর্ম্মাত্মা, সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, প্রিয়দর্শন ও মনস্বী, অত্যুত্তম সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রণয়-বশতঃ ভ্রাতা রামের অনুগামী হইয়া বনমধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন; যিনি রামের প্রতি পিতার ন্যায় ও আমার প্রতি মাতার ন্যায় আচরণ করেন; আমাকে হরণ করিয়া লইবে, ইহা যিনি মনেও করেন নাই; যিনি বিজ্ঞজনের উপসর্পণা করেন; যিনি লক্ষ্মীবান্, সমর্থ ও মিতভাষী, যাঁহা অপেক্ষা রামের অধিকতর প্রিয় আর কেহই নাই; যিনি আমার শ্বশুরের অনুরূপ; যিনি আমা অপেক্ষাও তাঁহার ভ্রাতা রামের প্রিয়তর; যে বীর্য্যবান্ যে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহা সুচারু সম্পন্ন করেন; যাঁহাকে দেখিয়া রামের পিতৃস্নেহ মনেও হইত না; যিনি মৃদুস্বভাব, নিয়ত শুদ্ধচেতা, কার্য্যদক্ষ ও রামের প্রিয়;

তুমি, আমার হইয়া, সেই লক্ষ্মণের সম্মাননা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে; এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিবে, যেন তিনি আমার দুঃখনাশের জন্য উদ্‌যোগী হন। আর অধিক কি বলিব, হনুমন্! তুমিই এ কার্য্যসিদ্ধির মূলীভূত; যাহাতে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, করিবে। তোমার যত্ন থাকিলেই, আমার উদ্ধার বিষয়ে রামের উদ্‌যোগ হইবে। তবে, আমার নাথ বীর রামকে বারম্বার কহিবে, আমি আর এক মাস জীবন ধারণ করিব। সত্য করিয়া বলিতেছি, এক মাসের পর আর প্রাণ রাখিব না। বীর! ভগবান্ যেমন পাতাল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তুমি তেমনি পাপকর্ম্মা রাবণ কর্তৃক অবমাননা-নিবদ্ধ আমাকে উদ্ধার কর।

এই কথা বলিয়া সীতা বস্ত্রে বদ্ধ মুক্তাখচিত শুভ চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া, রামকে দিবে বলিয়া, হনুমানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হনুমান্ অনুত্তম মণিরত্ন গ্রহণ করিয়া, বাহুতে বন্ধন করা যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া অঙ্গুলিতে বন্ধন করিলেন; এবং সীতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। সীতার দর্শন লাভ জন্য আনন্দে তাঁহার শরীর পরিপূর্ণ হইল, তিনি মনে মনে রাম লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

জনকনন্দিনী নিজ প্রভাববলে যাহা এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, হনুমান্, সেই মহামূল্য মণিরত্ন প্রাপ্ত হইয়া, পর্ব্বতশিখরে ঝঞ্ঝাবাতজনিত কম্প হইতে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় মনোমধ্যে সুখী হইলেন; অনন্তর লঙ্কার প্রাকারোপরি আরোহণ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

—

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

মণি প্রদান করিয়া সীতা হনুমানকে কহিলেন, রাম এই অভিজ্ঞান বিলক্ষণ পরিচিত আছেন। মণি দর্শন করিলে রামের

তিন জন মনে পড়িবেন; আমার পিতা, মাতা ও রাজা দশরথ। এই সুযোগে তুমি বিশেষ করিয়া উদ্‌যোগী হইবে; কি রূপ করিতে হইবে, তুমি এই অবধি তদ্বিষয়ে চিন্তা কর। হে বানর-শ্রেষ্ঠ! কার্য্যসিদ্ধির তুমিই মূলীভূত; যাহাতে রাম আমার দুঃখ নাশ করিবার নিমিত্ত যত্ন করেন, তুমি তাহা ভাবনা কর। হনুমন্! যত্নবান্ হইয়া আমার দুঃখ দূর কর।

ভীমপরাক্রম মারুতি, যে আজ্ঞা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত মস্তক অবনমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

হনুমান্ চলিলেন, দেখিয়া জনকনন্দিনী বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, হনুমন্! তুমি রাম, লক্ষ্মণ, অমাত্য সহিত সুগ্রীব ও বৃদ্ধ বানরদিগকে যুগপৎ কুশল সংবাদ দিবে। ধর্ম্মানুসারে কুশলবার্ত্তা প্রদান করিয়া চেষ্টা করিবে, যাহাতে রাম আমাকে এই দুঃখ সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন। হনুমন্! তুমি এমন করিয়া বলিবে যেন যশস্বী রাম, আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে আগমন করিয়া সম্ভাষণ করেন; তোমার ধর্ম্ম লাভ হউক্। দাশরথি নিত্য উৎসাহশীল; আমার বাক্য শ্রবণ করিলে, অবশ্যই আমার প্রাপ্তি জন্য তাঁহার পৌরুষ বৃদ্ধি পাইবে। তোমার মুখে আমার সংবাদসম্বলিত বাক্য শ্রবণ করিলেই বীর যথাবিধানে পরাক্রম প্রকাশ করিতে মনোযোগী হইবেন।

সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্ মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! কাকুৎস্থনন্দন অবিলম্বেই মহাবীর বানর ও ঋক্ষগণের সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া অরাতিবিজয় ও আপনার দুঃখ মোচন করিবেন। তিনি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারে আমি মনুষ্য বা অসুরের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি দেখি না। যুদ্ধে তিনি সূর্য্যকে, ইন্দ্রকে বা যমকেও সহ্য করিতে পারেন, বিশেষ আপনার জন্য। তিনি আপনার নিমিত্ত সসাগরা ধরণী জয় করিতে উদ্যুক্ত আছেন। দেবি! রামেরই জয় হইবে।

হনুমানের সেই যুক্তিযুক্ত সুকথিত সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী ঐ বাক্যের বহুমান করিলেন। হনুমান্ রামের প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া ঐ বাক্য বলিয়াছিলেন; জানকী রামের প্রতি প্রণয় হেতু ঐ বাক্যের সম্মাননা করিলেন। অনন্তর প্রস্থানোদ্যত হনুমানের প্রতি বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, বীর! যদি ক্ষতি বোধ না হয়, তাহা হইলে এক দিন এই স্থানেই কোথাও লুক্কায়িত হইয়া অবস্থিতি কর; বিশ্রাম করিয়া পর দিন গমন করিবে। হে শত্রুদমন! তুমি নিকটে থাকিলে, এই মন্দভাগিনীরও অপার শোক ক্ষণ কালের জন্য দূর হইবে। কিন্তু তাহার পর আবার তুমি আর আসিবে কি না ভাবিয়া নিশ্চয়ই আমার জীবন সংশয় হইবে। তোমাকে না দেখিয়া আমার শোক আরও বৃদ্ধি পাইয়া আমাকে দগ্ধ করিবে। আর, তোমার সহায় বানর ও ঋক্ষগণের প্রতি আমার ত ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। সেই বানরসৈন্য কি করিয়া এই অপার সাগর পার হইবে; রাম লক্ষ্মণই বা কি প্রকারে আসিবেন। মহাসাগর লঙ্ঘনে তিন জনের শক্তি আছে; গরুড়ের, বায়ুর, আর তোমার। অতএব বীর! কার্য্য সিদ্ধি পক্ষে কি উপায় স্থির করিতেছ; তুমি ত কার্য্যজ্ঞ ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ। তুমি একাকীই অনায়াসে কার্য্য-সাধন করিতে পার সত্য, কিন্তু তাহা হইলে তোমারই যশোলাভ হইল। চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে যুদ্ধে রাবণকে জয় করত বিজয়ী হইয়া রাম নিজ রাজধানী যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হয়। সেনায় লঙ্কা আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান তবে তাঁহার উপযুক্ত হয়। অতএব বীর, যাহাতে সেই মহাত্মা রণবীরের বিক্রমের উচিত কার্য্য হয়, সেইরূপ উপায় কর।

তাঁহার সেই সঙ্গতার্থ যুক্তিযুক্ত বিনীত শেষ বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ উত্তর করিলেন, দেবি! বানর ও ঋক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক বানরশ্রেষ্ঠ বলবান্ সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আপ-

নার কার্য্য সাধন করিবেন। রাক্ষসগণের সংহারকর্ত্তা সেই সুগ্রীব কোটি কোটি বানর সমভিব্যাহারে শীঘ্র আগমন করিবেন। বিস্তর বিক্রমশালী, সাহসিক, মহাবল, মনোরথের ন্যায় দূর সম্পাতী বানর তাঁহার আজ্ঞাধীন আছে। কি উপর, কি অধঃ, কি তির্য্যক্, কোন দিকেই তাহাদিগের গতিরোধ হয় না। তাহারা অতুল তেজস্বী; অতি দুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হয় না। তাহাদিগের উৎসাহ অতি মহৎ; বায়ুর গতি অনুসরণ করিয়া তাহারা কতবার সাগর ও পর্ব্বতগণের সহিত মেদিনী পরিভ্রমণ করিয়াছে। সুগ্রীবের নিকট আমার প্রধান ও আমার সমান অনেক বানর আছে; আমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট এক বানরও নাই। যখন আমি এস্থানে আগমন করিতে পারিয়াছি, তখন সেই মহাবলদিগের আর কথা কি। নিকৃষ্টদিগকেই প্রেরণ করিয়া থাকে; প্রধানদিগকে কে কোথায় প্রেরণ করে। অতএব দেবি! পরিতাপ করিবার প্রয়োজন নাই; আপনার শোক দূর হউক্; সেই সকল বানরযূথপতি এক লম্ফেই লঙ্কায় আগমন করিবেন। আর সেই মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইবেন। সেই দুই নরবর বীর রাম লক্ষ্মণ একত্রে আগমন করিয়া শরনিকর দ্বারা লঙ্কা দগ্ধ করিবেন। হে বরবর্ণিনি! রঘুকুলের আনন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্র রাবণকে সগণে সংহার করিয়া আপনাকে লইয়া নিজ নগরী যাত্রা করিবেন। অতএব আশ্বস্ত হউন; আপনার দুঃখ দূর হউক্; কাল অপেক্ষা করিয়া থাকুন; অবিলম্বেই জ্বলন্ত অনলের ন্যায় রামকে দর্শন করিবেন; এবং পুত্র, অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত রাবণ নিহত হইলে পর, চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায়, রামের সহিত মিলিত হইবেন। দেবি জনকতনয়ে! শীঘ্রই আপনি শোকের পার দর্শন করিবেন। আরও দেখিবেন, রাম বল প্রকাশ করিয়া রাবণকে সংহার করিয়াছেন।

পবননন্দন হনুমান্ এইরূপে জানকীকে আশ্বাস দান করিয়া, গমনের জন্য উদ্‌যোগী হইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, আর্য্যে! আপনি সত্বর দেখিতে পাইবেন; সেই অরিঘাতী জিতচেতা রাম ও লক্ষ্মণ শরাসন হস্তে লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন; এবং নখ দংষ্ট্রা-যুধ, সিংহ-শার্দ্দূলবিক্রম, গজরাজপ্রমাণ বীর বানর ও অচলা-ম্বুদসন্নিভ অনেকানেক প্রধান প্রধান বানরযূথ লঙ্কার পর্ব্বত-সানুতে ভীষণ শব্দ করিতেছে। রাম মন্মথ বাণ দ্বারা মর্ম্মে আহত হইয়া, সিংহনিপীড়িত হস্তীর ন্যায় শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। দেবি! আর শোকে রোদন করিবেন না; আপনার মন হইতে ভয় দূর হউক। হে শোভনে! ইন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায়, আপনি স্বামীর সহিত মিলিত হইবেন। রাম হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে; লক্ষ্মণেরই বা সমান কে। অগ্নি ও মারুতের তুল্য সেই দুই ভ্রাতা আপনার সহায়। দেবি! আপনাকে আর এই রাক্ষসাধিবাসিত অতি ভীষণ স্থানে অধিক দিন বাস করিতে হইবে না; অবিলম্বেই আপনার প্রিয় আগমন করিবেন। আমি যে পর্য্যন্ত না তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেছি, আপনি তাবন্মাত্র কাল অপেক্ষা করুন।

—•:•—

## চত্বারিংশ সর্গ।

মহাত্মা বায়ুতনয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুরকন্যাসদৃশী সীতা নিজের হিতসাধক বাক্যে কহিলেন, হনুমন্! অর্দ্ধসঞ্জাতশস্যা ধরিত্রী, অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টি পাইলে যেমন উৎফুল্ল হয়, আমিও প্রিয়বক্তা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া তেমনি হৃষ্ট হইয়াছি। যাহাতে, আমি এই শোকক্লিষ্ট অঙ্গ দ্বারা সেই পুরুষব্যাঘ্রের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারি, তুমি আমার প্রতি দয়া করিয়া তাহার উপায় করিবে। হে বানরকুলতিলক! রামকে অভিজ্ঞানস্বরূপে এই মণি প্রদান করিবে, এবং কহিবে, তুমি কাকের প্রতি একাক্ষি-

নাশিনী শক্তি পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে। আরও বলিবে, একদা আমার তিলক নষ্ট হইলে পর তুমি আমার গণ্ডপ্রান্তে মনঃশিলার তিলক করিয়া দিয়াছিলে; তোমার তাহা স্মরণ করা উচিত হইতেছে। হে ইন্দ্রবরুণসদৃশ! তুমি তাদৃশ বীর্য্যশালী হইয়াও এক্ষণে আমার প্রতি উপেক্ষা করিতেছ কেন; আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে; এবং এই রাক্ষসগণের মধ্যে আমাকে বাস করিতে হইতেছে। এই দিব্য চূড়ামণি আমি অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলাম। এই দুঃখের সময় এই মণি দর্শন করিয়া যেন তোমাকে দেখিয়া আনন্দিত হইতাম। এক্ষণে এই রত্ন আমি তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম, ইহার পর শোকে নিমগ্ন হইয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারিব না। বিবিধ অসহ্য দুঃখ, হৃদয়চ্ছেদি বাক্য, এবং রাক্ষসদিগের সহিত একত্র বাস, আমি তোমার জন্যই সকল সহ্য করিতেছি। হে শত্রুসূদন! আর এক মাস জীবন ধারণ করি; এক মাসের পর আর পারিব না। রাক্ষসরাজ অতি নির্দ্দয়, আমার প্রতি তাহার অভিপ্রায়ও ভাল নহে। যদি শুনিতে পাই যে, তুমি বিলম্ব করিতেছ, তাহা হইলে আর ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিব না।

বৈদেহীর অশ্রুপাতসম্বলিত উক্ত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাতেজা পবননন্দন হনূমান্ কহিলেন, দেবি! আমি সত্যের শপথ করিয়া কহিতেছি, আপনার শোকে রাম সমস্ত কার্য্যেই বিমুখ হইয়াছেন। রাম শোকাভিভূত হওয়াতে লক্ষ্মণও কাতর হইয়াছেন। এক্ষণে অনেক কষ্টে আপনার উদ্দেশ হইল; আর পরিতাপের অবসর নাই। আপনি এই মুহূর্ত্তেই শোকের পার দর্শন করিবেন। সেই দুই প্রশংসনীয় পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র আপনার সন্দর্শন জন্য উদ্যোগী হইয়া লঙ্কা ভস্মীভূত করিবেন। হে বিশাললোচনে! দুই রঘুনন্দন বন্ধু বান্ধবের সহিত যাবতীয় রাক্ষস ও রাবণকে সংহার করিয়া আপনাকে রাজধানী লইয়া

যাইবেন। হে অনিন্দিতে! এক্ষণে রাম যাহাতে আপনার অভিজ্ঞান বলিয়া বিশেষ জানিতে পারেন, এবং যাহাতে তাঁহার প্রীতি জন্মে, আপনি এরূপ আরও কিছু অভিজ্ঞান প্রদান করুন।

সীতা বলিলেন, হনুমান্! আমি উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানই প্রদান করিয়াছি; বীর! এই ভূষণ নিরীক্ষণ করিলেই, তোমার বাক্যে রামের বিশ্বাস হইবে।

তখন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ঐ উৎকৃষ্ট মণিরত্ন গ্রহণ করত অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া, যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তিনি লম্ফের উদ্যোগ করিয়া মহাবেগে বর্দ্ধিত হইতেছেন দেখিয়া জনকনন্দিনী অশ্রুপূর্ণ মুখে দীনভাবে গদ্গদস্বরে কহিলেন, হনুমান! সিংহবিক্রম ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ও তাঁহার অমাত্যগণ সকলকেই আমার কুশল সংবাদ দিবে। মহাবাহু রাঘব যাহাতে আমাকে দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করেন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। আর রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার এই দারুণ শোকাবেগ এবং রক্ষোগণ কর্তৃক ভর্ৎসনের কথা তাঁহাকে বলিবে; হে বানরবীর! তোমার মঙ্গল হউক।

কৃতকৃতার্থ হনুমান্ হৃষ্ট হইয়া, রাজনন্দিনী সীতার সংবাদ লইয়া, কার্য্য আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া, মনে মনে উত্তর দিকে উপনীত হইলেন।

---

## একচত্বারিংশ সর্গ।

গমনকালে সীতার বিবিধ সাধু বাক্য দ্বারা সমাদৃত হইয়া হনুমান তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসিতলোচনা সীতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি; কিন্তু আরও কিঞ্চিৎ কার্য্য অবশিষ্ট আছে, তদ্বিষয়ে প্রথম তিন উপায়ের পর চতুর্থ উপায়কেই সাধন দেখিতেছি। রাক্ষসগণের প্রতি সাম প্রয়োগ করিলে ফল দর্শিবে না; সুসমৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের দানেও কোন

কার্য্য দর্শে না; বলদর্পিত ব্যক্তিদিগকে ভেদ করা দুঃসাধ্য; অতএব এক্ষণে অবশিষ্ট কার্য্যসাধন পক্ষে পরাক্রম প্রয়োগ করাই আমার কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। পরাক্রম ভিন্ন আর কোন উপায়েই কার্য্যসিদ্ধি হয়, আমি এরূপ দেখিতেছি না; যুদ্ধে কতকগুলি বীর নিহত হইলে পর, তবে যদি রাক্ষসেরা কথঞ্চিৎ মৃদু হয়। প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়া যে ব্যক্তি ঐ মূল কার্য্যের অবিরোধে আরও বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, সেই যথার্থ কার্য্যক্ষম। যে অধিক যত্নে অল্প কার্য্য সাধন করে, তাহাকে প্রধান সাধক বলা যায় না, যে অল্প যত্নে বহুকার্য্য করিতে পারে, সেই প্রধান সাধক। অতএব, যদিও সীতা-সন্ধানই আমার প্রধান কার্য্য, তথাপি রাক্ষসবল ও স্ববলের ইতর বিশেষ বিশেষরূপে অবগত হইয়া, বানররাজের নিকট প্রত্যা-গমন করি, তাহা হইলেই যথার্থ স্বামিকার্য্য সাধন করা হয়। এক্ষণে কি করিয়া আগমনের শুভফল ফলিবে, কি করিয়া আমি আততায়ী হইয়া রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিব, কি করিয়াই বা রাবণ আমাকে যুদ্ধস্থলে অবতারণ করিয়া তাহার নিজের ও আমার বলের তারতম্য অনুভব করিতে পারিবে। অনুজীবী, সৈন্য ও মন্ত্রিবর্গের সহিত রাবণকে রণস্থলে প্রাপ্ত হইলেই আমি তাহার হৃদ্গত অভিপ্রায় ও বল অনায়াসে জ্ঞাত হইয়া প্রতিগমন করিতে পারিব। নৃশংস রাবণের এই যে বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ, নন্দনসদৃশ চক্ষুমনের কমনীয় উপবন রহিয়াছে, অনিল শুষ্কবনের ন্যায়, আমি এই বন ধ্বংস করিব। এই বন ভগ্ন হইলে রাবণ ক্রুদ্ধ হইবে; ক্রুদ্ধ হইলেই রাক্ষসরাজ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথ ও গজ সহিত, ত্রিশূল, কালায়স ও পট্টিশ-ধারী সৈন্য আনয়ন করিবে; তাহা হইলেই তুমুল যুদ্ধ ঘটিবে। আমিও অপ্রতিহত পরাক্রমে সেই সকল প্রচণ্ডবিক্রমশালী রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করত সমস্ত সৈন্য সংহার করিয়া সুখে বানররাজের আলয়ে গমন করিব।

এইরূপ স্থির করিয়া, ভীমপরাক্রমশালী মারুতি ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে বৃক্ষ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বীর হনুমান্ বিবিধ দ্রুমলতাসমাকীর্ণ, মত্ত-পক্ষিকুলনিনাদিত সমস্ত বন ভগ্ন করিলেন। বৃক্ষ সকল মথিত, জলাশয় সকলের তীর ভগ্ন, বিবিধ প্রিয়দর্শন পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণীকৃত, নানাজলচর-পক্ষিনিনাদিত জলাশয় সকল আলোড়িত, এবং রক্তবর্ণ কিসলয় ও দ্রুমলতা সকল ম্লান হওয়াতে, দাবানলদগ্ধের ন্যায় বনের আর শোভা রহিল না। আবরণ ভগ্ন হওয়াতে লতা সকল বিস্রস্ত হইয়া আবরণশূন্যা কামিনীর ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িল। লতাগৃহ, চিত্রগৃহ সমস্ত বিধ্বস্ত হইল। শার্দ্দূলাদি মৃগ ও পক্ষিগণ কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। শিলাগৃহ এবং অট্টালিকা সমস্ত ভগ্ন হওয়াতে ঐ মহাবন বিকৃত রূপ ধারণ করিল। রাবণের প্রমদাদিগের রতিসংবর্দ্ধক অশোকবনের লতাসমূহ বানরের বলে অতি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইল।

হনুমান্ মহাত্মা রাবণের গুরুতর অপ্রিয় সাধন করিয়া একাকী মহাবল বহু রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, বলসম্পত্তিতে প্রজ্বলিত হইয়া তোরণে আরোহণ করিলেন।

---

## দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

পক্ষিগণের কলরবে এবং বৃক্ষভঙ্গশব্দে ত্রস্ত হইয়া লঙ্কার অধিবাসী সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল। পশুপক্ষী সকল ভয়ব্যাকুল হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক নানা স্থানে লুক্কায়িত হইল। এবং রাক্ষসদিগের বিবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন হইতে লাগিল।

এ দিকে বিকৃতমুখী রাক্ষসী সকল সেই নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেখিল, সমস্ত বন ভগ্ন হইয়াছে; তাহারা মহাকপিকেও দেখিতে পাইল। মহাবল মহাপ্রাণ হনুমান্ রাক্ষসীদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের ভয়জনক বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন

রাক্ষসী সকল গিরিশৃঙ্গপ্রতিম মহাকায় মহাবল বানরকে দর্শন করিয়া জানকীকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কে, কাহার দূত, কোথা হইতে কিজন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছে; তোমার সঙ্গেই বা কি নিমিত্ত আলাপ করিল; হে বিশালাক্ষি! আমাদিগকে বল, সুভগে! তোমার কোন ভয় নাই। হে অসিতাপাঙ্গি! তোমার সহিত কি কথোপকথনই বা করিল?

জনকতনয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সাধ্বী সীতা উত্তর করিলেন, রাক্ষসেরা ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারে; আমি তাহাদিগকে কি করিয়া জানিতে পারিব; এ যে, এবং যাহা করিবে, তোমরাই তাহা জান, সর্পই সর্পের পন্থা জানিতে পারে। আমিও অতি ভীত হইয়াছি, জানিতে পারিতেছি না, এ কে; কিন্তু বুঝিতেছি, এ কামরূপী রাক্ষস, এই স্থানে আগমন করিয়াছে!

জানকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসী সকল ভয়ে ধাবিত হইল; কেহ কেহ কানন মধ্যেই রহিল; কেহ কেহ রাবণকে সম্বাদ দিবার নিমিত্ত গমন করিল। বিকৃতমুখী রাক্ষসী সকল রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া বিকটাকার ভয়ানক বানরের কথা নিবেদন করিল, রাজন্! অশোকবনিকা মধ্যে এক মহাকায় অতুলপরাক্রম বানর আসিয়াছে; সে সীতার সহিত কি কথোপকথন করিয়াছে। হরিণলোচনা সীতাকে আমরা বার বার সেই বানরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি; কিন্তু সীতার ইচ্ছা নহে যে তাহার পরিচয় দান করে। সে বাসবের দূত হইবে, কি কুবেরের দূতই হইবে; অথবা রামই সীতার অন্বেষণ জন্য তাহাকে প্রেরণ করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, সেই অদ্ভুতরূপী বানর আপনার নানামৃগগণসমাকীর্ণ মনোহর প্রমোদবন ভঙ্গ করিয়াছে। কাননমধ্যে এরূপ একমাত্র স্থান নাই, কপি যাহা ভগ্ন করে নাই; কেবল যে স্থানে দেবী জানকী অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থান ভগ্ন করে নাই। জানকীর রক্ষার জন্য, কি, শ্রম হইয়াছে বলিয়া, সে এরূপ করিয়াছে, বলিতে পারি নাই।

অথবা তাহার শ্রম হইবার সম্ভাবনা কি? সে জানকীকেই রক্ষা করিয়াছে। স্বয়ং সীতা যে মনোরম-পত্রবহুল প্রকাণ্ড শিংশপাবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবিস্থিতি করিতেছেন; সে কেবল সেই বৃক্ষই রক্ষা করিয়াছে। অতএব সেই যে প্রচণ্ডমূর্ত্তি বানর সীতার সহিত সম্ভাষণ ও বন ভগ্ন করিয়াছে, আপনি তাহার সমুচিত দণ্ডের আজ্ঞা করুন। হে রাক্ষসগণেশ্বর! আপনি মনোদ্বারা সীতাকে পরিগ্রহ করিয়াছেন, এতাদৃশ কোন্ ব্যক্তি আছে, যাহার পরমায়ু শেষ না হইলে, সেই সীতার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হয়।

রাক্ষসীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ চিতাগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন; ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। এবং দীপ হইতে সশিখ তৈলবিন্দুর ন্যায় নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে থাকিল। অনন্তর মহাতেজা হনুমানের নিগ্রহ জন্য স্বসমান বীর কিঙ্কর নামক রাক্ষসদিগকে আজ্ঞা করিলেন। অশীতি সহস্র বেগবান্ কিঙ্কর কূট মুদ্গর হস্তে করিয়া ভবন হইতে বহির্গত হইল। সকলেরই উদর প্রকাণ্ড, দংষ্ট্রা স্থূল ও দীর্ঘ; মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর এবং বল অপরিসীম। সকলেই হনুমান্‌কে ধারণ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইয়া তোরণস্থিত সেই কপির নিকট উপস্থিত, ও অগ্নির অভিমুখে শলভের ন্যায়, তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। এবং চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বিবিধাকার গদা, কাঞ্চনবলয়বেষ্টিত পরিঘ, সূর্য্যসঙ্কাশ ভূরি ভূরি শর, মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, প্রাস ও তোমর সকলের দ্বারা সেই বানরশ্রেষ্ঠকে প্রহার করিতে লাগিল।

পর্ব্বতপ্রমাণ তেজস্বী হনুমানও ভূমিতে লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া মহা শব্দ করিতে লাগিলেন। পবননন্দন হনুমান্ অতি প্রকাণ্ড দেহ ধারণ করত ভীমনাদে লঙ্কা পূর্ণ করিয়া লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই চীৎকার এবং লাঙ্গুলাস্ফোটন শব্দে পক্ষী সকল গগনতল হইতে ভূপৃষ্ঠে

পতিত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন; অতিবল রামের জয়, মহাবল লক্ষ্মণের জয়, রাঘবপালিত রাজা সুগ্রীবের জয়। আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কোশলরাজের দাস; আমার নাম হনুমান্; আমি পবনের পুত্র; শত্রুসেনা সংহার করিয়া থাকি। আমি যুদ্ধে যখন সহস্র সহস্র শিলা ও বৃক্ষ প্রহার করিতে থাকিব, তখন সহস্র রাবণও আমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। সকল রাক্ষসের সমক্ষেই লঙ্কাপুরী মর্দ্দন পূর্ব্বক জানকীকে প্রণাম করিয়া সিদ্ধকার্য্য হইয়া গমন করিব।

হনুমানের এই উচ্চৈঃশব্দে রাক্ষসগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল; এবং তাঁহাকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা আছে; সুতরাং ভয় ত্যাগ করিয়া রাক্ষসেরা বিবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে হনুমানকে আক্রমণ করিল।

মহাবীর রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলে পর, মহাবল হনুমান্ তোরণসমীপে স্থাপিত এক লৌহময় ভীষণ পরিঘ গ্রহণ করিলেন। গরুড় যেমন স্ফূর্ত্তিশীল ভুজঙ্গকে ধারণ করেন, পবননন্দন তেমনি ঐ পরিঘ ধারণ করিয়া নিশাচরদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। দেবরাজ যেরূপ বজ্র দ্বারা দৈত্যদিগকে নিপাত করেন, বীর মারুতি সেইরূপ আকাশপথে বিচরণ পূর্ব্বক ঐ পরিঘ দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কতিপয়মাত্র রাক্ষস ভয়ে ঐ যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া রাবণকে সংবাদ দিল, কিঙ্করগণ সকলেই নিহত হইয়াছে।

মহতী রাক্ষসীসেনা নিপাতিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাজার লোচন সকল ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি সমরে সুদুর্জ্জয় প্রহস্তপুত্র জম্বুমালীকে যুদ্ধার্থ আজ্ঞা করিলেন।

—•:•—

## ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান্ কিংকরদিগকে বধ করিয়া, ভাবিতে লাগি-লেন, আমি বন ভগ্ন করিলাম, কিন্তু রাক্ষসকুলের দেবপ্রাসাদ বিনাশ করিলাম না। অতএব অদ্যই ঐ প্রাসাদ ধ্বংস করিব। হনুমান্ মনে মনে এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, বলপ্রদর্শন পূর্ব্বক লম্ফ দিয়া, মেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত চৈত্যপ্রাসাদে আরোহণ করিলেন। বানরকেশরী পবননন্দন উল্লিখিত পর্ব্বতসংকাশ দেবপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া, নিরতিশয় তেজঃসম্পন্ন সমুদিত দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। অনন্তর দুর্দ্ধর্ষ হনুমান্ উৎকৃষ্ট দেবপ্রাসাদ একবারে ভগ্ন করিয়া, স্বীয় স্বাভাবিক শ্রীতে প্রজ্বলিত পারিযাত্র পর্ব্বতের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। তদনন্তর তিনি নিজপ্রভাবে নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া, নির্ভয়ে শব্দ করত লঙ্কাকে পূর্ণ করিয়া, আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শ্রোত্রবিদারক সুবিপুল আস্ফোটন শব্দে মোহিত হইয়া, বিহঙ্গম ও দেবপ্রাসাদরক্ষক রাক্ষস সকল পতিত হইল।

অস্ত্রবিৎ রামের জয়, মহাবল লক্ষ্মণের জয়, এবং রামের পরিপালিত রাজা সুগ্রীবের জয়। আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কোশলরাজ রামের দাস, পবনের পুত্র ও শত্রুসৈন্যের নিহন্তা হনুমান্। আমি সহস্র সহস্র পাদপ ও শিলাপ্রহার পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সহস্র রাবণও আমার প্রতিপক্ষ হইতে পারে না। সকল রাক্ষসের সমক্ষে সমস্ত লঙ্কা বিধ্বস্ত ও জানকীকে অভিবাদন করিয়া, কৃত-কার্য্য হইয়া, আমি গমন করিব। এই বলিয়া দেবপ্রাসাদের শিখরস্থ মহাকায় হনুমান্ রাক্ষসদিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর স্বরে শব্দ করিতে লাগিলেন। সেই সুবিপুল শব্দে শত শত প্রাসাদরক্ষী বিবিধ অস্ত্র, প্রাস, খড়্গ ও পরশ্বধ গ্রহণ করিয়া, তথায় সমাগত হইয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করত তৎসমস্ত মোচন

এবং বিচিত্র গদা, কাঞ্চনাঙ্গদ পরিঘ ও আদিত্যসন্নিভ সায়ক-পরম্পরা প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই মহাকায় রাক্ষসদল ভাগীরথীর বিপুল মহান্ আবর্ত্তের ন্যায়, হনুমানকে পরিক্ষিপ্ত করিয়া, পরম শোভা ধারণ করিল।

তদ্দর্শনে বায়ুনন্দন ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর বিগ্রহ পরিগ্রহ ও বেগভরে সেই প্রাসাদের স্বর্ণসমলঙ্কৃত শতধার স্তম্ভ উৎপাটন করিয়া, ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে, অগ্নি সমুত্থিত হইয়া, সমস্ত প্রাসাদ দগ্ধ করিল। প্রাসাদ দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া, ইন্দ্র যেমন বজ্রাঘাতে অসুরদিগকে, তিনি তেমনি শত শত রাক্ষসকে সংহার করিলেন। অনন্তর অন্তরিক্ষে থাকিয়া, এই কথা বলিতে লাগিলেন, আমার ন্যায়, মহাবল মহাত্মা সহস্র সহস্র বানরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা সকলেই সুগ্রীবের বশবর্ত্তী। আমরা ও অন্যান্য বানরগণ সকলে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি। ঐ সকল বানরের মধ্যে কাহারও দশহস্তীর বল, কাহারও শতহস্তীর, কাহারও সহস্রহস্তীর এবং কাহারও বা ওঘনামক হস্তীর সমান বল। কেহ কেহ বায়ুর ন্যায় বলবিশিষ্ট এবং কাহারও বা বলের সীমা নাই। ঈদৃগ্বিধ নখদন্তায়ুধ শত সহস্র অযুত কোটি বানরগণে পরিবৃত হইয়া, সুগ্রীব আগমন ও তোমাদের সকলের সংহার করিবেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবীর রামের সহিত যখন বৈরসংঘটন হইয়াছে, তখন এই লঙ্কা, তোমরা ও রাবণ কাহারই আর রক্ষা নাই।

---

## চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

প্রহস্তের পুত্র মহাবল মহাদংষ্ট্র জম্বুমালী রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে শরাসন হস্তে বিনির্গত হইল। তাহার পরিধান বসন ও মাল্যদাম উভয়ই লোহিতবর্ণ, কুণ্ডলযুগল পরম সুন্দর, নয়নদ্বয় বিবৃত, ধনু ইন্দ্রধনুর ন্যায় বৃহৎ ও বজ্রাশনির ন্যায় স্বরবিশিষ্ট,

তাহাতে রুচির সায়ক সন্নিহিত রহিয়াছে। সমরদুর্জ্জয় প্রচণ্ড-স্বভাব জম্বুমালী তাদৃশ ধনু সবেগে বিস্ফারিত করিতে লাগিল। ধনুর সেই সুবিশাল বিস্ফারশব্দে দিক্, বিদিক্ ও নভোমণ্ডল সহসা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বেগবান্ হনুমান্ তাহাকে খর-বাহিত রথারোহণে সমাগত দেখিয়া, হর্ষিত হইয়াই শব্দ করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালে তোরণস্তম্ভের উপরি তির্য্যক্‌ভাবে সংস্থাপিত কপোতপালিকাদারুতে বসিয়াছিলেন। পরমতেজস্বী জম্বুমালী তাঁহাকে নিশিত শরসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা তাঁহার বদন, কর্ণি দ্বারা শির এবং দশ নারাচ দ্বারা তাঁহার বাহুযুগল বিদ্ধ করিল। তাঁহার তাম্রবর্ণ মুখমণ্ডল শরবিদ্ধ হইয়া, ভাস্করকরপ্রতিবিদ্ধ শরৎকালীন প্রফুল্ল সরোজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। আকাশে দৃশ্যমান মহাপদ্ম কাঞ্চনবিন্দুতে সিক্ত হইলে, যেমন শোভা পায়, তদীয় রক্তবর্ণ মুখ তেমনি রক্তে রঞ্জিত হইয়া বিরাজমান হইল। তিনি রাক্ষসের বাণে অভিহত হইয়া ক্রোধপরবশ হইলেন। অনন্তর পার্শ্বদেশে বিপুলায়ত শিলা সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহা উৎপাটন করিয়া, সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচর রোষপর হইয়া, দশ শর প্রয়োগপুরঃসর ঐ শিলা খণ্ডিত করিল। প্রচণ্ডবিক্রম হনুমান্ আপনার কার্য্য ব্যর্থ দেখিয়া, বিশাল সাল সমুৎপাটন করিয়া, ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল জম্বুমালী বহুতর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে চারি বাণে সালবৃক্ষ ছেদন করিয়া, পঞ্চ বাণে তাঁহার ভুজ, এক বাণে উরু ও দশ বাণে স্তনমধ্যে বিদ্ধ করিল। হনুমান শরপূরিতশরীর ও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, পরিঘ গ্রহণ করিয়া বেগে ঘূর্ণন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অতিশয় বেগ-শালী মদোৎকট মারুতি বেগভরে পরিঘ ঘূর্ণিত করিয়া, জম্বু-মালীর সুবিশাল বক্ষস্থলে নিপাতিত করিলেন। আর তাহার মস্তক, বাহু, জানু, ধনু, রথ, অশ্বগণ ও শর সকল কিছুই তথায় দেখিতে পাওয়া গেল না। মহাবল জম্বুমালী বানর কর্ত্তৃক

সবেগে নিহত ও ঘূর্ণিতাঙ্গ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় ভূপৃষ্ঠ আশ্রয় করিল।

জম্বুমালী ও মহাবল কিংকর সকল নিঃশেষে নিহত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, রোষাবেশে রাবণের লোচনযুগল নিরতিশয় লোহিতবর্ণ ও ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠিল। এই রূপে প্রহস্তের পুত্র মহাবল জম্বু নিহত হইলে, নিশাচরপতি দশানন নিরতিশয় বীর্য্য-বিক্রমবিশিষ্ট অমাত্যপুত্রদিগকে অবিলম্বে আদেশ করিল।

---

## পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাবল, কৃতাস্ত্র, অস্ত্রবিৎশ্রেষ্ঠ, পরস্পর জয়ৈষী, অমিতবিক্রম ও সূর্য্যসমতেজস্বী সাতজন মন্ত্রিপুত্র নিশাচরপতি রাবণের আদেশে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া, হেমজালপরিব্যাপ্ত, ধ্বজ-পতাকামণ্ডিত, জলদনির্ঘোষ, অশ্বযুক্ত মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক তপ্তচামীকরচিত্রিত শরাসনসমূহ বিস্ফারণ করিতে করিতে মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত মেঘমণ্ডলের ন্যায়, গৃহ হইতে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। তাহাদের জননী সকল, কিংকরগণ নিহত হইয়াছে, বিদিত হইয়া, সুহৃৎ ও বান্ধবগণের সহিত শোকে বিহ্বল হইয়া উঠিল। তপ্তকাঞ্চন ভূষণ ভূষিত উল্লিখিত সপ্ত মন্ত্রিপুত্র পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া, তোরণোপরি অবিচলিত ভাবে অধিষ্ঠিত হনুমানের সম্মুখীন হইয়া, রথগর্জ্জিতনিস্বনে বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলএবং প্রাবৃটকালীন পয়োধরসমূহের ন্যায়, বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। হনুমান্ তাহাদের শরবৃষ্টিতে সংচ্ছন্ন হইয়া, জলধারাপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত-রাজের ন্যায়, অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি দ্রুত গতি অবলম্বন পূর্ব্বক বিমল অম্বরপথে বিচরণ করিয়া, রাক্ষসগণের শর সমূহ ও রথবেগ উভয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট করিলেন। তিনি সেই ধনুর্দ্ধারী নিশাচরগণের সহিত আকাশপথে ক্রীড়া করত ইন্দ্রধনুরঞ্জিত

জলদজাল সমভিব্যাহারে ক্রীড়াপরায়ণ প্রভু পবনের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। অনন্তর তিনি ঘোর শব্দ করত সেই মহতী সেনার ভয় সমুৎপাদন ও সেই রাক্ষসগণের প্রতি বেগবিধান করিয়া, কাহাকে তল, কাহাকে পাদ ও কাহাকে মুষ্টি দ্বারা আহত, কাহাকে নখ দ্বারা বিদারিত, কাহাকে বক্ষ দ্বারা মথিত, এবং কাহাকে উরুযুগলপ্রহারে মর্দ্দিত করিলেন। কেহ কেহ তদীয় গর্জ্জনশ্রবণে সেই স্থানেই ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল।

অনন্তর তাহারা মৃত পতিত হইলে, তাহাদের সৈন্য সকল ভয়ার্দ্দিত হইয়া, দশদিকে পলায়ন করিল, হস্তী সকল বিকৃত স্বরে শব্দ করিতে লাগিল, অশ্ব সকল নিপতিত হইল, ভগ্ন নীড় ধ্বজ ও ছত্রবিশিষ্ট রথসমূহে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেল, পথিমধ্যে রক্তের নদী সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং সমস্ত লঙ্কা বিবিধ বিকৃত স্বরে শব্দ করিয়া উঠিল। মহাবল উগ্রপরাক্রম বীর হনুমান্ নিরতিবীর্য্যবলবিশিষ্ট সেই রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া, অন্যান্য রাক্ষসদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধকামনায় উল্লিখিত তোরণাভিমুখে গমন করিলেন।

—:০:—

## ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

মহাত্মা বানর কর্ত্তৃক মন্ত্রিপুত্র সকল নিহত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, রাবণ আকারপ্রচ্ছাদনপূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর দশগ্রীব বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এই পাঁচজন বীর্য্যবান্, নীতিবিশারদ, সকল কার্য্যেই ত্বরাপর এবং যুদ্ধে বায়ুবেগসম সেনাগ্রনায়ককে হনুমানের গ্রহণে আদেশ করিয়া কহিলেন, তোমরা সকলেই মহাবলপরিগ্রহ, সেনার অগ্রণী হইয়া অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ লইয়া গমন ও সেই বানরকে শাসন কর। তোমরা সেই বানরের নিকট যাইয়া, সাবধানে থাকিবে এবং দেশকালের অবিরোধে কার্য্য করিবে। সে

যে কার্য্য করিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহার প্রতি তর্ক করিয়া, আমার মনে হইয়াছে, সে বানর নহে। সে সর্ব্বথা মহাবলপরিগ্রহ মহাভূত। তাহাকে বানর জ্ঞান করিয়া, আমার মন শুদ্ধ হই-তেছে না। ফলতঃ সাধারণ লোকে যেরূপ বলিতেছে, সেরূপে আমার তাহাকে বানর বলিয়া মনে হয় না। ইন্দ্রই বা আমা-দের নিপাতজন্য তপোবলে তাহার সৃষ্টি করিয়াছে। তোমরা আমার সহিত প্রেরিত হইয়া, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেব, অসুর ও মহর্ষি সকলকে জয় করিয়াছ। তাহারাও অবশ্য আমাদের কোনরূপ অপ্রিয় করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বলপূর্ব্বক হনুমান্‌কে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর। তোমরা সক-লেই মহাবলপরিগ্রহ ও সেনার অগ্রণী। অশ্ব রথ ও হস্তী সম-ভিব্যাহারে গমন করিয়া, সেই কপিকে শাসন কর। সে প্রকৃত বীরের ন্যায়, পরাক্রমবিশিষ্ট, তোমরা তাহাকে কোনমতে অগ্রাহ্য করিও না। বালী, সুগ্রীব, জাম্ববান, সেনাপতি নীল এবং দ্বিবিদ প্রভৃতি অন্যান্য বিপুলবিক্রম মহাবল বানর সক-লকে আমি দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদের এ প্রকার ভীম গতি তেজ, পরাক্রম, বুদ্ধি, বল, উৎসাহ এবং রূপকল্পনা কিছুই নাই। অতএব ইহাকে কপিরূপী মহাপ্রাণী জানিয়া, তোমরা নিরতিশয় প্রযত্ন সহকারে ইহার নিগ্রহে প্রবৃত্ত হও। বলিতে কি, সুর, অসুর, মানব ও ইন্দ্র সহিত লোকত্রয়ও যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের সম্মুখে থাকিতে সক্ষম হয় না। তথাপি যুদ্ধে জয়াকাঙ্ক্ষী নীতিবেদী পুরুষ প্রযত্ন পূর্ব্বক আত্মাকে রক্ষা করিবে। দেখ, যুদ্ধে জয়লাভের স্থিরতা নাই।

অগ্নিসমতেজস্বী নিরতিশয় ওজস্বী ঐ সকল নিশাচর প্রভু-বাক্য প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক মহাবেগে সমুৎপতিত হইল। রথ, মত্ত মাতঙ্গ, মহাবেগ অশ্ব, তীক্ষ্ণ নিশিত শস্ত্র এবং সৈন্য সকল তাহা-দের সমভিব্যাহারে চলিল। অনন্তর তাহারা অবলোকন করিল, স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ তেজ ও রশ্মিজালে পরিব্যাপ্ত উদীয়মান দিবা-

করের ন্যায় মহাকপি হনুমান্ দীপ্যমান হইতেছেন। তিনি মহা-সত্ত্ব, মহাবল, মহামতি, মহোৎসাহ, মহাকায় ও মহাভুজবিশিষ্ট। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে ভয়ে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক, চারিদিক্ হইতে ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দুর্দ্ধর নামক রাক্ষস লৌহনির্ম্মিত পঞ্চ শর তদীয় মস্তকে প্রয়োগ করিল। ঐ সকল শর সুশাণিত, মর্ম্মচ্ছেদী, পীতমুখ ও পদ্ম-পত্রবৎ আভাবিশিষ্ট। হনুমান্ সেই পঞ্চ শরে বিদ্ধশিরা হইয়া, শব্দ করত দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া, আকাশে উৎপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে বীর দুর্দ্ধর রথারোহণে কার্ম্মুকে জ্যারোপণ করিয়া, বহুশত শর বর্ষণ করিতে করিতে হনুমানের সন্নিহিত হইল। বর্ষাকালের অবসানে বায়ু যেমন বৃষ্টিমান্ মেঘকে, সেইরূপ হনুমান্ শরবর্ষী দুর্দ্ধরকে নিবারণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যশালী পবননন্দন দুর্দ্ধর কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া, পুনরায় শব্দ করত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ দূরে সমুৎপতিত হইয়া, পর্ব্বতে বিদ্যুদ্রাশির ন্যায়, তদীয় রথে মহাবেগে পতিত হইলেন। তাহাতে, রথের অক্ষ ও কূবর ভগ্ন এবং অষ্ট অশ্ব বিনষ্ট হইলে, দুর্দ্ধর সেই রথের সহিত প্রাণ পরিহার পূর্ব্বক পৃথি-বীতে পতিত হইল। অরাতিবিনাশন দুর্দ্ধর্ষ বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ ইহারা উভয়ে তাহাকে ভূপতিত নিরীক্ষণ করিয়া জাতক্রোধ ও উৎপতিত হইল। মহাবাহু মারুতি বিমল অম্বর আশ্রয় করিয়া-ছিলেন। তাহারা সহসা উৎপতন পূর্ব্বক তদীয় বক্ষস্থলে দুই মুদ্গরের আঘাত করিল। মহাবল কপি সেই বেগবান্ রাক্ষস-দ্বয়ের বেগ নিরাকরণ করত পুনরায় গরুড়ের ন্যায় সবেগে পৃথি-বীতে অবতরণ করিলেন। এবং শালবৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া, উৎপা-টন করিয়া, তাহাদের দুই জনকেই মারিয়া ফেলিলেন।

তাহারা তিন জন হত হইল জানিয়া, মহাবেগ ও বলবান্ প্রঘাস সহাস্য আস্যে হনুমানের সম্মুখীন হইল এবং বীর্য্যশালী ভাসকর্ণও শূল গ্রহণ করিয়া, নিরতিশয় রোষভরে তদনুরূপ অনু-

ষ্ঠান করিল। অনন্তর পরস্পর সাহায্য হইবে ভাবিয়া, উভয়ে একত্রে অবস্থিতি করিল। ঐ সময়ে প্রঘস শিতাগ্র পট্টিশ এবং ভাসকর্ণ শূল সহযোগে কপিকুঞ্জরকে আঘাত করিল। তাহাতে সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া, রুধিরে পরিপ্লুত হইলে, বালসূর্য্য-সমদ্যুতি মারুতি রোষাবিষ্ট হইয়া, মৃগ, ব্যাল ও পাদপ সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গ সমুৎপাটন করিয়া, তাহাদের দুইজনকে আঘাত করিলেন। তাহারা একবারেই নিষ্পিষ্ট ও তিল তিল হইয়া গেল। এইরূপে পাঁচজন সেনাপতি অবসন্ন হইলে, কপিকেশরী হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিলেন। ইন্দ্র যেমন অসুরদিগকে, তিনি তেমনি অশ্ব দ্বারা অশ্ব, গজ দ্বারা গজ, যোধ দ্বারা যোধ ও রথ দ্বারা রথ সকল নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। মৃতপতিত অশ্ব, গজ ও রাক্ষসসমূহ এবং ভগ্ন অক্ষ ও মহারথ সকলে চতুর্দ্দিকের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল।

এদিকে ঐ সকল সেনাপতিকে বল ও বাহনের সহিত বিনষ্ট করিয়া, বীর কপি, প্রজাক্ষয়ে মৃত্যুর ন্যায়, অবসর পাইয়া, পুনরায় তোরণ আশ্রয় করিলেন।

---

## সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাজা রাবণ হনুমান কর্ত্তৃক উল্লিখিত পাঁচজন সেনাপতি অনুচর ও বাহন সহিত নিহত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, সম্মুখে অবস্থিত যুদ্ধোদ্ধত ও সমরোন্মুখ কুমার অক্ষকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিলেন। যজ্ঞশালায় প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ঘৃতসহায়ে প্রেরিত পাবকের ন্যায়, রাবণের দৃষ্টিপাতমাত্রেই বিশেষরূপে প্রেরিত হইয়া, প্রতাপশালী অক্ষ কাঞ্চনচিত্রিত কার্ম্মুকহস্তে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল। অনন্তর মহাবীর্য্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তরুণাদিত্যসন্নিভ রথে আরোহণ করিয়া, মহাকপির উদ্দেশে প্রস্থান করিল। তাহার ঐ রথ তপ্তকাঞ্চনসমূহে পরি-

ব্যাপ্ত ও চিত্রিত, নিরতিশয় তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক উপার্জ্জিত, রত্ন-বিভূষিত ধ্বজ ও পতাকায় সুশোভিত, মনের ন্যায় বেগবান, অষ্ট অশ্বশ্রেষ্ঠে সুযোজিত, সুরাসুরগণের অধৃষ্য, পর্ব্বতাদিতেও অব্যাহতগতিবিশিষ্ট, বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাসম্পন্ন, আকাশেও বিচরণ করিতে সমর্থ, সম্যকরূপে সজ্জিত, ও তূণযুক্ত, অষ্ট দিকে খড়্গসহ নিবদ্ধ রথফলকে বিরাজিত, যথাক্রমে সুবিন্যস্ত শক্তি ও তোমরপরম্পরায় পরিপূর্ণ, যুদ্ধোপযোগী বস্তুসমূহে বিরাজমান, শশিসূর্য্যসমদ্যুতি হেমদামে বিভূষিত, এবং দিবাকরের ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন। অমর-তুল্য পরাক্রম কুমার অক্ষ ঈদৃশ রথে আরোহণ পূর্ব্বক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মহারথ শব্দে পর্ব্বত সহিত ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া, সমবেত সৈন্য সমভি-ব্যাহারে হনুমানের সমীপে সমাগত হইল। কার্য্যপটু মারুতি তোরণ আশ্রয় পূর্ব্বক বসিয়া ছিলেন। প্রজাগণের ক্ষয় কালে প্রলয়াগ্নির ন্যায়, ঐরূপে অধিষ্ঠিত হনুমানকে প্রাপ্ত হইয়া, সিংহবৎ ক্রূরদৃষ্টি অক্ষ বহুমান চক্ষু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল। পবননন্দন অক্ষকে দর্শন করিয়া, বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বশবর্ত্তী হইলেন। মহাবল অক্ষ মহাত্মা কপির বেগ ও পরাক্রম এবং নিজের বল বিচার করিয়া, প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায়, তেজে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এবং স্থিরপদে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জাতক্রোধ হইয়া, যুদ্ধে দুর্নিবার ও দর্শনীয়-পরাক্রম হনুমানকে সমাহিত অন্তঃকরণে সুশাণিত শরপ্রহারে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিল। সে শরাসন হস্তে অবলোকন করিল, পবননন্দন শত্রুপরাজয়ের উপ-যুক্ত পাত্র, কিছুতেই পরিশ্রান্ত নহেন, অতিশয় অহংকৃত এবং তাঁহার মনও মহোৎসাহবিশিষ্ট। তদ্দর্শনে, কাঞ্চনময় নিষ্ক, অঙ্গদ ও মনোহর কুণ্ডল এবং তীক্ষ্ণপরাক্রম এই সকলে অলংকৃত অক্ষ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তৎক্ষণাৎ উভয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধের তুলনা নাই; তদ্দর্শনে সুর ও অসুরগণও ভীত হইয়া থাকে। তাঁহারা উভয়ে বীর্য্যপ্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইলে, পৃথিবী শব্দ করিয়া উঠিলেন, সূর্য্য প্রভাশূন্য হইলেন; বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল, পর্ব্বত কাঁপিতে লাগিল, স্বর্গমণ্ডল শব্দে পূর্ণ হইল এবং সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর লক্ষ্যদর্শন, শরসন্ধান ও শরপ্রয়োগ এই সকলের তত্ত্বজ্ঞ বীর অক্ষ সুবর্ণময় পুঙ্খ, সুন্দর মুখ ও পতত্রবিশিষ্ট সবিষ-আশীবিষ সদৃশ শরত্রয়ে কপিবরের মস্তক আহত করিল। এক কালে তিনশর মস্তকে পতিত হওয়াতে, হনুমান্ রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু ঘূর্ণায়মান ও সর্ব্ব শরীর শোণিতদিগ্ধ হইয়া উঠিল। তৎকালে নবোদিত সূর্য্যসন্নিভ মারুতি শররূপ অংশুমালায় পরিব্যাপ্ত হইয়া, রশ্মিমালী দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর কপিবর সুগ্রীবের মন্ত্রিবর পবননন্দন রাজবর রাবণের আত্মজ বিচিত্র ধনু ও বিচিত্র উগ্র আয়ুধধর অক্ষকে সংগ্রামে অবলোকন করিয়া, আহ্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধোন্মুখ হইয়া, স্বীয় রূপ বর্দ্ধিত করিলেন। তাঁহার বল, বীর্য্য, কোপ সমুদায়ই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি মন্দরশেখরস্থ অংশুমালীর ন্যায়, নেত্রাগ্নি মরীচিমালায় কুমার অক্ষকে বল ও বাহনের সহিত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বলাহক যেমন পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শররূপ বৃষ্টিমান নিশাচররূপ জলধর, শরাসনরূপ ইন্দ্রধনু ধারণ করিয়া, কপিশ্রেষ্ঠরূপ পর্ব্বতে শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসের বলবীর্য্য, সায়ক ও তেজ সমস্তই অতিশয় উন্নত এবং সংগ্রামে বিক্রম অতি প্রচণ্ড। তাহাকে যুদ্ধে অবলোকন করিয়া, কপিবর হর্ষিত হইয়া, জলধরতুল্যনিস্বনে শব্দ করিয়া উঠিলেন। যুদ্ধে বীর্য্যদর্পিত রক্তাক্ষ অক্ষ বালস্বভাব প্রযুক্ত নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, গজ যেমন তৃণাচ্ছন্ন মহাকূপের সন্নিহিত হয়, তদ্রূপ বলে অপ্রতিম হনুমানকে আক্রমণ করিল। অনন্তর সে বল পূর্ব্বক বাণপরম্পরা প্রয়োগ করিলে, পবনকুমার ভুজ ও উরু বিক্ষেপ পূর্ব্বক ভয়ংকরদৃশ্য হইয়া, পরম উৎসাহসহকারে তৎক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল নিপীড়িত করিয়া, ঘননাদ-

নিস্বনে শব্দ করিয়া উঠিলেন। তিনি ঐরূপে উৎপতিত হইলে, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, রথিপ্রধান, প্রতাপশালী, বলবান্, রথী অক্ষ, পয়োধর যেমন শিলাবৃষ্টি দ্বারা পর্ব্বতকে, সেইরূপ শরবৃষ্টি পূর্ব্বক হনুমান্‌কে আচ্ছন্ন করিয়া, সবেগে সম্মুখীন হইল। যুদ্ধে প্রচণ্ড-বিক্রমবিশিষ্ট ও মনের ন্যায় বেগগামী বীর কপি পবনের ন্যায় শরান্তরে বিনিক্ষিপ্ত হইয়া, তাহার শর সমস্ত ব্যর্থ করত বায়ু-মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কুমার অক্ষ যুদ্ধে উদ্যত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট শরসমূহে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পবননন্দন এই ব্যাপার দর্শনে তাহার প্রতি বহুমান দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তাপরায়ণ হইলেন। ঐ সময়ে মহাত্মা কুমারশ্রেষ্ঠ অক্ষ শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া তদীয় ভুজমধ্য বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কর্ম্মবিশেষতত্ত্ববিৎ মহাবাহু হনুমান্ তদীয় যুদ্ধবিক্রম চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই মহাবল মহাত্মা তরুণাদিত্যসন্নিভ অক্ষ প্রকৃত পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধকার্য্যেই ইহার নৈপুণ্য আছে। এসময়ে ইহাকে বধ করিতে আমার মন হইতেছে না। এই অক্ষ মহাত্মা, মহাবীর্য্য, যুদ্ধে অবহিত ও অতিশয় ক্লেশসহিষ্ণু এবং বিশিষ্টরূপ কর্ম্মঠ ও গুণশালী বলিয়া, নাগ, যক্ষ ও ঋষিগণ নিঃসন্দেহই ইহার পূজা করিয়া থাকেন। পরাক্রম ও উৎসাহ-বশে ভয় ও আশঙ্কাদি এককালেই দূরীকৃত হওয়াতে, এই বীর-শ্রেষ্ঠ সম্মুখীন হইয়া, আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এই ক্ষিপ্রকারী নিশাচরের পরাক্রমদর্শনে সুরাসুরগণেরও মন কম্পিত হইয়া থাকে। উপেক্ষা করিলে, এই নিশাচর নিশ্চয়ই আমাকে অভিভূত করিবে। যেহেতু, যুদ্ধে ইহার পরাক্রম ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে। ফলতঃ, অগ্নি বর্দ্ধিত হইলে, তাহার উপেক্ষা করা কোনমতেই বিধেয় নহে। অতএব অদ্য ইহারে সংহার করিব।

মহাবল মহাবীর্য্য হনুমান্ এইরূপে শত্রুপক্ষের পরাক্রম পরি-

করেন ও আপনার কর্ম্মযোগ সংবিধান পূর্ব্বক বেগবিধান করিয়া, তদীয় বিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর পবনাত্মজ বীর্য্য-শালী কপি বায়ুমার্গে অবস্থান পূর্ব্বক তলপ্রহারে কুমারের অত্যুৎকৃষ্ট আটটী মহাতুরঙ্গ নিহত করিলেন। ঐ সকল অশ্ব নানাবিধ মণ্ডলগমনে শিক্ষিত ও ভারসহ। সুগ্রীবের মন্ত্রী হনুমান্ কর্ত্তৃক তলপ্রহারে অভিহত ও নির্জ্জিত হওয়াতে, তদীয় সুবৃহৎ রথ শূন্য হইতে ধরাতলে পতিত হইল। ঐ রথের নীড় ও কূবর ভগ্ন এবং অশ্ব সকল বিনষ্ট হইল। উগ্রবীর্য্য ঋষি যেমন তপোযোগসহায়ে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া, স্বর্গে আরূঢ় হয়েন, মহারথ অক্ষ তেমনি ভগ্ন রথ ত্যাগ করিয়া, শরাসন ও খড়্গহস্তে আকাশে উৎপতিত হইল। এইরূপে সে গরুড়, পবন ও সিদ্ধগণসেবিত আকাশপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, মারুতের ন্যায় বেগ ও বিক্রমবিশিষ্ট হনুমান্ সমাগত হইয়া, ক্রমে ক্রমে দৃঢ় করে তদীয় পদদ্বয় ধারণ করিলেন। অণ্ডজেশ্বর গরুড় যেমন মহাসর্পকে, সেইরূপ পিতৃতুল্য বিক্রমবিশিষ্ট মহাকপি অক্ষকে গ্রহণ ও সহস্র বার ঘূর্ণিত করিয়া, সবেগে মহীতলে যুদ্ধভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার বাহু, উরু, কটি ও পয়োধর ভগ্ন, অস্থি ও চক্ষু অতিশয় মথিত, সন্ধি সকল বিশ্লিষ্ট, এবং বন্ধন সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। সে তদবস্থায় রুধিরক্ষরণ করিতে করিতে পবননন্দন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিল। মহাকপি ভূমিতলে তাহাকে নিপীড়িত করিয়া, রাক্ষসপতি রাবণের নিরতিশয় ভয় সমুদ্ভাবন করিলেন। কুমার নিহত হইলে, মহর্ষিগণ, জ্যোতিশ্চক্রচর গ্রহাদিগণ, যক্ষ ও পন্নগগণ, এবং ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ সমাগত হইয়া, সাতিশয় বিস্ময় সহকারে হনুমান্‌কে দেখিতে লাগিলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রসুতসদৃশ, লোহিতলোচন কুমার অক্ষকে সংহার করিয়া হনুমান অবসর পাইয়া, প্রলয়কালীন কালের ন্যায় উল্লিখিত তোরণাভিমুখে গমন করিলেন।

---

## অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

হনুমান কুমার অক্ষকে সংহার করিলে, রাক্ষসরাজ মহাত্মা রাবণ মনঃসমাধান পূর্ব্বক দেবসদৃশ ইন্দ্রজিৎকে সরোষে আদেশ করিলেন, তুমি সমুদায় অস্ত্রবিৎ ও শস্ত্রধরগণের বরিষ্ঠ, সুরাসুরগণেরও শোকদাতা, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণে দৃষ্টকর্ম্মা এবং পিতামহের উপাসনা করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ। ত্বদীয় অস্ত্রবলে আক্রান্ত হইলে, সুরেশ্বরসমাশ্রিত সমরুৎ সুরগণও সমরে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন না। তোমার ন্যায় ত্রিলোকে কোন ব্যক্তিই অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে পারে না। তুমি স্বীয় বাহুবলে ও তপোবীর্য্যে সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত, অসামান্য বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন এবং দেশ ও কালকে প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়া থাক। সমরে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা তুমি করিতে না পার। বুদ্ধি পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তোমার শক্তি আছে। ত্রিভুবনে এমন কেহ নাই, যে ব্যক্তি তোমার অস্ত্রবল ও বল অবগত নাই। তোমার বল, পরাক্রম ও অস্ত্রবল সমুদায়ই আমার সমান। তুমি রণাবমর্দ্দে উপস্থিত থাকিলে, নিশ্চয়ই জয় হইবে ভাবিয়া, আমার মন কোন মতেই বিষণ্ণ হয় না। সমুদায় কিঙ্করগণ, জম্বুমালী, পাঁচজন সেনাগ্রণী বীর মন্ত্রিপুত্র, অশ্ব রথ ও হস্তিসহিত পরমসমৃদ্ধিসম্পন্ন সৈন্য সকল, সহোদর, ও কুমার অক্ষ, সকলে নিহত হইয়াছে। কিন্তু হে অরিনিসূদন! তাহাদিগকে, তোমার ন্যায়, উৎকৃষ্ট বলিয়া আমার বোধ হয় না। এক্ষণে, বানরের প্রভাব ও পরাক্রম, তোমার নিজের উৎকর্ষ, এবং বিপুল বলক্ষয়, ইত্যাদি দর্শন করিয়া, আত্মবলানুরূপ বেগবিধান কর। হে অস্ত্রভৃদ্বরিষ্ঠ! তুমি যুদ্ধার্থ নির্গত ও সন্নিকৃষ্ট হইলে, বহুসৈন্যের বিনাশপ্রযুক্ত, বলক্ষয় হওয়াতে, শত্রু যেমন ক্ষীণ হইয়া পড়ে, সেইরূপে আত্মবল ও পরবল পরিদর্শন পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। হে বীর! সঙ্গে

সেনা লইবার প্রয়োজন নাই ; কেননা সৈন্যগণ দলে দলে পলায়ন করিয়া থাকে। বজ্রতুল্য আয়ুধ সমস্তও গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা, সে সকলেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। বায়ু কতদূর শক্তিবিশিষ্ট, তাহার ইয়ত্তা করা দুঘট। এই কপি বায়ুর ন্যায় বেগবিশিষ্ট। অধিক কি, অগ্নিতুল্য বানরকে শস্ত্রাদিসহায়ে সংহার করাও সাধ্য নহে। অধুনা, আমি যাহা বলিলাম, তাহা সম্যকরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া, তোমাকে নিজেই কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে ভাবিয়া, চিত্তসমাধান ও এই শরাসনের দিব্যবীর্য্য স্মরণ পূর্ব্বক যুদ্ধে গমন ও নিরাপদে কার্য্যসাধন কর। আমি যে বুদ্ধিতে তোমায় যুদ্ধে প্রেরণ করিতেছি, তাহা কোনমতেই সমীচীন নহে। তবে ক্ষত্রিয়গণ ও নরপতিগণ শাস্ত্রানুসারে এই প্রকার বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকেন। হে অরিন্দম! বিবিধ শাস্ত্রে ও যুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য লাভ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সংগ্রামে বিজয়প্রাপ্তির অভিলাষী, তাহার উল্লিখিতরূপ নানাশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

দেবপ্রভাব ইন্দ্রজিৎ পিতৃবাক্য শ্রবণে যুদ্ধে কৃতমতি হইয়া, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিল। সে যুদ্ধে যেমন উদ্ধত, সেইরূপ, কৃতোৎসাহ ; আপনার অভিমত রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া, যুদ্ধে যাত্রা করিল। পর্ব্বসময়ে সমুদ্র যেমন বর্দ্ধিত হয়, পদ্মসদৃশ আয়তলোচন পরম তেজস্বী শ্রীমান্ রাক্ষসরাজনন্দনও তদ্রূপ বৃদ্ধিশীল হইয়া, বিক্ষুব্ধ হইল। অনন্তর ইন্দ্রতুল্য অসহ্যবেগ ইন্দ্রজিৎ গরুড়সদৃশ ও পরস্পর তুল্যবেগবিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্র সর্পচতুষ্টয়ে সংযোজিত রথে আরোহণ করিল। সে সমুদায় ধনুর্দ্ধর ও অস্ত্রবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং রথযুদ্ধবিশারদ, রথারোহণে, সত্বরগমনে হনুমান যেখানে, সেই স্থানে গমন করিল।

বানরবীর পবনাত্মজ তদীয় রথনির্ঘোষ ও কার্ম্মুকের জ্যানিস্বন শ্রবণ করিয়া, অতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন। রণপণ্ডিত

ইন্দ্রজিৎ ধনুর্ব্বাণ ও তীক্ষ্ণাগ্র সায়ক সমস্ত গ্রহণ করিয়া, হনুমানের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। সে যুদ্ধবিষয়ে হর্ষান্বিত ও শরপাণি হইয়া, সংগ্রামার্থ নির্গত হইলে, সমস্ত দিক্ কলুষিত হইয়া উঠিল; শিবাদি ভয়ঙ্কর পশুগণ বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল. নাগগণ, যক্ষগণ, মহর্ষিগণ, গ্রহগণ ও সিদ্ধগণ তথায় সমাগত হইলেন এবং পক্ষী সকল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া, পরম হর্ষে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে, ইন্দ্রধ্বজ রথ সত্বরগমনে আসিতেছে দেখিয়া, পবনকুমার সবেগে গভীর গর্জ্জন করত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রজিৎ বিচিত্র কার্ম্মুক হস্তে দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, সৌদামিনীসন্নিভ, গভীর নিস্বন শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিল। অনন্তর বদ্ধবৈর সুরেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রের ন্যায়, উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা দুই জনেই তীক্ষ্ণবেগবিশিষ্ট, অতিশয় বলশালী এবং যুদ্ধে নির্ভীকচিত্ত। অপরিসীমপ্রভাববিশিষ্ট মহাকপি অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া, যুদ্ধে বহুমত বীর ধনুর্দ্ধারী মহারথ ইন্দ্রজিতের শরবেগ ব্যর্থ করিয়া, বায়ুমার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পরবীরহন্তা ইন্দ্রজিৎ অবিরত শরপরম্পরা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সকল শর আয়ত, তীক্ষ্ণাগ্র, সুন্দরপত্রবিশিষ্ট, কাঞ্চনচিত্রিতপুঙ্খসম্পন্ন, এবং বজ্রের সমান বেগবান্। হনুমান তাহার স্যন্দননিস্বন, মৃদঙ্গ ভেরী ও পটহধ্বনি এবং বিকৃষ্যমাণ কার্ম্মুকের ঘোর শব্দ শ্রবণ করিয়া পুনরায় উৎপতিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্যের দিকে স্থির হইয়া ছিল। তথাপি তিনি তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া, শর সকলের অন্তরে অন্তরে আশু বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় শরসকলের সম্মুখীন হইয়া, বাণমোচন সময়ে হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া, উৎপতিত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই বেগবান্ ও রণকর্ম্মবিশারদ, সর্ব্ব ভূতের হৃদয় হরণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কেহ কাহারও ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেন না।

দুই জনেই দেবসমান বিক্রমবিশিষ্ট; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, উভয়ে উভয়ের দুর্বিষহ হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর, অমোঘ শরপরম্পরা প্রয়োগ করিলেও, হনুমান বিদ্ধ হইলেন না, দেখিয়া মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ তদীয় স্বরূপ পরিজ্ঞানার্থ ধ্যানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অতিমাত্র চিন্তাপরায়ণ হইল। পরে, হনুমানকে বধ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া, তদীয় নিগ্রহার্থ তিনি কিরূপে নিশ্চেষ্ট হইতে পারেন, তদ্বিষয়ক বিচার করিতে লাগিল। এই প্রকার বিচার করিয়া, অস্ত্রবিদ্‌বরিষ্ঠ পরমতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ পিতামহ ব্রহ্মার প্রদত্ত অস্ত্র হনুমানের উদ্দেশে ধনুতে যোজনা করিল। পবননন্দন ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য জানিয়া, অস্ত্রতত্ত্ববিৎ মহাবাহু রাবণনন্দন উল্লিখিত ব্রহ্মাস্ত্রে তাঁহাকে বন্ধন করিল। রাক্ষসকর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হওয়াতে, মহাকপি একবারেই নিশ্চেষ্ট ও ধরাতলে পতিত হইলেন। ঐ ব্রহ্মাস্ত্র নানাবিধ স্বায়ম্ভুব মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত। তিনি এতাদৃশ অস্ত্রে বদ্ধ হইয়াছেন, জানিয়া, পিতামহের বরদানপ্রযুক্ত ভীত না হইয়া, আত্মার প্রতি ব্রহ্মার বরদানরূপ অনুগ্রহ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, লোকগুরু ব্রহ্মার অনুগ্রহে এই অস্ত্রবন্ধন মোচনে আমার শক্তি নাই, এই প্রকার অনুমানেই ইন্দ্রজিৎ আমাকে ঐ অস্ত্রে বদ্ধ করিয়াছে। আমিও মুহূর্ত্তকাল ইহা সহ্য করিব।

পবননন্দন এইরূপে অস্ত্রের বীর্য্য, পিতামহের বরদান এবং মুনিজের অস্ত্রমোচনশক্তি বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া, মুহূর্ত্তমাত্র ব্রহ্মার আদেশের অনুসারী হইলেন। ভাবিলেন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অনিল আমাকে রক্ষা করিয়া আছেন। অতএব অস্ত্রে বদ্ধ হইলেও, আমার ভয়সম্ভাবনা কি? আর রাক্ষসগণ আমায় গ্রহণ করিলে, তাহাদের অধিপতি রাবণের সহিত সম্ভাষণরূপ মহৎ ফল লাভ হইবে। অতএব শত্রুগণ আমাকে গ্রহণ করুক। বিবেচনাপূর্ব্বককার্য্যকর্ত্তা পরবীরহন্তা হনুমান

এইরূপে কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া, একবারেই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। এবং রাক্ষসগণ অভিমুখীন হইয়া, বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিয়া, নানাপ্রকারে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলে, শব্দ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসগণ অরিন্দম কপিকে বিনিশ্চেষ্ট দেখিয়া, শণরজ্জুসংহিত বৃক্ষবল্কলে বন্ধন করিল। রাক্ষসরাজ রাবণ কৌতূহলবশতঃ যদি আমায় দেখিতে ইচ্ছা করে, এই প্রকার কার্য্য নিশ্চয় করিয়া, তিনি শত্রুগণের সেই বলপূর্ব্বক বন্ধন ও ভর্ৎসনা সহ্য করিলেন।

ঐ সময়ে বৃক্ষবল্কলে বদ্ধ হওয়াতে, বীর্য্যবান্ কপি ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন, কেননা অন্য বন্ধন থাকিতে, অস্ত্রের বন্ধন কার্য্যকারক হয় না। বীর ইন্দ্রজিৎও কপিকেশরীকে বল্কলবদ্ধ ও অস্ত্রবিমুক্ত দর্শন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিল, বোধ হয়, অন্য বন্ধনে বদ্ধ হইলে, অস্ত্রবন্ধন ব্যর্থ হইয়া যায়। হায়! রাক্ষসগণ মহৎ কার্য্য পণ্ড করিল। তাহারা মন্ত্রের গতি বিচার করিল না। অধিক কি, ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হওয়াতে,অন্য অস্ত্রের আর প্রয়োগ হইতে পারে না। অতএব আমাদের সকলেরই সংশয়দশা উপস্থিত।

হনুমান্ অস্ত্রমুক্ত হইয়া, বল প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং রাক্ষসগণ বিবিধ বন্ধনে নিপীড়িত করিয়া, তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই কালমুষ্টি ক্রূরস্বভাব নিশাচরগণ তাঁহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে করিতে রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট লইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে অস্ত্রমুক্ত ও বন্ধনবদ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া,স্বদল সহিত রাবণকে দর্শন করাইল। এইরূপে নিশাচরগণ কপিবরোত্তম হনুমানকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বদ্ধ করিয়া, রাবণের গোচরে উপনীত করিলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া, এ ব্যক্তি কে, কাহার পুত্র, কোথা হইতে কি উদ্দেশে আসিয়াছে, ইহার আশ্রয়ই বা কে,রাক্ষসবীরগণ পরস্পর এইরূপ জল্পনা করিতে লাগিল। অন্যান্যেরা কহিল, ইহাকে বধ কর, দগ্ধ

কর এবং লক্ষ্য কর। তত্রত্য রাক্ষসগণ নিতান্ত হৃষ্ট হইয়া, পরস্পর ঐরূপ বলিতে লাগিল। মহাত্মা হনুমান্ কিয়দ্দূর গমন করিয়াই সহসা মহামূল্যরত্নভূষিত গৃহ এবং রাক্ষসরাজ রাবণের পাদমূলে অধিষ্ঠিত বহুসংখ্য পরিচারককে দর্শন করিলেন।

অনন্তর পরমতেজস্বী রাবণ অবলোকন করিলেন, বিকৃতাকার রাক্ষসগণ হনুমানকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিয়া আনয়ন করিতেছে। কপিসত্তমও নিরীক্ষণ করিলেন, রাক্ষসপতি রাবণ তেজবলসমাযুক্ত হইয়া, তপমান তপনের ন্যায়, বিরাজমান হইতেছেন। হনুমানকে দর্শন করিয়া দশাননের দৃষ্টি রোষভরে লোহিতবর্ণ ও সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি তথায় উপবিষ্ট কুলশীলবৃদ্ধ মুখ্য মন্ত্রীদিগকে হনুমানের পরিচয় লইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা হনুমানকে কার্য্যার্থ ও তাহার হেতু প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিবেদন করিলেন, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট হইতে দূতরূপে আগমন করিয়াছি।

---

## ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

ভীমবিক্রম হনুমান্ বন্ধনপ্রযুক্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, রোষকষায়িত লোচনে রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তিনি মহামূল্য কাঞ্চনময় মুক্তাজালপরিবৃত পরম শোভন মুকুট পরিধান পূর্ব্বক বিরাজমান হইতেছেন। তাঁহার আভরণ সমস্ত হীরকখচিত ও বহুমূল্য মণিসমূহে প্রধানতঃ অলঙ্কৃত এবং যেন মন দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। তাঁহার কলেবর রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত, বহুমূল্য ক্ষৌম্য বসনে পরিবীত, বিবিধ বিচিত্র রচনায় সুন্দররূপে অনুলিপ্ত, লোচনপরম্পরা ভীমদর্শন, লোহিতবর্ণ ও দর্শনীয়, তদ্দ্বারা তিনি আশ্চর্য্যভূত হইয়াছেন। তাঁহার দংষ্ট্রা বিশাল, তীক্ষ্ণ ও দীপ্তিমান্ এবং দশনচ্ছদ প্রলম্বিত। সেই নীলাঞ্জনসন্নিভ পরম তেজস্বী নিশাচর দশ মস্তকে, বিবিধব্যালসঙ্কুল শিখরপরম্পরা

অম্বরের ন্যায়, ভ্রাজমান হইতেছেন। বক্ষস্থলে হার বিরাজমান এবং বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ; তদ্দ্বারা তরুণাদিত্যসংবলিত অম্বুজের ন্যায় তাঁহার শোভা হইয়াছে। তদীয় ভুজপরম্পরা, পঞ্চশীর্ষ ভুজগের ন্যায় ভয়ংকর, উৎকৃষ্ট চন্দনে রুষিত এবং ভ্রাজমান অঙ্গদ ও কেয়ূরে সংবদ্ধ। তিনি রত্নসংযোগচিত্রিত, উত্তম আস্তরণে বিস্তীর্ণ, স্ফটিকমণিগঠিত, সুবিশাল, বিচিত্র বরাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অত্যন্ত অলংকৃত প্রমদাগণ বালব্যজনহস্তে নিকটে চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। দুর্দ্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, নিকুম্ভ এই মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিচতুষ্টয় নিকটে উপবিষ্ট থাকাতে, সাগরচতুষ্টয়-বেষ্টিত সমগ্র লোকের ন্যায়, বলদর্পিত রাবণের শোভা হইয়াছে। সুরসচিবগণ যেমন সুরেশ্বরকে, তেমনি অন্যান্য শুভদর্শী মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ মন্ত্রিগণও রাবণকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। হনুমান অবলোকন করিলেন, অতীবতেজস্বী রাক্ষসপতি রাবণ, মেরুশিখরে সজল জলদের ন্যায়, উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ নিরতিশয় নিপীড়িত করিলেও, তিনি সাতিশয় বিস্ময়সহকারে রাবণকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর পরমশোভমান রাক্ষসপতি রাবণকে নয়নগোচর করিয়া, তদীয় তেজে মোহিত হইয়া, তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আহা, রাক্ষসরাজের কি রূপ, কি ধৈর্য্য, কি সত্ত্ব, কি দ্যুতি, কি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নতা! এই বলশালী রাবণ যদি অধার্ম্মিক না হইত, তাহা হইলে, ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবলোকেরও রক্ষা করিতে পারিত। এই রাক্ষস যে সকল লোকগর্হিত ক্রূর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তদ্দ্বারা সুরাসুরসমেত সমস্ত লোক নিশ্চয়ই ইহাকে ভয় করিয়া থাকে। এই রাবণ ক্রুদ্ধ হইলে, সমস্ত সংসার একার্ণব করিতে উৎসাহী হয়। মতিমান্ কপি অমিতৌজা রাবণের প্রভাব পরিদর্শনে এইরূপ বহুরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

## পঞ্চাশ সর্গ ।

হনুমানকে সম্মুখে সন্দর্শন করিয়া, মহাবাহু লোকরাবণ রাবণ নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তদীয় তেজঃপুঞ্জ কলেবর দর্শনে ভয়ে হতচিত্ত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বানর কি সাক্ষাৎ ভগবান্ নন্দী এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? পূর্ব্বে কৈলাসে উপহাস করাতে ঐ নন্দী আমাকে অভিশপ্ত করেন। তিনিও বানরমূর্ত্তি। অথবা, এই বানর কি বলিসুত বাণ? এই প্রকার চিন্তা করিয়া, রাজা রাবণ রোষারুণ লোচনে তৎকালসমুচিত অর্থসম্পন্ন বিপুল বচনে মন্ত্রিপ্রধান প্রহস্তকে কহিতে লাগিলেন, এই দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, কোথা হইতে কি কারণে এখানে আসিল এবং কি জন্যই বা অশোকবন ভগ্ন ও রাক্ষসদিগের তর্জ্জনা করিল? তুমি পুনরায় এই দুর্ম্মতিকে জিজ্ঞাসা কর, আমার এই অনধিগম্য নগরীতে ইহার আগমন করিবার প্রয়োজন কি এবং কিংকরাদির সহিত যুদ্ধ করিবারই বা হেতু কি?

রাবণের কথা শুনিয়া, প্রহস্ত হনুমানকে বলিতে লাগিল, বানর! তুমি বিশেষরূপে আশ্বাস অবলম্বন কর, আমাদিগকে ভয় করিবার কোন আবশ্যক নাই। তোমার কল্যাণ হইবে। সত্য করিয়া বল, ইন্দ্র তোমায় এই লঙ্কায় পাঠাইয়াছে, কি? তোমার ভয় নাই; বন্ধন মোচন হইবে। অথবা, তুমি কুবের, যম, বরুণ ইহাদের চররূপ ধারণ করিয়া এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছ, কিংবা, বিজয়ৈষী বিষ্ণু দূতরূপে তোমায় প্রেরণ করিয়াছেন? কেননা, তুমি রূপে বানর; তোমার তেজ কিন্তু বানরের মত নহে। বানর! সত্য বলিলে, এখনই মুক্তি পাইবে, এবং মিথ্যা বলিলে, তোমার বাঁচিয়া থাকা দুর্ল্লভ হইবে। যাহা হউক, তুমি যে নিমিত্ত রাবণগৃহে প্রবেশ করিয়াছ, বল।

প্রহস্ত এইপ্রকার কহিলে, কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান রক্ষোগণেশ্বর দশকন্ধরকে কহিলেন, আমি ইন্দ্র, যম বা বরুণের দূত নহি; কুবেরের সহিতও আমার বন্ধুত্ব নাই; অথবা বিষ্ণুও আমায় পাঠাইয়া দেন নাই। আমার এই বানরাকৃতি জন্মসুলভ। বাস্তবিকই আমি বানর। তোমারে দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি এবং সেই উদ্দেশেই এই দুর্লভ কানন ভগ্ন করিয়াছি। আর তৎকালে যে সকল বলশালী নিশাচর যুদ্ধকামনায় সমাগত হইয়াছিল, শরীররক্ষার অনুরোধে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। দেবাসুরগণও আমারে অস্ত্রপাশে বদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। স্বয়ং পিতামহ আমারে ঐরূপ বর প্রদান করিয়াছেন। আমি কেবল রাজাকে দেখিবার জন্যই এই অস্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছি। ফলতঃ, রামের কার্য্যবিশেষসম্পাদনার্থ আমি তোমার সমীপে সমাগত হইয়াছি। সেই জন্য কেহ আমায় অস্ত্রপাশে বন্ধন করিতে না পারিলেও, রাক্ষসগণ যেন তদবস্থায় আমাকে তোমার গোচরে উপনীত করিয়াছে। এক্ষণে আমি অপরিসীমতেজস্বী রামের দূত, ইহা বিশেষরূপে অবগত হইয়া, যে হিত বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর।

---

## একপঞ্চাশ সর্গ।

নিরতিশয়সত্ত্বসম্পন্ন কপিসত্তম হনুমান্ নিরতিশয়সত্ত্বসম্পন্ন রাবণকে দর্শন করিয়া কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া, যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, দেব! আমি সুগ্রীবের আদেশে তোমার নিকট আসিয়াছি। হে রাক্ষসরাজ! কপিরাজ সুগ্রীব ভ্রাতৃভাবে তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তুমি সেই মহাত্মা ভ্রাতা সুগ্রীবের উভয়লোকহিতকর ধর্ম্মার্থসঙ্গত আদেশবাক্য শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন, প্রভূত হস্তী অশ্ব ও রথের অধিপতি এবং ইন্দ্রসমদ্যুতি দশরথ নামে নরপতি; পিতার ন্যায় সকল লোকের

রক্ষা করিতেন। তদীয় পরমপ্রীতিভাজন জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবাহু মহাতেজা প্রভুশক্তিসম্পন্ন রাম ধর্ম্মমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক পিতার নিদেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত দণ্ডকবনে প্রবেশ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা জনকের দুহিতা সীতা নামে সুবিখ্যাতা তদীয় দয়িতা জনস্থানে সমাগতা হইয়া, অপহৃতা হইয়াছেন, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। রাজপুত্র রাম অনুজ লক্ষ্মণের সহিত দেবী সীতার অন্বেষণক্রমে ঋষ্যমূকে সমাগত ও সুগ্রীবের সহিত মিলিত হয়েন। সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করেন, সীতার সন্ধান করিয়া দিবেন এবং রামও প্রতিশ্রুত হয়েন, সুগ্রীবকে বানররাজ্য সমর্পণ করিবেন। অনন্তর রাজপুত্র রাম যুদ্ধে বালিকে বধ করিয়া, সুগ্রীবকে বানরগণের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বানরপুঙ্গব বালী পূর্ব্ব হইতেই তোমার পরিজ্ঞাত আছেন। রাম একমাত্র শরে সেই বালীকে নিহত করিয়াছেন।

বালী নিহত হইলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ সুগ্রীব সীতার সন্ধানে সমুৎসুক হইয়া, সমুদায় বানরকে সকল দিকে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে, শত সহস্র ও নিযুত নিযুত বানর সমুদায় দিকে এবং অধ ঊর্দ্ধ ও আকাশে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ গরুড়ের সমান ও কেহ বা বায়ুসদৃশ। এবং সকলেই মহাবল, অপ্রতিহত-গতি ও শীঘ্র গমন সমর্থ। তন্মধ্যে আমি পবনের ঔরসপুত্র, নাম হনুমান্, সীতার জন্য শীঘ্রই শতযোজনবিস্তীর্ণ মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়া, তোমারে দেখিবার বাসনায় এখানে আসিয়াছি। এবং ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার গৃহে জনকদুহিতাকে দেখিয়াছি। তুমিও ধর্ম্মার্থতত্ত্ব সম্যক্ অবধারণ ও তপোবলে বিবিধ অলৌকিক সৌভাগ্য সংগ্রহ করিয়াছ এবং নিরতিশয় প্রজ্ঞাসম্পন্ন। অতএব পরস্ত্রীকে রুদ্ধ করিয়া রাখা তোমার উচিত হয় না। যাহা বহু অনর্থের হেতু ও সমূলে উন্মূলন করে, তাদৃশ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যেও তোমার ন্যায়, বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ কখনও প্রবৃত্ত হয়েন না।

দেব ও অসুরগণের মধ্যেও এমন কে আছে, যে, রামের কোপানু-বর্ত্তী ও লক্ষ্মণের প্রয়োজিত শর সকলের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে? রাজন্! ত্রিভুবনেও এমন কেহই নাই, যে, রামের অপকার করিয়া, নিরাপদে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। অতএব হে রাজশার্দ্দূল! তুমি জানকীকে প্রতিপ্রদান কর। যাহা বলিলাম, তাহা তিন কালেই হিতজনক এবং ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়েরই অনুযায়ী। অতএব এই বাক্য গ্রহণ কর। আমি দেবী সীতাকে এখানে দেখিয়াছি; সুতরাং আমার পক্ষে যাহা দুর্লভ, তাহা লাভ হইয়াছে। ইহার পরে যাহা করিতে হইবে, রামই তাহা করিবেন। আমি সীতাকে শোকপরায়ণা দেখিয়াছি। তুমি জানিতেছ না, তিনি পঞ্চশীর্ষা ভুজগীর ন্যায়, ত্বদীয় গৃহে অবস্থান করিতেছেন। অসুর সহিত সমুদায় দেবতাও এই সীতাকে আহারশক্তিবলে বিষসংস্পৃষ্ট অতিমাত্র ভুক্ত অন্নের ন্যায়, জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়েন না। তুমি যে তপোনুষ্ঠানপ্রভাবে এই ধর্ম্ম-সাধ্য ঐশ্বর্য্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ, পরদারপরিগ্রহরূপ পরম পাপপ্রভাবে তাহা বিনষ্ট করা উচিত নহে। আর, তুমি যে আপনাকে দেবাসুরগণের অবধ্য অবলোকন করিতেছ, উল্লিখিত তপোময় ধর্ম্ম ও তাহার একমাত্র হেতু। তাহাও নষ্ট করা তোমার উচিত হয় না। কপিরাজ সুগ্রীব দেব বা রাক্ষস বা যক্ষ নহেন, তিনি বানরগণের রাজা এবং রামও মানুষ। অতএব তুমি কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিবে। সত্য বটে, ধর্ম্ম দ্বারা অধর্ম্ম নাশ হয়; কিন্তু যাহার অধর্ম্ম ফলোন্মুখ হইয়াছে, সে কখন ধর্ম্মফল লাভ করিতে পারে না; অধর্ম্মফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি পূর্ব্বে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়াছ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে, এই পরদারহরণরূপ অধর্ম্মেরও ফল সত্বর প্রাপ্ত হইবে। জনস্থানধ্বংস, বালিবধ ও রাম সুগ্রীবের বন্ধুতা স্মরণ করিয়া, নিজের হিত চিন্তা কর। আমি একাকী নিশ্চয়ই অশ্ব রথ ও গজের সহিত সমুদায় লঙ্কা বিনাশ করিতে পারি। কিন্তু রামের

তাহা অভিপ্রায় নহে। রাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাহারা সীতার অবমাননা বা তিরস্কার করিয়াছে, তিনি নিজে সেই সকল অমিত্র পক্ষের উৎসাদন করিবেন। সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামের অপকার করিয়া, সুখলাভে সমর্থ হয়েন না, তোমার ন্যায় অন্য লোকের কথা কি বলিব ? যাঁহাকে সীতা বলিয়া বিদিত আছ এবং যিনি তোমার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সীতাকে কালরাত্রি বলিয়া জানিবে। ঐ কালরাত্রি সমুদায় লঙ্কা ধ্বংস করিবে। অতএব সীতারূপ কালপাশ স্বয়ং স্কন্ধে বদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই ; আপনার কল্যাণ চিন্তা কর। তুমি অচিরেই অবলোকন করিবে, সমুদায় অট্টালিকা ও প্রতোলির সহিত এই লঙ্কানগরী সীতার তেজে দগ্ধ ও রামের কোপে প্রজ্ব-লিত হইয়া, দহ্যমান হইতেছে। হে রাক্ষসরাজেন্দ্র ! আমি রামের দাস, দূত ও বানর। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সত্যই বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরম যশস্বী রাম স্থাবর জঙ্গম ও সর্ব্ব-জাতীয় প্রাণীর সহিত সমস্ত লোক নিঃশেষে সংহার করিয়া, পুনরায় পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। দেব, অসুর, নরেন্দ্র, যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, নাগ, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নরেন্দ্র ও পক্ষী ইত্যাদি প্রাণী,এবং সকল দেশ ও সকল কাল,কুত্রাপি এমন কেহ নাই, যে ব্যক্তি বিষ্ণুতুল্যপরাক্রম রামের প্রতিযোদ্ধা হইতে পারে। সর্ব্বলোকপতি রাজসিংহ রামের ঈদৃশ বিপ্রিয় করিয়া, তোমার জীবিত দুর্লভ হইয়াছে। হে নিশাচরেন্দ্র ! দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, নাগ ও যক্ষ কেহই যুদ্ধে ত্রিলোক-পতি রামের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারে না। চতুরানন স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, ত্রিপুরান্তক ত্রিনেত্র রুদ্র অথবা সুরনায়ক মহেন্দ্র ইন্দ্রও রামের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন না।

মহাকপি হনুমান অব্যাকুল চিত্তে এইপ্রকার সৌষ্ঠবসম্পন্ন অপ্রতিম প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিলে, দশানন কোপে বিবৃত্ত-লোচন হইয়া, তদীয় সংহারার্থ আদেশ প্রদান করিলেন।

## দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

রাবণ মহাত্মা হনুমানের এই কথা শুনিয়া, ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, তাঁহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক হনুমানের বধ আদিষ্ট হইলে, বিভীষণ এই ভাবিয়া তাহাতে অনুমোদন করিলেন না, যে, হনুমান প্রকৃত পক্ষে স্বকীয় দৌত্য নিবেদন করিয়াছেন; দূত কখনও বধ্য নহে। অনন্তর তিনি রাবণকে ক্রুদ্ধ ও হনুমানের বধ উপস্থিত জানিয়া, কর্ত্তব্যব্যাপৃত হইয়া, কি করা উচিত, ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তানন্তর কর্ত্তব্য স্থির হইলে, বাক্যবিশারদ বিভীষণ সান্ত্ববাক্যে শত্রুজিৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণকে পূজা করিয়া, অত্যন্ত হিতবাক্যে কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! রোষ ত্যাগ ও ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া আমার কথা শ্রবণ করুন। যাঁহারা সকল কার্য্যেরই উৎকর্ষাপকর্ষ বিদিত আছেন, তাদৃশ সৎপ্রকৃতি বসুধাধিপেন্দ্রগণ দূতবধে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে রাজন্! হে বীর! এই বানরবধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ, লোকব্যবহারবিগর্হিত এবং আপনারও অনুপযুক্ত। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, রাজধর্ম্মবিশারদ, সকল বিষয়েরই উৎকর্ষাপকর্ষ-বিশেষজ্ঞ এবং পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানে সবিশেষ নিপুণ। আপনার ন্যায় বিচক্ষণ পুরুষগণও যদি রোষের বশীভূত হয়েন, তাহা হইলে, শাস্ত্রপাণ্ডিত্য পণ্ডশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব হে শত্রুনিসূদন দুষ্পরাজেয় রাক্ষসরাজ! প্রসন্ন হইয়া, যুক্তাযুক্ত বিচার করিয়া, দূতদণ্ড বিধান করুন।

বিভীষণের কথা শুনিয়া রাক্ষসপতি রাবণ নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, উত্তর করিলেন, হে শত্রুঘ্ন! পাপাত্মাদিগকে বধ করিলে, কোনরূপ পাপ জন্মে না। অতএব আমি এই পাপকারী বানরকে বধ করিব।

বুদ্ধিমানগণের অগ্রগণ্য বিভীষণ রাবণের এই অসাধুজনসেবিত, অধর্ম্মমূলক ও বহুদোষযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া, পরমার্থ-

তত্ত্ববিশিষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! হে লঙ্কেশ্বর! প্রসন্ন হইয়া, ধর্ম্মার্থতত্ত্বকথা শ্রবণ করুন। স্বামিনিয়োগসম্পাদনসময়ে দূতদিগকে বধ করিতে নাই, সর্ব্বত্রই সাধুগণ এই প্রকার কহিয়া থাকেন। এই বানর আপনার অতি বলবান শত্রু, সন্দেহ নাই; কেননা, আপনার অপরিসীম অপকার করিয়াছে। কিন্তু সাধুগণের কথা-প্রমাণ দূত কখন বধ্য নহে; তবে, তাহাদের বহুবিধ দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রূপবিকরণ, শরীরে কশাঘাত ও মস্তকমুণ্ডন এই সকলের এক একটী কিংবা একবারে সকলের প্রয়োগ, দূতগণের দণ্ড বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু দূতের বধদণ্ড কখনও শুনি নাই। আর, আপনার ন্যায়, যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ বিনীতবুদ্ধি এবং উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরিজ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্যনিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই বা কিপ্রকারে কোপের বশীভূত হইতে পারেন? দেখুন, সত্ত্বশালী পুরুষগণ ক্রোধপরতন্ত্র হয়েন না। হে বীর! কি ধর্ম্মবাদ, কি লোকচরিত্র, কি বুদ্ধিপূর্ব্বক শাস্ত্র সকলের যথাযথ মর্ম্মাবধারণ, কোন বিষয়েই কেহ আপনার সমকক্ষ নহে। আপনি সমুদায় সুর ও অসুরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদারূঢ়। ফলতঃ, পরাক্রান্ত, উৎসাহশীল ও মনস্বী দেব ও দৈত্যগণও আপনাকে জয় করিতে পারে না। কুত্রাপি আপনার তুলনা নাই। আপনি যুদ্ধে বারংবার বহুসংখ্য সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্রকে জয় করিয়াছেন। যে সকল বীরপুরুষ মনে মনেও এবংবিধ শূর, বীর, পরমতেজীয়ান্ ও দেব দানবগণের শত্রু আপনার অনিষ্ট কল্পনা করে, তাহারাও প্রাণবিমুক্ত হইয়া থাকে। আর, এই বানরকে সংহার করিয়াও, কোনরূপ ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না। অতএব যাহারা ইহাকে এখানে পাঠাইয়াছে, তাহাদিগকেই বধ দণ্ড প্রয়োগ করুন। সাধুই হউক, অসাধুই হউক, ইহাকে শত্রুপক্ষ এখানে প্রেরণ করিয়াছে। আর দূত পরাধীন, পরের জন্য বাক্য প্রয়োগ করিলে, কখন বধার্হ হয় না। রাজন্! এই ব্যক্তি হত হইলে, আর কোন খেচরকেই এখানে আসিতে দেখা যাইবে না। অতএব হে

শক্রপুরবিজয়িন্ ! ইহার বধে প্রয়াস পাইবেন না। ইন্দ্রসহিত দেবগণে ঐরূপ যত্ন করাই আপনার কর্ত্তব্য। হে যুদ্ধপ্রিয় ! এই ব্যক্তি বিনষ্ট হইলে, আর এমন কোন দূত দেখি না, যাহাকে আপনার বিরোধী দুর্ব্বিনীত রাম লক্ষ্মণ যুদ্ধের জন্য পাঠাইতে পারেন। আপনি রাক্ষসগণের হৃদয়নন্দন এবং পরাক্রম ও উৎসাহে কৃত-চিত্ত দেব ও দৈত্যগণ আপনাকে জয় করিতে পারে না। যুদ্ধাগম বিনাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। দেখুন, আপনার অধীনে কোটিরও অধিক যোদ্ধা আছে। তাহারা সকলেই হিতকারী, শূর, সমাহিত, প্রশস্ত বংশে সমুৎপন্ন, অতিশয় উন্নতচিত্ত, শস্ত্রধারিগণের বরিষ্ঠ এবং উত্তমরূপে পরিপালিত। সেই সকল যোদ্ধার মধ্যে কতকগুলি অদ্য আপনার আদেশে মূঢ়স্বভাব রাম-লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিয়া, বিপক্ষসমাজে ভবদীয় প্রভাব প্রকটন করিবার নিমিত্ত গমন করুক।

সুরলোকশত্রু মহাবল রাক্ষসরাজশ্রেষ্ঠ নিশাচরপতি রাবণ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অভীষ্ট ও উৎকৃষ্ট বোধে অনুজ বিভীষণের এই বাক্য পরিগ্রহ করিলেন।

—:•:—

## ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

মহাবল দশগ্রীব মহাত্মা বিভীষণের দেশ-কাল হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, উত্তর করিলেন, তুমি যথার্থ বলিয়াছ, দূতবধ অতি গর্হিত। কিন্তু অন্য প্রকারে অবশ্য ইহার নিগ্রহ করিতে হইবে। লাঙ্গুলই কপিগণের মনোমত ভূষণ। শীঘ্র এই বানরের সেই লাঙ্গুল দগ্ধ কর। বানর দগ্ধ লাঙ্গুল লইয়া গমন করুক। ইহার সমদুঃখসুখ জ্ঞাতি, বান্ধব ও সুহৃদ্‌গণ সকলেই দেখুক, অঙ্গ বিরূপ হওয়াতে, এই কপি কর্শিত ও ব্যাকুলভাবাপন্ন হইয়াছে। এই বলিয়া রাজা রাবণ আজ্ঞা করিলেন, রাক্ষস-

গণ লাঙ্গুলে অগ্নি দিয়া, এই বানরকে চত্বর সহিত সমুদায় নগরমধ্যে ভ্রমণ করাইয়া আনুক"।

কোপকর্কশ রাক্ষসগণ এই কথায় রাশি রাশি জীর্ণ কার্পাসবস্ত্র দ্বারা হনুমানের লাঙ্গুল বেষ্টন করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি অরণ্যমধ্যে শুষ্ককাষ্ঠযোগে অগ্নির ন্যায়, অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। রাক্ষসগণ তৈলে পরিষিক্ত করিয়া, লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান করিলে, হনুমান সেই প্রজ্বলিত লাঙ্গুল দ্বারা তাহাদিগকে তাড়না করিতে লাগিলেন। রোষ ও অমর্ষে তদীয় আত্মা আচ্ছন্ন এবং বদনমণ্ডল তরুণাদিত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া উঠিল। ক্রূরপ্রকৃতি রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে দৃঢ়রূপ বন্ধন করত, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই হর্ষাবিষ্ট হইল। হনুমান্ বদ্ধ হইয়া, তৎকালোচিতবিবেচনাসহকারে স্থির করিলেন, আমি বদ্ধ হইলেও, নিশাচরগণ কখনই আমায় পারিবে না। সমুদায় পাশ ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় উত্থিত হইয়া, আমি ইহাদের সকলকে বিনষ্ট করিতে পারি। রামের হিত নিমিত্ত আমি বিচরণ করিতেছি। যদি এই দুরাত্মারা রাবণের আদেশে আমায় বন্ধন করে, তাহা হইলেও, আমি যাহা করিয়াছি, তাহার প্রকৃত প্রতিকার হইতে পারে না। আমি একাকীই সমুদায় রাক্ষসকে সংহার করিতে পারি। কিন্তু রামের প্রীতির নিমিত্ত এই প্রকার বন্ধনাদি সহ্য করিব। বিশেষতঃ, রাত্রিতে লঙ্কার দুর্গাংশ সকল ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। ইহাদের দ্বারা সমস্ত বিচরণ করিয়া দেখিতে হইবে। দিবাভাগে একবার অবশ্যই লঙ্কা পরিদর্শন করা আমার কর্ত্তব্য। অতএব ইহারা ইচ্ছানুসারে আমায় বন্ধন করুক। আর, লাঙ্গুলে অগ্নি দিয়া ইহারা আমার পীড়া উৎপাদন করিতে পারিবে না। আমার মনও কিছুতেই খিন্ন হয় না।

সত্ত্বসম্পন্ন মহাকপি হনুমান্ শরীর সংকোচ পূর্ব্বক এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলে, ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ সেই কপি-

কুঞ্জরকে লইয়া প্রস্থান করিল এবং শঙ্খ ও ভেরী নিনাদ দ্বারা এই রাজদণ্ড ঘোষণাপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত লঙ্কা প্রদক্ষিণ করাইল। তিনিও নিশাচরগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া, সুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং সমুদায় লঙ্কা বিচরণ পূর্ব্বক দর্শন করিলেন। বিচিত্র বিমান, সংবৃত ভূমিভাগ, সুবিভক্ত চত্বর, গৃহনিবিড় রথ্যা, উপরথ্যা, চতুষ্পথ এবং গৃহদ্বয়মধ্যমার্গ, এই সকল ভূরি ভূরি তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। ঐ সময়ে রাক্ষসগণ সকলে হনুমানকে চার বলিয়া, চত্বরে, চতুষ্পথে ও রাজমার্গে ঘোষণা করিতে লাগিল।

এইরূপে হনুমানের লাঙ্গুল প্রজ্বলিত হইতে থাকিলে, বিরূপাক্ষী রাক্ষসী সকল সীতার নিকটে এই অপ্রিয়সংবাদ দিয়া কহিল, সীতে! তুমি যে তাম্রমুখ কপির সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলে, লাঙ্গুলে অগ্নি দিয়া তাহাকে ঐ নগর ঘুরাইয়া বেড়াইতেছে।

বিদেহনন্দিনী এই আত্মনাশোপম ক্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে সন্তপ্ত হইয়া, হুতাশনের নিকটবর্ত্তিনী ও হনুমানের মঙ্গলার্থিনী হইয়া, প্রয়তচিত্তে এই বলিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, অগ্নি! যদি আমি স্বামিশুশ্রূষা ও তপশ্চরণ করিয়া থাকি এবং যদি আমি একপত্নী হই, তাহা হইলে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও। তীক্ষ্ণার্চ্চি হুতাশন মৃগশাবলোচনা সীতার প্রার্থনায় শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অনুকূল শিখাপরম্পরা বিস্তার করিয়া, হনুমানের শুভসূচনা করত প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। হনুমানের জনক পবনদেব পুচ্ছানলসংযুক্ত হইলেও, দেবীর সম্মুখে তুষারবায়ুবৎ শীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া, প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। লাঙ্গুল দহ্যমান হইলে, হনুমান চিন্তা করিলেন, অগ্নি সর্ব্বতোভাবে প্রদীপ্ত ও প্রবলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইলেও, কি জন্য আমায় দগ্ধ ও নিপীড়িত করিতেছেন না। প্রত্যুত, শিশিরপিণ্ডের ন্যায়, আমার লাঙ্গুলের অগ্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন। অথবা, সমুদ্রপারসময়ে রামের প্রভাবে আমি যখন সাগরগর্ভে পর্ব্বত-

রূপ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি, তখন তাঁহারই প্রভাবে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। সমুদ্র ও ধীমান্ মৈনাক যদি রামের জন্য তাদৃশ সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে অগ্নি কিজন্য শৈত্য অবলম্বন না করিবেন? সীতার আশ্রিতজনবাৎসল্য, রামের তেজ ও পিতা পবনের সখ্য এই তিন কারণে অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতেছেন না। অনন্তর কপিকেশরী হনুমান্ পুনরায় মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন, রাক্ষসাধমেরা অস্মদ্বিধ ব্যক্তিদিগকে কিরূপে বন্ধন করিতে পারে? অতএব পরাক্রম থাকিতে, ইহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া বেগবান্ হনুমান ঐ সকল পাশ ছেদন করত সবেগে উত্থিত হইয়াই, শব্দ করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ কপিকুঞ্জর শৈলশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত পুরদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় রাক্ষসগণের জনতা ছিল না। আত্মবান্ হনুমান্ পর্ব্বতপ্রতিম কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় তৎক্ষণে হ্রস্বাকৃতি হইয়া, বন্ধন সমস্ত দূরীকৃত করিলেন। এবং পাশোন্মুক্ত হইয়া, পুনরায় পর্ব্বতপ্রতিম হইলেন। অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্ব্বক তোরণাশ্রিত কালায়সপরিষ্কৃত পরিঘ দর্শন ও তাহা গ্রহণ করিয়া, রক্ষী রাক্ষসদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিলেন। সংগ্রামে প্রচণ্ডবিক্রম হনুমান্ রক্ষিদিগকে সংহার করিয়া, পুনরায় লঙ্কার চতুর্দ্দিক দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি প্রজ্বলিত লাঙ্গুল হইতে সমুদ্ভূত অর্চ্চিঃপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, রশ্মিজালসমাচ্ছন্ন আদিত্যের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন।

---

## চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

মনোরথ সিদ্ধ হওয়াতে, হনুমানের মহোৎসাহ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি লঙ্কার দিকে দৃষ্টিপাত করত কার্য্য-

শেষ চিন্তা করিতে লাগিলেন, সংপ্রতি আমায় এখানে এমন কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, যাহাতে এই সকল রাক্ষসের পুনরায় সন্তাপ সমুদ্ভূত হইতে পারে? ইতিপূর্ব্বেই আমি অশোকবন প্রমথিত,প্রধান প্রধান রাক্ষস সকল বিনষ্ট ও সমুদায় সৈন্যের একদেশ নিঃশেষিত করিয়াছি, এক্ষণে দুর্গবিনাশ অবশিষ্ট আছে। দুর্গ বিনষ্ট হইলে, আমার কার্য্য সর্ব্বথা সফলপ্রয়াস হইবে, অধিক কি আমি উপস্থিত বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহাও স্বল্পযত্নে সুসিদ্ধ হইবে। আমার লাঙ্গূলে এই যে হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছেন, এই সকল উৎকৃষ্ট গৃহ দগ্ধ করিয়া, ইঁহারও বিশেষরূপ তৃপ্তি বিধান করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, কপিকেশরী হনুমান্ প্রদীপ্ত লাঙ্গূলসহায়ে বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত জলধরের ন্যায় লঙ্কার ভবনাগ্র সকলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, রাক্ষসগণের গৃহ হইতে গৃহান্তরে, উদ্যান ও প্রাসাদসমূহে নির্ভীক হৃদয়ে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পবন সম বলবান্ ও বেগবান্ মহাকপি হনুমান লম্ফ দিয়া প্রহস্তের গৃহে পতিত হইয়া তথায় অগ্নি নিক্ষেপ করিলেন। পরে বীর্য্যবান্ মহাকপি মহাপার্শ্বের ভবনে উৎপ্লুত হইয়া, তথায় কালানলশিখোপম অগ্নি মোচন করিলেন। তথা হইতে লম্ফ দিয়া যথাক্রমে বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিৎ, জম্বুমালী, সুমালি, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু, ব্রহ্মশত্রু, এই সকল রাক্ষসের গৃহে অগ্নিদান ও দগ্ধ করিলেন। কেবল বিভীষণের গৃহ পরিহার করিলেন। এইরূপে পরম যশস্বী কপিকুঞ্জর হনুমান ঋদ্ধিমান্ রাক্ষসগণের সমুদায় মহামূল্য গৃহেই ঋদ্ধি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর সকলের গৃহ অতিক্রম করিয়া, বীর্য্যবান্ শ্রীমান পবননন্দন রাক্ষসরাজ রাবণের ভবনে সমাগত হইলেন। ঐ গৃহ

সকলের শ্রেষ্ঠ, বিবিধ রত্ন ও মঙ্গল দ্রব্যে বিভূষিত এবং মেরু ও মন্দরের ন্যায় দৃশ্যসম্পন্ন। বীর্য্যশালী হনুমান্ লাঙ্গূলাগ্রে প্রতিষ্ঠিত প্রজ্বলিত অগ্নি উল্লিখিত ভবনে মোচন করিয়া, যুগান্তকাল-সমুদিত জলদের ন্যায়, গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বায়ুসংযোগে ঐ অগ্নি, কালাগ্নির ন্যায়, প্রবল ও অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া, মহা-বেগে জ্বলিতে লাগিল। সমীরণ ঐ অগ্নি তত্তৎ গৃহে সঞ্চারিত করিয়া, কাঞ্চনময়জালসম্পন্ন, রত্নপরম্পরাবিভূষিত, মুক্তামণিময় বৃহৎ ভবন সমস্ত বিশীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রাসাদসমস্ত ভগ্ন হইয়া গেল। পুণ্যের ক্ষয় হইলে, সিদ্ধগণের ভবন সমস্ত আকাশ হইতে যেমন পতিত হয়, তৎসমস্তও সেইরূপে পৃথিবীতল আশ্রয় করিল। রাক্ষসগণ স্ব স্ব গৃহরক্ষায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া, অর্থ-সম্পত্তি পরিহার পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল এবং নিশ্চয়ই বানররূপে ঐ অগ্নি আসিল, বলিয়া, হাহাকারে তুমুল শব্দ করিতে লাগিল। রমণীগণ দুগ্ধপোষ্য শিশু ক্রোড়ে ক্রন্দন করিতে করিতে সহসা পতিত হইল। কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিবেষ্টিত হইয়া, আলুলায়িত কেশপাশে অভ্রশিখর হইতে পতিত হইবার সময়ে গগনবিচ্যুত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। হনুমান্ অবলোকন করিলেন, অগ্নিসংযোগে গৃহসমূহ হইতে বজ্র, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য, মুক্তা ও রজতসংগত বিচিত্র ধাতুরাশি দ্রবীভূত হইয়া পতিত হইতেছে। অগ্নি যেমন রাশি রাশি কাষ্ঠ ও তৃণ দগ্ধ করিয়া তৃপ্ত হয়েন না, সেইরূপ হনুমান ভূরি ভূরি রাক্ষস বধ করিয়াও কিছুমাত্র তৃপ্ত হইলেন না। লঙ্কাভূমিতে মৃতপতিত রাক্ষসগণের আর স্থানসমাবেশ্ হইল না। রুদ্র যেমন ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছিলেন, বেগবান্ মহাত্মা বানর হনুমান তেমনি লঙ্কা-পুর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে অগ্নি বেগবান হনুমান কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট ও লঙ্কাপুরস্থ পর্ব্বতশিখরে সমুত্থিত হইয়া, ভীমপরাক্রমে শিখাসমূহ প্রসারিত করিয়া, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং পবনসংযোগে যুগান্তকালীন

পাবকপ্রতিম কলেবরে স্বর্গমণ্ডল স্পর্শ করিয়া, বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাক্ষসদিগের কলেবর রূপ আজ্য স্পর্শে তদীয় শিখাজাল সমুদ্ভূত হইল। হুতাশন তদবস্থায় ভবনসমূহে সংসক্ত হইয়া, ধূমশূন্য রশ্মিসমূহ বিকিরণ করিতে লাগিল। এইরূপে কোটিসূর্য্যসদৃশ পরম তেজস্বী মহাগ্নি অশনিসম দারুণ নানাবিধ শব্দে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ প্রায় করিয়া, সমস্ত লঙ্কা বেষ্টন করত অবস্থিতি করিল। কিংশুকপুষ্পসদৃশ শিখাসম্পন্ন ক্রূরকান্তি উল্লিখিত অগ্নি অম্বরপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া, অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে, অধোভাগে বিচ্ছিন্ন সর্ব্বতোব্যাপী ধূমরাশি অভ্রের ন্যায় কলেবরে নীলোৎপলসদৃশ প্রভাপরম্পরা প্রসারণ পূর্ব্বক পরম শোভা ধারণ করিল।

গৃহ, বৃক্ষ ও প্রাণিসমূহের সহিত লঙ্কানগরী সহসা দগ্ধ হইল দেখিয়া, বহুসংখ্য বিশিষ্ট রাক্ষস তথায় একত্র সমবেত হইয়া, পরস্পর বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তি বানর নহে, স্বয়ং কাল কিংবা সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, পবন, রৌদ্রাগ্নি, সূর্য্য, কুবের, চন্দ্র অথবা সকলের পিতামহ ও বিধাতা চতুরানন ব্রহ্মার সাক্ষাৎ প্রকোপ রাক্ষসকুলসংহারক বানররূপ ধারণ করিয়া এখানে সমাগত হইয়াছে, কিংবা অনন্ত, অব্যক্ত ও অচিন্ত্য বৈষ্ণব তেজ রাক্ষসবিনাশার্থ স্বকীয় মায়া সহায়ে কপিরূপে সংপ্রতি আগমন করিয়াছে।

অনন্তর লঙ্কানগরী রাক্ষস, অশ্ব, রথ, হস্তী, পক্ষী, মৃগ ও বৃক্ষগণের সহিত সহসা নিরতিশয় দগ্ধ হইয়া, ব্যাকুলভাবে তুমুল শব্দে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণও হা তাত! হা পুত্র! হা কান্ত! হা মিত্র! হা জীবিতেশ! হায়, বহুক্লেশে অর্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট হইল! এইরূপ বহুরূপ বিলাপ করত অতিশয় ভয়ংকর ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। তৎকালে হুতাশনশিখায় চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত, এবং প্রধান প্রধান বীর ও যোধগণ বিনষ্ট হওয়াতে, হনুমানের ক্রোধবলে অভিভূত লঙ্কানগরী

শাপগ্রস্তার ন্যায়, প্রতীয়মান হইল। মহামনা হনুমান অবলোকন করিলেন, রাক্ষস সকল সম্ভ্রান্ত, ভীত ও বিষণ্ণ এবং প্রজ্বলিত শিখাশালী হুতাশনে চতুর্দিক বেষ্টিত হওয়াতে, স্বয়ম্ভুর রোষে অভিহত অবনীর ন্যায়, লঙ্কানগরীর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

এদিকে পবননন্দন হনুমান অত্যুৎকৃষ্ট পাদপসঙ্কুল অরণ্য ভগ্ন, প্রধান প্রধান রাক্ষস সকল যুদ্ধে সংহার, অত্যুত্তম গৃহশালিনী লঙ্কাপুরী দগ্ধ এবং রাক্ষসগণের গৃহে অগ্নিমোচন করিয়া, অবস্থান করত মনে মনে রামের স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবগণ সকলেই সাধুবাদ সহকারে পবন তুল্য বেগবিশিষ্ট, নিরতিশয় বলসম্পন্ন, সমুদায় বানরবীরগণের শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ মহামতি পবননন্দনের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সমুদায় দেবগণ, মহর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বিদ্যাধরগণ, পন্নগগণ এবং সমুদায় প্রধান প্রধান বীরগণ সকলেরই নিরতিশয় অপ্রতিম প্রীতি সমুদ্ভূত হইল।

ঐ সময়ে পরমতেজীয়ান্ হনুমান বন ভগ্ন, রাক্ষসকুল নিহত ও ভয়ংকর লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া, বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং প্রজ্বলিত লাঙ্গূল হইতে সমুদ্ভূত অর্চ্চিঃপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত কলেবরে উৎকৃষ্ট গৃহ সকলের বিচিত্র শেখরাগ্রে উপবেশন করিয়া, রশ্মিমালী আদিত্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর বানররাজসিংহ মহাকপি সমস্ত পুরী নিপীড়িত করিয়া, সমুদ্রসলিলে লাঙ্গূলাগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন।

সমুদায় লঙ্কা অতিমাত্র দগ্ধ হইল দেখিয়া, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ সকলেই নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

---

## পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

লঙ্কানগরী দগ্ধ ও বিনষ্ট এবং তত্রত্য রাক্ষসগণ ভীত হইয়াছে দেখিয়া, বানর হনুমান চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি নিরাতিশয় ভীত হইয়া, আত্মনিন্দা করত কহিতে আরম্ভ করিলেন, আমি ইচ্ছানুসারে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া, কি গর্হিত অনুষ্ঠান করিলাম। সেই সকল মহাত্মাই ধন্য, যাঁহারা সলিলসংযোগে প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, বুদ্ধিবলে উপস্থিত ক্রোধ সংযম করিয়া থাকেন। ক্রুদ্ধ হইলে, কোন্ ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান না করে? দেখ, ক্রোধান্বিত ব্যক্তি গুরুদিগকেও বধ করে, পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক, সাধুদিগকেও অধিক্ষিপ্ত করে, কোনকালেই বাচ্যাবাচ্য পরিজ্ঞানে সমর্থ হয় না; যা করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক্ ত্যাগ করে, সেইরূপ, যে ব্যক্তি ক্ষমাবলে উপস্থিত ক্রোধ নিরাস করিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত পুরুষ বলে। আমি পাপকারিদিগের অগ্রগণ্য ও যারপর নাই দুর্ব্বুদ্ধি এবং আমার লজ্জা নাই; সেইজন্য, সীতার বিষয় না ভাবিয়া, লঙ্কায় অগ্নি দিয়া, স্বামী ত্যাগ করিলাম, আমাকে ধিক্! যদি সমুদায় লঙ্কা দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আর্য্যা জানকীও নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়াছেন। অতএব আমি না জানিয়া, ভৃত্যকার্য্য পণ্ড করিলাম। যে জন্য আমার এইপ্রকার উদ্যম, সেই কার্য্যই আমি বিনষ্ট করিলাম। দেখ, আমি লঙ্কাদাহে প্রবৃত্ত হইয়া, সীতাকে রক্ষা করিলাম না। লঙ্কাদাহ আমার অনর্থক হইল, সন্দেহ নাই। আমি ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, সীতাদর্শনরূপ কার্য্যের মূলক্ষয় করিলাম। জানকী নিশ্চয়ই দগ্ধ হইয়াছেন। কেন না, সমস্ত পুরীই ভস্মীকৃত হইয়াছে; লঙ্কার মধ্যে এমন স্থান দেখা যায় না, যাহা দগ্ধ হয় নাই। আমি যখন প্রজ্ঞাবিপর্য্যয় প্রযুক্ত এই কার্য্য পণ্ড করিলাম, তখন এইখানেই অদ্যই প্রাণ-

ত্যাগ করা আমার যুক্তিযুক্ত হইতেছে। অদ্য আমি কি বড়বা-মুখ অনলে পড়িব, না, সাগরবাসী প্রাণিদিগকে শরীর প্রদান করিব? কেননা, বাঁচিয়া থাকিয়া, সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করা কখনই আমার সাধ্য হইবে না। অথবা, কার্য্যসর্ব্বস্ব ব্যাহত করিয়া, পুরুষসিংহ রামলক্ষ্মণেরও দর্শনপথে উপনীত হইতে পারিব না। বানরজাতি অব্যবস্থকার্য্যকারী বলিয়া ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ আছে। আমি রোষদোষের বশীভূত হইয়া, নিশ্চয়ই সেই কপিত্ব প্রদর্শন করিলাম। দেখ, আমি সমর্থ হইয়াও রজো-গুণমূলক ক্রোধবশতঃ সীতাকে রক্ষা করিলাম না। অত-এব আমার এই অব্যবস্থিত-ফলজনক অকার্য্যকর রাজস-স্বভাবে ধিক্! সীতার মৃত্যুতে রামলক্ষ্মণের মৃত্যু হইবে। রামলক্ষ্মণের বিনাশে সুগ্রীব সবন্ধু বিনষ্ট হইবেন। ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসল ভরত এই সংবাদ শ্রবণে শত্রুঘ্নের সহিত কিরূপে প্রাণধারণে সমর্থ হইবেন? এইরূপে পরম ধার্ম্মিক ইক্ষ্বাকুবংশ বিনাশদশায় উপনীত হইলে, সমুদায় প্রজালোক শোকসন্তাপে অভিভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব হতভাগা আমি রোষদোষে আচ্ছন্নহৃদয় হইয়া, নিশ্চয়ই সকল লোক বিনাশ করিলাম। আমার ধর্ম্মার্থসংগ্রহও বিলুপ্ত হইল। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব্বদৃষ্ট শুভনিমিত্ত সকল তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তিনি পুনরায় চিন্তা করিলেন, অথবা, চারুসর্ব্বাঙ্গী কল্যাণী জানকী আপনার তেজেই রক্ষিতা, কখনই বিনষ্টা হইবেন না। কেননা, অগ্নি অগ্নিকে দগ্ধ করে না। আর, তিনি অসীমতেজস্বী ধর্ম্মাত্মা রামের ভার্য্যা, স্বীয় সাধুচরিত্রে সর্ব্বদাই রক্ষিতা; অগ্নি কিরূপে তাঁহারে স্পর্শ করিবেন? দহনকর্ম্মা এই অগ্নি নিশ্চয়ই রামের প্রভাব ও সীতার সুকৃতে আমাকে দগ্ধ করেন নাই। বিশেষতঃ, সীতা রামের মনোহারিণী ও ভরত প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয়ের দেবতা, তিনি কিরূপে বিনষ্ট হইবেন? অথবা, সর্ব্বদহনসমর্থ অব্যয় হুতাশন

যখন আমার লাঙ্গুল দহন করেন নাই, তখন আর্য্যা জানকীকে কিরূপে দগ্ধ করিবেন ?

হনুমান পুনরায় বিস্মিত হইয়া তৎকালে দেবীর প্রভাবে জলমধ্যে সুবর্ণনাভি মৈনাকের সাক্ষাৎকার চিন্তা করিয়া, কহিতে লাগিলেন, জানকী তপস্যা, সত্যবাক্য ও স্বামিতে অনন্যত্ব প্রযুক্ত স্বয়ংই অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারেন, অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ নহে। অনন্তর তিনি দেবী জানকীর ধর্ম্মপরিগ্রহ চিন্তা করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন, মহাত্মা চারণগণ বলিতেছেন, অহো, হনুমান যে কার্য্য করিলেন, নিশ্চয়ই অপরে তাহা করিতে পারে না। ইনি রাক্ষসগৃহে ভয়ংকর তীব্র অগ্নি প্রদান করিয়া, অট্টালিকা, তোরণ ও প্রাকার সহিত সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিলেন; কিন্তু জানকীকে রক্ষা করিলেন; ইহাতে আমাদের অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। অগ্নিদাহসময়ে চতুর্দ্দিকে রাক্ষসগণের স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ পলায়ন করাতে, লঙ্কা নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল এবং জনগণের কোলাহলে পর্ব্বতকন্দর সকল প্রতিধ্বনিত হওয়াতে, রোমহর্ষ, যেন ক্রন্দন করিয়াছিল। চারণগণের মুখে এই প্রকার অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎকালসমুদ্ভূত আনন্দে তদীয় অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যাহাতে প্রত্যয় জন্মিতে পারে, এরূপ নিমিত্তপরম্পরা, যাহাতে পরম ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে, এরূপ কারণসমূহ এবং ঋষিগণের বাক্য, এই সকলেও তাঁহার মনে প্রীতি সমুদ্ভূত হইল। এইরূপে অভিলষিত অর্থলাভ করিয়া, জানকীকে অক্ষত জানিয়া, পুনরায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করত তিনি প্রতিপ্রস্থানে কৃতমতি হইলেন।

---

## ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর শিংশপামূলে অক্ষতশরীরে অবস্থিতা সীতাকে অভিবাদন করিয়া হনুমান কহিলেন, সৌভাগ্যক্রমে দর্শন করিলাম, এস্থানে আপনার কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

তখন সীতা প্রস্থানোদ্যত হনুমানের প্রতি বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, ভর্ত্তৃপ্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, বৎস! যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এই স্থলে কোন গুপ্ত স্থানে বসতি করিয়া অদ্য বিশ্রাম কর; কল্য গমন করিবে। তুমি নিকটে থাকিলে, মুহূর্ত্ত কালের জন্যও এই মন্দভাগিনীর অপার দুঃখের কথঞ্চিৎ, অবসান হইবে। কিন্তু হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি গমন করিলে পর, পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিবে কি না, ভাবিয়া আমার পুনর্ব্বার জীবন সংশয় উপস্থিত হইবে। তোমার অদর্শন আমাকে আবার অধিকতর দুঃখে বিদারণ করিবে; আমি দুশ্চিন্তা ও শোকে অভিভূত হইয়া বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর দুঃখে পতিত হইব।

আর বীর! মহতী বানর সেনা লইয়া মহাবল সুগ্রীব কি করিয়া দুষ্পার সাগর পার হইবেন; সেই সকল বানর ও ভল্লুক সৈন্য এবং সেই দুই রাজনন্দনই বা কি করিয়া পার হইবেন; এই সন্দেহও আমার মন হইতে কোন রূপেই অপসৃত হইতেছে না। সাগরলঙ্ঘনে কেবল তিন জনেরই শক্তি আছে, গরুড়ের, তোমার আর পবনের। অতএব এই দুস্তর কার্য্যসংকটে উপায় কি স্থির করিতেছ; তুমি ত কার্য্যকুশল। হে শত্রুঘাতিন্! তুমি একাকীই কার্য্য সম্পাদন করিতে পার সত্য, কিন্তু তা হইলে তোমারই যশোবৃদ্ধি হইল। শত্রুসৈন্যবিমর্দ্দন রঘুনন্দন যদি সেনা দ্বারা লঙ্কা আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলেই তাহার উচিত কার্য্য হয়। অতএব সেই রণবীর মহাত্মার যাহাতে বিক্রমোপযুক্ত কার্য্য হয়, তুমি তাহার উপায় কর।

সীতার সেই যুক্তিসঙ্গত হেতুগর্ভ বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর হনুমান উত্তর করিলেন, দেবি! বানর ও ভল্লুকসেনার অধিপতি সত্যবাক্ বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব আপনার কার্য্যসাধন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। হে বিদেহনন্দিনি! বানররাজ সেই সুগ্রীব সহস্র কোটি বানর সমভিব্যাহারে সত্বর আগমন করিবেন। নরবর সেই দুই বীর রামলক্ষ্মণও একত্রে আগমন করিয়া বাণ দ্বারা লঙ্কা চূর্ণ করিবেন। রঘুনন্দন অবিলম্বেই রাবণকে সগণে সংহার করিয়া আপনাকে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নগরী প্রতিগমন করিবেন। আশ্বস্ত হউন; আপনার শোক নিবৃত্ত হউক, কালবিলম্ব করুন, শীঘ্রই দেখিবেন, রাম রণে রাবণকে সংহার করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ অমাত্য ও বন্ধু বান্ধবের সহিত নিহত হইলে পর, শশাঙ্কের সহিত রোহিণীর ন্যায় রামের সহিত আপনার মিলন হইবে। যুদ্ধে জয় করিয়া যিনি আপনার শোকাপনোদন করিবেন, সেই ককুৎস্থনন্দন শীঘ্রই বানর ও ভল্লুকগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিবেন।

এই প্রকারে জানকীকে আশ্বাসদান, আশ্চর্য্য বল প্রদর্শন, প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বিনাশ, নিজের নাম ঘোষণা, লঙ্কানগরীকে ব্যাকুল, রাবণকে বঞ্চনা, ও ভীষণ বল প্রদর্শন এবং জানকীকে অভিবাদন করিয়া হনুমান সাগরমধ্য দিয়া প্রতিগমন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।

অনন্তর স্বামিসন্দর্শনসমুৎসুক শত্রুনিসূদন হনুমান্ অত্যুন্নত অরিষ্ট পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। পর্ব্বত যেন উত্তুঙ্গ পদ্মকবৃক্ষভূয়িষ্ঠ নীলবনরাজিরূপ পরিধেয় এবং শৃঙ্গান্তরবিলগ্ন তোয়দরূপ উত্তরীয় পরিধান করিয়া আছে। নির্ম্মল আদিত্যকিরণে যেন প্রফুল্লভাবে বিকসিত হইয়াছে। বিবিধ ধাতুতে যেন সহস্র সহস্র লোচন উন্মীলিত হইয়া আছে। চারিদিকেই জলপ্রবাহের গম্ভীর শব্দ হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন পর্ব্বত অধ্যয়ন করিতেছে। বিবিধ প্রস্রবণের শব্দ উত্থিত হইয়াছে। অনুমান হইতেছে যেন

গিরিবর সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে। দেবদারু সকল উন্নত হইয়া আছে, যেন অদ্রিরাজ বাহু উত্তোলন করিয়া সর্ব্বত্র জলপ্রপাতের শব্দ হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন অচল আর্ত্তনাদ করিতেছে। বাসন্তিক বৃক্ষ সকল কম্পিত হওয়াতে বোধ হইতেছে; যেন গিরিরাজ নিজেই কম্পিত হইতেছে। বায়ুবেগে আন্দোলিত বেণু ও কীচক শব্দে অচলরাজ যেন কূজন ধ্বনি করিতেছে; ভীষণ আশীবিষগণের গর্জ্জনে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। নীহারে আচ্ছন্ন হইয়া গুহা সকল গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে, যেন পর্ব্বত ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে; মেঘসন্নিভ প্রত্যন্ত পর্ব্বত-সমূহে যেন চতুর্দ্দিকে পাদবিক্ষেপ করিয়াছে। মেঘমণ্ডিত শিখর সকল আকাশে উন্নত হইয়াছে, যেন গিরিবর অঙ্গ মোটন করিতেছে। নানাদিকে নানা শৃঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। অসংখ্য কন্দর শোভা সম্পাদন করিতেছে। অনেকানেক সাল, তাল, কর্ণ ও বংশ পর্ব্বত আচ্ছন্ন করিয়া আছে। পুষ্পিত বিস্তীর্ণ লতা কুঞ্জ সকল পর্ব্বতে শোভিত হইয়া আছে। বিবিধ মৃগকুল দলে দলে বিচরণ এবং অশেষবিধ ধাতুনিস্যন্দ ভূষা সম্পাদন করিতেছে। বহু প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে, শিলা সকল সঞ্চিত হইয়া অবসর রোধ করিয়াছে, মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও উরগগণ বসতি করিয়া আছে। লতাবৃক্ষে গমনাগমন রোধ করিয়াছে। গুহা মধ্যে সিংহ সকল বাস করিতেছে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর সংখ্যা করা দুঃসাধ্য; বৃক্ষ সকলের ফল ও মূল অতি সুস্বাদু।

পবননন্দন হনুমান রামদর্শন জন্য আনন্দে প্রেরিত হইয়া সত্বর এই অরিষ্টপর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পাদ-পীড়িত হইয়া সুরম্য সানুস্থিত শিলাসকল সশব্দে চূর্ণীকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। মহাকপি সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে আরোহণ করিয়াই লবণ সমুদ্রের দক্ষিণ পার হইতে উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইবার অভিপ্রায়ে দেহবৃদ্ধি করিলেন। অনন্তর আরও

কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ভীষণ উরগগণ নিষেবিত পারাবার দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বায়ু যেমন আকাশে, বায়ুনন্দন তেমনি মনোদ্বারা তৎক্ষণ মাত্রে দক্ষিণ হইতে উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর লম্ফপ্রদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার পাদ দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে পর্ব্বতের বিবিধ প্রাণী চীৎকার করিয়া উঠিল, শিখর সকল কম্পিত হইতে থাকিল, এবং বৃক্ষগণ পতিত হইতে লাগিল। এই রূপে পর্ব্বত রসাতলে প্রবেশ করিল। তাঁহার মহাবেগে মথিত হইয়া পুষ্পিত পাদপ সকল বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। গুহামধ্যস্থিত মহাবিক্রমশালী সিংহগণের ভীষণ শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া শ্রুত হইতে থাকিল। বিদ্যাধরী সকল আলুলায়িত বসনে ও শিথিলিত ভূষণে সহসা পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া আকাশ মার্গে উত্থিত হইলেন। প্রকাণ্ডদেহ বলবান্ দীপ্তজিহ্ব মহাবিষধর অজগর সর্প সকল ভগ্নগ্রীব ও ভগ্নমস্তক হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল, কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও বিদ্যাধরগণ নিপীড়িত নগশ্রেষ্ঠকে পরিত্যাগ করিয়া আকাশমার্গে উত্থান করিলেন। সুন্দর পর্ব্বতও সেই বলবান কর্তৃক পীড়িত হইয়া, উন্নত বৃক্ষ ও শৃঙ্গগণের সহিত রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। পর্ব্বতের বিস্তার দশ যোজন এবং উচ্ছ্রায় ত্রিংশৎ যোজন, ছিল; এক্ষণে ভূমির সহিত সমতল হইল।

হনুমান বেলান্তে তরঙ্গাস্ফালিত মহাসাগর অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিবার জন্য আকাশপথে উত্থান করিলেন।

---

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

মহাবলশালী হনুমান্ লম্ফ প্রদান করিয়া অক্লেশে আকাশরূপ সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন; ভুজঙ্গ যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ ঐ সাগরের প্রস্ফুটিত কমল ও উৎপল, চন্দ্র উহার কুমুদ, সূর্য্য

উহার মুখর কারণ্ডব; পুষ্যা ও শ্রবণা নক্ষত্র উহার হংস; মেঘ উহার নীলবর্ণ শৈবাল; পুনর্ব্বসু নক্ষত্র উহার মহামীন; মঙ্গল উহার মহাগ্রাহ; ঐরাবত উহাতে মহাহস্তী; স্বাতীনক্ষত্র উহার হংস বিলাস; রাহু নংমর্দ্দ উহার উত্তাল তরঙ্গ এবং চন্দ্র কিরণ উহার সুশীতল বারি। যাইবার সময় পবনতনয় আকাশ যেন গ্রাস, চন্দ্রকে যেন বিলিখন, নক্ষত্রগণ ও দিবাকর সহিত গগনতল যেন আহরণ, এবং ঘনরাজি আকর্ষণ করিয়া অকাতরে অপার আকাশসমুদ্র পার হইতে লাগিলেন। পাণ্ডুর, অরুণ, নীল, মাঞ্জিষ্ঠ এবং কপিশবর্ণ প্রকাণ্ড মেঘখণ্ড সকল আকৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। মারুতনন্দন বার বার মেঘমধ্যে প্রবেশ ও নির্গমন করিয়া চন্দ্রের ন্যায় ক্ষণে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার পরিধান শুক্লবসন, বিবিধ মেঘের মধ্যে একবার দৃষ্ট, একবার অদৃষ্ট হইয়া বীর আকাশে চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। আকাশে গরুড়ের ন্যায় মেঘ সকল বিদারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; এবং মেঘের ন্যায় মহা গম্ভীর স্বরে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাত্মা মারুতনন্দন প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বিনাশ, নিজের নাম ঘোষণা, নগরী সমাকুল, রাবণকে ব্যথিত, মহাবীরদিগকে মথিত ও জানকীকে প্রণাম করিয়া সাগর মধ্যে আসিয়া, উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সুনাভ পর্ব্বত কম্পান করিয়া ধনুর্ম্মুক্ত নারাচাস্ত্রের ন্যায় বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর দূর হইতে মহেন্দ্র পর্ব্বত দর্শন করিয়া, মহাকপি মেঘের ন্যায় শব্দ করিলেন। সেই শব্দে দশ দিক্ পূর্ণ হইল।

বন্ধুদর্শনার্থসমুৎসুক হইয়া হনুমান্ এই প্রকার মহামেঘের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলেন, ঘন ঘন শব্দ ও লাঙ্গুল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শব্দে আকাশমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলের সহিত যেন বিশীর্ণ হইল। উত্তরতীরে মারুতির দর্শনলাভ জন্য যে সকল মহাবীর বানর উপবেশন

করিয়াছিল ; তাহারা মেঘের ন্যায় হনুমানের ও তাঁহার বেগের শব্দ শুনিতে পাইল। সকলেই বিষণ্ণ মনে উপবেশন করিয়াছিল ; এক্ষণে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় মহাকপির সেই শব্দ শুনিতে পাইল। শুনিয়াই বন্ধুদর্শন জন্য সকলেই সমুৎসুক হইয়া উঠিল। জাম্ববান্ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, সকল বানরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হনুমান সম্যক কার্য্য সাধন করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অকৃতকার্য্য হইলে কখনই এরূপ শব্দ করিত না। হনুমানের বাহুর ভীষণ বেগ ও শব্দ শ্রবণ করিয়া বানরগণ আনন্দিত হইয়া উত্থান করিল এবং হনুমানকে দেখিবার জন্য এক পর্ব্বত হইতে আর এক পর্ব্বতে ও এক শিখর হইতে আর এক শিখরে গমন করিতে লাগিল। প্রীতচিত্তে শাখা অবলম্বন করিয়া,অগ্রভাগে দণ্ডায়মান রহিল ; এবং শুভ্র বসন বিধূনন করিতে থাকিল। বায়ু যেমন গিরিগুহায় বদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করে, পবননন্দন বলবান হনুমান তেমনি গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

হনুমান দেখিতে মেঘের উপরিস্থ মেঘের ন্যায় তিনি আসিয়াছেন, দর্শন করিয়া, বানরগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিল। অনন্তর পর্ব্বতপ্রতিম বেগবান্ বীর পবনকুমার উল্লিখিত গিরি হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতের পাদপপূর্ণ শিখরদেশে নিপতিত হইলেন। তিনি হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া, আকাশ হইতে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায়, রমণীয় পর্ব্বতনির্ঝরে পতিত হইলে, সমুদায় বানরপুঙ্গব প্রীতহৃদয়ে সেই মহাত্মার সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। তাহাতে তাহাদের পরম প্রীতি সমুপস্থিত ও বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অনন্তর বানরগণ ফল মূল ও অন্যান্য উপায়ন আনয়ন করিয়া, কপিকেশরী পবননন্দনের প্রতিপূজা করত আহ্লাদিত হইয়া, কেহ উচ্চ নাদ কেহ বা কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিল। প্রধান প্রধান বানরগণ প্রফুল্ল হইয়া, পাদপশাখা আনয়ন করিল। মহাকপি হনুমান ও জাম্ববানপ্রমুখ গুরু-

বৃদ্ধ ও কুমার অঙ্গদের বন্দনা করিলেন। এবং তাহারা তাঁহার পূজা ও অন্যান্য কপিগণ তাঁহারে প্রসন্ন করিলে, সেই পূজনীয় বিক্রমশালী কপি সংক্ষেপে সকলের গোচর করিলেন, আমি সীতাকে দেখিয়াছি। অনন্তর তিনি বালীর পুত্র অঙ্গদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মহেন্দ্রগিরির রমণীয় বনোদ্দেশে উপবিষ্ট ও জিজ্ঞাসিত হইয়া, বানরশ্রেষ্ঠদিগকে কহিলেন, জানকী অশোক বনে আছেন, দেখিয়া আসিয়াছি। অতীব ভীষণপ্রকৃতি নিশাচরীগণ সেই অনিন্দিতাকে রক্ষা করিয়া আছে। তিনি একবেণী ধারণ করিয়াছেন; রামকে দেখিবার জন্য সতত উৎসুক; উপবাসে পরিশ্রান্ত, কৃশ, মলিন ও জটিলভাবাপন্ন হইয়াছেন।

হনুমানের মুখে, দেখিয়াছি, এই অমৃতোপম মহার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সমুদায় বানরগণ আহ্লাদিত হইয়া, কেহ ক্ষ্বেড়ন, কেহ শব্দ, কেহ গর্জ্জন, কেহ কিলকিলা ধ্বনি, এবং কোন কোন কপিকুঞ্জর প্রহৃষ্ট হইয়া, লাঙ্গুল উচ্ছ্রিত করিল। কেহ কেহ আয়তাঞ্চিত দীর্ঘ লাঙ্গুল বিক্ষেপ এবং অন্যান্যেরা হর্ষভরে গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীমান্ বানরোত্তম হনুমানকে স্পর্শ করিতে লাগিল।

তৎকালে পবননন্দন উল্লিখিত বাক্য প্রয়োগ করিলে, অঙ্গদ, কপিগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে বানরোত্তম! সত্ত্বে ও বীর্য্যে কেহই তোমার সমান নাই। দেখ, তুমি বিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক পুনরায় সমাগত হইয়াছ। একমাত্র তুমিই আমাদের প্রাণদাতা। তোমার প্রসাদে আমরা সিদ্ধমনোরথ হইয়া, রামের সহিত মিলিত হইব। তোমার স্বামিভক্তি, বীর্য্যবত্তা ও ধৈর্য্য সমুদায়ই বিস্ময়জনক। তুমি যশস্বিনী দেবী রামপত্নী সীতাকে দর্শন করিয়াছ এবং রামের সীতাবিয়োগজনিত শোক বিনষ্ট হইবে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। অনন্তর বানরগণ অঙ্গদ, হনুমান ও জাম্ববানকে বেষ্টন করিয়া হর্ষভরে সুবিপুল শিলা সকলে উপবেশন করিল। তাহারা

মহেন্দ্রগিরির সেই বিশাল শিলাসমূহে উপবেশন পূর্ব্বক সমুদ্র লঙ্ঘন এবং সীতা ও লঙ্কাপ্রদর্শনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য হনুমানের মুখের দিকে কৃতাঞ্জলিপুটে উন্মুখ হইয়া রহিল। স্বয়ং অঙ্গদ বহুসংখ্য বানরে বেষ্টিত হইয়া,স্বর্গে দেবগণ কর্ত্তৃক উপাস্যমান ইন্দ্রের ন্যায়, তথায় আসীন হইলেন। কীর্ত্তিমান্ হনুমান এবং অঙ্গদনদ্ধবাহু যশস্বী অঙ্গদ এইরূপে হর্ষভরে উপবেশন করিলে সেই বিশালোন্নত পর্ব্বতশেখর নিরতিশয় শোভাসম্পন্ন হইল।

---

## অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান্ প্রভৃতি মহাবল বানরবল পরম প্রীতিমান্ হইয়া, মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরে উপবেশন করিলেন। মহাত্মারা ঐরূপে উপবিষ্ট হইলে, জাম্ববান হর্ষিত হইয়া, প্রীতিসংযুক্ত মহাকপি অনিলাত্মজকে কার্য্যবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কিরূপে দেবীকেদর্শন করিলে? তিনি তথায় কিভাবে আছেন? ক্রূরকর্ম্মা দশাননই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে? হে মহাকপে! এই সকল বৃত্তান্ত যথাযথ আমাদের নিকট বর্ণন কর। তুমি কিরূপে দেবীর সন্ধান পাইলে? তিনিই বা তোমায় কি বলিলেন? এ সকল বিষয় শুনিলে, পুনরায় কর্ত্তব্য নিশ্চয় চিন্তা করিব। রামের নিকট যাইয়া যে বিষয় বলিতে হইবে এবং যাহা গোপন করিতে হইবে, তুমি যথাযথ সে সকল কীর্ত্তন কর।

জাম্ববান এইরূপে নিয়োগ করিলে, হনুমানের সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি অবনত মস্তকে দেবী জানকীকে নমস্কার করিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন,সাগরের দক্ষিণপারপ্রাপণাশয়ে সমাহিত হইয়া, আমি আপনাদের সমক্ষেই মহেন্দ্রশিখর হইতে আকাশে উৎপ্লুত হইলাম। গমন করিতে করিতে অন্ত-

লোকন করিলাম, নিরতিশয় মনোহর দিব্য কাঞ্চনশিখর পথ রোধ করিয়া,ভয়ংকর বিঘ্নরূপের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তদ্দ-র্শনে ঐ পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ অন্তরায় বোধ করিলাম। অনন্তর ঐ কাঞ্চনগিরির সন্নিহিত হইয়া, মনে মনে স্থির করিলাম, ইহাকে ভয় দেখাইব। এই ভাবিয়া লাঙ্গুলের আঘাত করিলে, মহাগিরির ঐ সূর্য্যসন্নিভ শেখর সহস্র খণ্ডে বিশীর্ণ হইয়া গেল। এই ব্যব-সায় দর্শনে মহাগিরি মধুর বাক্যে পুত্র সম্বোধনে মদীয় হৃদয়ে নিরতিশয় আহ্লাদ সঞ্চার করত কহিলেন, তুমি জানিও, আমি তোমার পিতৃব্য ও পিতার সখা সুবিখ্যাত মৈনাক এই মহো-দধিতে বাস করিতেছি। পূর্ব্বে পর্ব্বত সকল পক্ষবিশিষ্ট ছিল। ঐ অবস্থায় তাহারা নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করিয়া, স্বেচ্ছা-নুসারে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ভগবান্ পাকশাসন মহেন্দ্র পর্ব্বতগণের এই প্রকার চরিত্র শ্রবণ করিয়া, বজ্র প্রয়োগপুরঃসর তাহাদের পক্ষ সকল সহস্র খণ্ডে ছিন্ন করিয়া দিলেন। কিন্তু তোমার পিতা মহাত্মা পবন আমাকে এই বিপদে মুক্ত করিলেন। বৎস! তৎকালে পবনকর্ত্তৃক আমি বরুণালয় সাগরে প্রক্ষিপ্ত হইলাম। রামের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। রাম ধার্ম্মিকগণের শ্রেষ্ঠ এবং বিক্রমে মহেন্দ্রের সমান।

মহাত্মা মৈনাকের এই কথা শুনিয়া, আমি তাঁহাকে কার্য্য নিবেদন করিলাম, আমার মন অগ্রে প্রস্থান করিল। মহাত্মা মৈনাকও আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া, সেই সুপ্রশস্ত শিলারূপ মানুষদেহে মহোদধিতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন আমি বিশিষ্টরূপ বেগবিশিষ্ট হইয়া, অবশিষ্ট পথ অতিক্রমে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অনেক ক্ষণ এইরূপে বেগভরে গমন করিয়া। নাগমাতা দেবী সুরসাকে নয়নগোচর করিলাম। দেবী সুরসা সমুদ্রমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আমাকে কহিতে লাগিলেন, বানর-সত্তম! অমরগণ তোমাকে আমার খাদ্যরূপে নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। অতএব দেবগণ কর্তৃক ভক্ষ্যরূপে বিহিত তোমাকে আমি ভক্ষণ করিব।

সুরসা এই প্রকার কহিলে, আমি প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে অবস্থান করিয়া বিষণ্ণ বদনে কহিলাম, দশরথনন্দন শ্রীমান্ পরন্তপ রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বনিতা সীতার সহিত দণ্ডকবনে প্রবেশ করিয়াছেন। দুরাত্মা রাবণ তদীয় ভার্য্যা জানকীকে হরণ করিয়াছে। আমি রামের আদেশে দৌত্য ভার বহনপূর্ব্বক সীতার অন্বেষণে গমন করিতেছি। তুমি রামের অধিকারে বাস করিতেছ। অতএব এ বিষয়ে তোমারও রামের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। অথবা, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জানকী ও রাম উভয়কে দর্শন করিয়া, পুনরায় তোমার বক্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিব।

এই প্রকার কহিলে, কামরূপিণী সুরসা প্রত্যুত্তর করিল, কোন ব্যক্তিই আমায় লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিবে না, এই প্রকার বরপ্রাপ্ত হইয়াছি। সে এই কথা কহিলে, আমি দশযোজন বর্দ্ধিত হইলাম। পুনরায় ক্ষণমধ্যে দশযোজন বিস্তার অবলম্বন করিলাম। কিন্তু সুরসা আমার প্রমাণাধিক মুখব্যাদান করিল। তদ্দর্শনে আমি পুনরায় স্বীয় শরীর খর্ব্বীকৃত করিলাম। অনন্তর সেই মুহূর্ত্তেই অঙ্গুষ্ঠের সমান হইয়া, তদীয় বদনে আশু প্রবেশপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বিনির্গত হইলাম।

তদ্দর্শনে দেবী সুরসা স্বীয় স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া, পুনরায় আমারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৌম্য! তুমি যথাসুখে গমন এবং রাম সীতার সম্মিলন বিধান কর। অয়ি মহাবাহু! তুমি সুখী ও স্বচ্ছন্দ হও; আমি তোমার প্রতি প্রীতিমতী হইয়াছি। ঐ সময় সকল ভূত সাধু সাধু বাক্যে আমার প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর আমি গরুড়ের ন্যায়, সুবিপুল আকাশে অবগাহন করিলে, আমার ছায়া নিগৃহীত হইল। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে বাক্

বোধ হওয়াতে, আমি দশদিক অবলোকন করিতে লাগিলাম। কিন্তু যাহাতে আমার গতির ব্যাঘাত হইয়াছে, ঐরূপ কোন পদার্থ দেখিতে পাইলাম না। তখন ভাবিতে লাগিলাম, কিজন্য আমার গতির এ প্রকার ব্যাঘাত জন্মিল? অনন্তর শোক করিতে করিতে অধোভাগে দৃষ্টি পতিত হইলে, দেখিলাম, এক ভয়ঙ্করী নিশাচরী তথায় সলিলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আমি যদিও নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার কিছুমাত্র ভয় জন্মে নাই। তদ্দর্শনে সেই ভীমা রাক্ষসী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া অশোভনবাক্যে আমাকে কহিল, হে মহাকায়! আমি ক্ষুধিত হইয়া তোমায় খাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। তুমি কোথায় যাবে। অনেক কাল আমার আহার হয় নাই। অতএব তুমি আমারে আপ্যায়িত কর। আমি তথাস্তু বলিয়া তদীয় বাক্য প্রতিগ্রহ করিলাম। অনন্তর তাহার বদনপ্রমাণ অপেক্ষা নিজদেহ বর্দ্ধিত করিলে, সেই রাক্ষসী আমারে ভক্ষণার্থ সুভীষণ বিশাল আস্য বিস্তৃত করিল। আমি যে কামরূপী এবং বিকৃত অনুষ্ঠান করিয়াছি, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। আমি নিমেষান্তরমধ্যেই স্বীয় বিপুলরূপ সংক্ষিপ্ত করিয়া, তদীয় হৃদয় কর্ত্তনপূর্ব্বক আকাশে উৎপতিত হইলাম। হৃদয় কর্ত্তিত হইলে, সেই পর্ব্বতাকৃতি নিশাচরী ভুজদ্বয় প্রসারিত করিয়া, লবণার্ণবমধ্যে নিপতিত হইল।

ঐ সময়ে শুনিতে পাইলাম, মহাত্মা খেচরগণ মনোহর বাক্যে বলিতেছেন, হনুমান ভয়ঙ্কর সিংহিকা রাক্ষসীকে সত্বর নিহত করিলেন। যাহা হউক, তাঁহাকে হত্যা করিয়া, আমি পুনরায় চিন্তা করিলাম, সীতা দর্শনে কালবিলম্ব হইল। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, অনেক পথ গমন করত মহোদধির পর্ব্বতমণ্ডিত দক্ষিণ তীর দেখিতে পাইলাম, যেখানে লঙ্কাপুরী বিরাজমান হইতেছে। সূর্য্যাস্ত সময়ে আমি ভীমবিক্রম রাক্ষসগণের অজ্ঞাতসারে তাহাদের আবাসভূমি উল্লিখিত পুরীতে

প্রবিষ্ট হইলাম। তথায় প্রবেশ করিতেছি, এমন সময়ে জলদ-সন্নিভা কোন রমণী অট্টহাস্য প্রয়োগ করত আমার সম্মুখে সমুত্থিত হইল। তাহার কেশপাশ প্রজ্বলিত পাবকতুল্য, সে আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, আমি বাম-মুষ্টি প্রহার পূর্ব্বক সেই অতি ভীষণাকে পরাজয় করিয়া প্রদোষ সময়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সে আমাকে কহিল, হে বীর! আমিই সাক্ষাৎ এই লঙ্কানগরী। তুমি যখন বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে জয় করিলে, তখন সকল রাক্ষসকেই নিঃশেষে জয় করিবে।

অনন্তর আমি জনকাত্মজার সন্ধানক্রমে সমস্ত রাত্রি বিচরণ করত রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সে-খানেও সেই সুমধ্যমাকে দেখিতে পাইলাম না। রাবণগৃহে সীতাকে দেখিতে না পাইয়া শোকসাগরে পতিত হইলাম, উহার আর পার দেখিতে পাইলাম না। ঐরূপ অবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট সুন্দর বন অবলোকন করিলাম। ঐ উপবন কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। আমি ঐ প্রাচীরে উত্থানপূর্ব্বক বহুপাদপসমা-কীর্ণ উল্লিখিত অশোক কানন মধ্যে এক প্রকাণ্ড শিংশপাতরু নিরীক্ষণ করিলাম। তাহাতে আরোহণ করিয়া,অদূরে কাঞ্চনবর্ণ কদলী কানন ও বরবর্ণিনী জানকী আমার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হই-লেন। উপবাস করিয়া সেই শ্যামা ও কমললোচনা বামললনার বদনমণ্ডল শুষ্ক হইয়াগিয়াছে। পরিধান একমাত্র বস্ত্র, কেশপাশ মলিন এবং অঙ্গযষ্টি শোকসন্তাপে ক্ষীণ। তিনি সর্ব্বদাই স্বামীর অনুকূলবর্ত্তিনী। মাংসশোণিতাশনা ব্যাঘ্রীগণ হরিণীকে যেমন, ক্রূরপ্রকৃতি বিরূপা রাক্ষসীরা তেমনি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। এবং তাঁহাকে বারংবার তর্জ্জন করিতেছে। হিমাগমে পদ্মিনীর ন্যায়, তাঁহার শরীর বিবর্ণ। তিনি এক বেণী ধারণপূর্ব্বক নিতান্ত দীনভাবাপন্না ও রামচিন্তায় মগ্না হইয়া,